

স্বর্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী।

[illegible]

স্বর্গীয় কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা

[illegible]



ীয় কবি বিহা

গ্রন্থাবলী।

স্বর্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা।
২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বি, বি, ধর এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ, ১৩০৭ সাল।

প্রকাশক,

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

৫ নং অক্ষয় দত্তের লেন, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ভূমিকা।

চরিত্রবান্ পুরুষের লেখা বুঝিতে হইলে স্বয়ং চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। অস্মদ্দেশে চরিত্রবান্ পুরুষ অতীব বিরল ; একেবারে নাই এ কথা বলা যায় না। পরন্তু, এ কথা বলিতে গেলে অনেকেরই বিরাগ-ভাজন হইতে হয়। বাঙ্গালায় কি কবিতা, কি দর্শনশাস্ত্র, কি ইতিহাস, কি গণিতশাস্ত্র সকল বিষয়েরই উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র ; বরং অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা কবিতার অধিকতর উন্নতি হইয়াছে বলিলে নিতান্ত ভুল বলা হয় না। বিগত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কবিতার সহিত এখনকার কবিতার তুলনা করিয়া দেখিলে এই কথার স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

চরিত্র কেহ কাহাকে দিতে পারে না। যে দেশে যে পরিমাণে লোকে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে তৎপর, সেই দেশে সেই পরিমাণে লোকে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন বহু সময় সাপেক্ষ। বাঙ্গালায় সেই সাধনার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। বহুদিবস নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া আমাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, সেই নিদ্রার কেহ ব্যাঘাত জন্মাইলে আমরা বড়ই বিরক্ত হই। কারণ জাগ্রত অবস্থা আমাদের নিকট অচেনা বলিয়া মনে হয়, সুতরাং তাদৃশ অবস্থা আমাদের ভালই লাগে না। যে যে সুন্দর হৃদয়শালী

মহাত্মাগণ বঙ্গদেশকে সেই চিরপ্রসুপ্ত অবস্থা হইতে জাগাইবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, বঙ্গদেশকে নূতন সঞ্জীবনী মন্ত্র দান করিয়াছেন, এই সুন্দর সুমনোহর কাব্য গ্রন্থগুলির প্রণেতা স্বর্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিলাম, নচেৎ কোন আবশ্যকতা ছিল না। তাই বলিতেছিলাম, বঙ্গদেশে চরিত্রবান্ পুরুষের সংখ্যা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে এই পুস্তকগুলির আদর করিবার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ইংরাজি ১৮৮১ সালে এই গ্রন্থাবলীর প্রণেতা স্বর্গীয় কবি বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একখানি আলেখ্য স্বহস্তে অঙ্কিত করেন ও এতদিন যাবৎ সযত্নে উহাকে রক্ষিত করিয়াছিলেন। সেই আলেখ্য হইতে প্রস্তুত করিয়া অদ্য আমরা সহৃদয় পাঠকসমাজে কবির এই চিত্র উপহার দিতে সক্ষম হইলাম। নচেৎ কবির অন্য কোন চিত্র ছিল না। আমরা সেই জন্য জ্যোতিরীন্দ্র বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

কবির একখানি পত্র।

৫ নং অক্ষয় দত্তের লেন,
নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ৪ঠা কার্ত্তিক ১২৮৮।

সুহৃদ্বর
শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু রায়
মহাশয় করকমলেষু।

ভ্রাতঃ!

মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।

সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃপুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর। গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতীমূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিতমৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই সারদামঙ্গল লিখি নাই।

মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ব্ববাদীসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুরুটে ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রূষা বুঝিলে সারদা-প্রেমের অসর্ব্ববাদীসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবন বৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।

অনুরক্ত
শ্রীবিহারি লাল চক্রবর্ত্তী।

সারদামঙ্গল

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।

"सङ्गमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न सङ्गमस्तस्याः ।
सङ्गे सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मय विरहे ॥"

☞ ১২৭৭ সালে 'সারদামঙ্গলের' রচনা আরম্ভ হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ১২৮১ সালে "আর্য্যদর্শন" পত্রে তদবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ; এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ হইল।

উপহার।

—※—

গীতি।

[রাগিণী ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।]

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর!
তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার!
কুসুম-কানন মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা-নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে!
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার!
হয় তো হলনা দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—
ধর ধর স্নেহ-উপহার!

সারদামঙ্গল।

প্রথম সর্গ।

গীতি।

[রাগিণী ললিত,—তাল আড়াঠেকা।]

ওই কে অমরবালা দাঁড়ায়ে উদয়াচলে,
ঘুমন্ত প্রকৃতি পানে চেয়ে আছে কুতূহলে!
চরণ কমলে লেখা
আধ আধ রবি-রেখা,
সর্ব্বাঙ্গে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুক্‌তারা জ্বলে।
যোগে যেন পায় স্ফূর্ত্তি
সদয়া করুণামূর্ত্তি,
বিতরেন হাসি হাসি শান্তিসুধা ভূমণ্ডলে।
হয় হয় প্রায় ভোর,
ভাঙো ভাঙো ঘুমঘোর,
সুস্বপ্নরূপিণী উনি, উষারাণী সবে বলে।

বিরল তিমির জাল,
শুভ্র অভ্র লালেলাল,
মগন তারকারাজি গগনের নীল জলে।
তরুণ-কিরণাননা
জাগে সব দিগঙ্গনা,
জাগেন পৃথিবী দেবী সুমঙ্গল কোলাহলে।
এস মা উষার সনে
বীণাপাণি চন্দ্রাননে,
রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখ হৃদয় কমলে!

১

কে তুমি ত্রিদিবদেবী বিরাজ হৃদি কমলে!
নধর নগনা লতা মগনা কমলদলে।
মুখখানি ঢল ঢল,
আলুথালু কুন্তল,
সনাল কমল দুটি হাসে বাম করতলে।

২

কপোলে সুধাংশু ভাস,
অধরে অরুণ হাস,
নয়ন করুণাসিন্ধু প্রভাতের তারা জ্বলে।

৩

মাথা থুয়ে পয়োধরে
কোলে বীণা খেলা করে,
স্বর্গীয় অমিয় স্বরে জানিনে কি কথা বলে।

৪

ভাবভরে মাতোয়ারা,
যেন পাগলিনী পারা,
আহ্লাদে আপনা-হারা মুগুধা মোহিনী,
নিশান্তের শুকতারা,
চাঁদের সুধার ধারা,
মানস-মরালী মম আনন্দ-রূপিণী!
তুমি সাধনের ধন,
জান সাধকের মন,
এখন আমার আর কোন খেদ নাই ম'লে!

৫

নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা,
অনল-হিল্লোল-ধারা,
বিচিত্র-বিদ্যুত-দাম-দ্যুতি ঝলমল;
তিমিরে নিমগ্ন ভব,
নীরব নিস্তব্ধ সব,
কেবল মরুতরাশি করে কোলাহল।

৬

হিমাদ্রি শিখর পরে
আচম্বিতে আলো করে
অপরূপ জ্যোতি ওই পুণ্য তপোবনে!
বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে,—
তামসী-তরুণ-উষা কুমারীরতন।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে।
হাসিল অম্বরতলে
পারিজাত দলে দলে,
হাসিল মানস সরে কমল কানন।

৭

হরিণী মেলিল আঁখি,
নিকুঞ্জে কূজিল পাখী,
বহিল সৌরভময় শীতল সমীর,
ভাঙ্গিল মোহের ভুল,
জাগিল মানব কুল,
হেরিয়ে তরুণ-উষা আনন্দে অধীর।

৮

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে ;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

৯

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।

১০

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;

সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে।

১১

কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়,
ম্রিয়মাণ রবি-ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!

১২

কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে।

১৩

করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝল্‌মলে কানন;

কর্ণে কিরণের ফুল,
দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।

১৪

হাসিহাসি-শশি-মুখী,
কতই কতই সুখী!
মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল,
কভু রোষে জ্বল জ্বল,
বিলোচন ছল ছল করে প্রতিক্ষণে।

১৫

করুণ ক্রন্দন রোল
উত উত উতোরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে;
হেরিলেন রক্তমাখা
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী ওড়ে ঘিরে ঘিরে।

১৬

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আর বার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে, যেন উন্মাদিনী;

কাতরা করুণা-ভরে,
গান্ সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

১৭

সে শোক-সংগীত-কথা
শুনে কাঁদে তরু লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী-ছবি
গদ গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।

১৮

রোমাঞ্চিত কলেবর,
টলমল থরথর,
প্রফুল্ল কপোল বহি বহে অশ্রুজল।

হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও!
কমলা ঠমকে হাসি
ছড়ান্ রতনরাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে আহা ফিরে নাহি চাও!

ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ,
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ জ্ঞান,
হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল।

১৯

এমন করুণা মেয়ে
আছে যাঁর মুখ চেয়ে,
ছলিতে এসেছ তাঁরে কেন গো চপলা!
হেরে কন্যা করুণায়
শোক তাপ দূরে যায়,
কি কাজ—কি কাজ তাঁর তোমায় কমলা!

২০

এস মা করুণারাণী,
ও বিধু-বদন-খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরি গো আবার;
শুনে সে উদার কথা
জুড়াক্ মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগী-জন-তপোবন-স্থলে!

২১

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢলঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা-যামিনী।

২২

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্য রাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।

২৩

ফটিকের নিকেতন,
দশ দিকে দরপণ,
বিমল সলিল যেন করে তক্ তক্ ;
সুন্দরী দাঁড়ায়ে তায়
হাসিয়ে যে দিকে চায়
সেই দিকে হাসে তার কুহকিনী ছায়া,

নয়নের সঙ্গে সঙ্গে
ঘূরিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
অবাক দেখিলে, হয় অমনি অবাক ; চক্ষে পড়েনা পলক।
তেমনি মানস সরে
লাবণ্য-দর্পণ-ঘরে
দাঁড়ায়ে লাবণ্যময়ী দেখিছেন মায়া।—

২৪

যেন তাঁরে হেরি হেরি,
শূন্যে শূন্যে ঘেরি ঘেরি,
রূপসী চাঁদের মালা ঘূরিয়া বেড়ায় ;
চরণ কমল তলে
নীলনভ নীলজলে
কাঞ্চন-কমলরাজি ফুটে শোভা পায়।

২৫

চাহিয়ে তাঁদের পানে
আনন্দ ধরে না প্রাণে,
আনত আননে হাসি জলতলে চান ;
তেমনি রূপসী-মালা
চারি দিকে করে খেলা,
অধরে মৃদুল হাসি আনত বয়ান।

২৬

রূপের ছটায় ভুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার।

২৭

অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙিয়া যায়,
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী ;
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝর ধারা,
চমকে চরণ তলে মানস-সরসী।

২৮

কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জ-শারদশশী
ইতস্তত শত শত সুরসীমন্তিনী
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,
অনিমেষে দেখে তাঁয়,
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী।

২৯

কিবে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল !
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে।
শূন্যে বাজে বীণা বাঁশী,
সৌদামিনী ধায় হাসি,
সংগীত অমৃত-রাশি উথলে বাতাসে।

তীরে ঘেরে, যোড় করে
অমর কিন্নর নরে
সম স্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে—
অমর কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে॥

৩০

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দু-ই ভাল লাগে ;
গিরিমালা, কুঞ্জবন,
গৃহ, নাট-নিকেতন,
যখন যেখানে যাই, যাও আগে আগে।
জাগরণে জাগ হেসে,
ঘুমালে ঘুমাও শেষে,
স্বপনে মন্দার-মালা পরাইয়ে দাও গলে॥

৩১

যত মনে অভিলাষ,
তত তুমি ভালবাস,
তত মন প্রাণ ভোরে আমি ভালবাসি ;
ভক্তি ভাবে এক তানে
মজেছি তোমার ধ্যানে ;
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।

থাক হৃদে জেগে থাক,
রূপে মন ভোরে রাখ,
তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে॥

৩২

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।

যে ক দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যেজিব তনু ও রাঙা চরণতলে॥

৩৩

অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যেজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরু লতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুম কুল বন-ফুল-বনে।

'হা দেবী, হা দেবী,' বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে॥

৩৪

নির্ঝর ঝর্ঝর রবে
পবন পূরিয়ে যবে
আঘোষিবে সুরপুরে কাননের করুণ ক্রন্দন হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—
হায় রে তখন মনে পড়িবে তোমার!
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায় ;
করুণা জাগিবে মনে,
ধারা ববে দুনয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায়।

৩৫

ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে ;
বেঁধে মারে, কত সয় !
জীবন যন্ত্রণাময়
ছার্‌খার্‌ চূর্‌মার্‌ বিনি বজ্রাঘাতে।
অন্তরাত্মা জর জর,
জীর্ণারণ্য চরাচর,
কুসুমকানন-মন বিজন শ্মশান ;
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথারে আমার !
কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্ণিমা-চন্দ্রিমাজাল,
কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান !
কোথা গেলে সঞ্জীবনী !
মণি-হারা মহা খনি
অহো সেই হৃদিরাজ্য কি ঘোর আঁধার !
তুমি তো পাষাণ নও,
দেখে কোন্‌ প্রাণে সও,
অয়ি সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে !

দ্বিতীয় সর্গ ।

গীতি ।

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল যৎ ।]

হারায়েছি—হারায়েছি রে, সাধের স্বপনের ললনা !
মানস-মরালী আমার কোথা গেল বলনা !
কমল কাননে বালা,
করে কত ফুলখেলা,
আহা, তার মালা গাঁথা হ'ল না !
প্রিয় ফুলতরুগণ,
সুধাকর, সমীরণ,
বল বল ফিরে কি আর পাবনা !
কেন এল চেতনা !

১

আহা সে পুরুষবর
না জানি কেমন তর
দাঁড়ায়ে রজতগিরি অটল সুধীর !
উদার ললাট ঘটা,
লোচনে বিজলী ছটা,
নিটোল বুকের পাটা, নধর শরীর ।

২

সৌম্য মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি-ভরা,
পিঙ্গল বল্কল পরা,
নীরদ-তরঙ্গ-লীলা জটা মনোহর ;
শুভ্র অভ্র উপবীত
উরস্থলে বিলম্বিত,
যোগপাটা ইন্দ্রধনু রাজিছে সুন্দর।

৩

কুসুমিতা লতা ভালে,
শ্মশ্রুরেখা শোভে গালে,
করেতে অপূর্ব্ব এক কুসুম রতন ;
চাহিয়ে ভুবন পানে
কি যেন উদয় প্রাণে,
অধরে ধরেনা হাসি—শশীর কিরণ।

৪

কি এক বিভ্রম ঘটা,
কি এক বদন ছটা,
কি এক উছলে অঙ্গে লাবণ্য-লহরী !
মন্দাকিনী আসি কাছে
থমকে দাঁড়ায়ে আছে,
থমকে দাঁড়ায়ে দেখে অমর অমরী।

৫

নধর মন্দার রাজি
নবীন পল্লবে সাজি
দূরে দূরে ধীরে ধীরে ঘেরিয়ে দাঁড়ায়।
গরজি গভীর স্বরে
জলধর শির'পরে
করি করি জয়ধ্বনি চলে দুলে দুলে।
তড়িত ললিত বালা,
করে লুকাচুরি খেলা,
সহসা সমুখে দেখে চমকে পালায়।
অপ্সরী বাঁশরী করে
দাঁড়ায়ে শিখরী পরে
আনন্দে বিজয় গান গায় প্রাণ খুলে।

৬

দিগঙ্গনা কুতূহলে
সমীর-হিল্লোল ছলে
বরষে মন্দার-ধারা আবরি গগন।
আমোদে আমোদময়,
অমৃত উথুলে বয়,
ত্রিদশ-আলয় আজি আনন্দে মগন।
জ্যোতির্ম্ময় সপ্ত ঋষি
প্রভায় উজলি দিশি,
সম্ভ্রমে কুসুমাঞ্জলি অর্পিছেন পদতলে॥

৭

সে মহাপুরুষ-মেলা,
সে নন্দনবন-খেলা,
সে চিরবসন্ত-বিকশিত ফুলহার,
কিছুই হেথায় নাই;
মনে মনে ভাবি তাই,
কি দেখে আসিতে মন সরিবে তোমার!

৮

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব অকাতরে,
কার আর্ মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে!

৯

কেন গো ধরণী রাণী
বিরস বদনখানি,
কেন গো বিষন্ন তুমি উদার আকাশ,
কেন প্রিয় তরু লতা
ডেকে নাহি কহ কথা,
কেন রে হৃদয় কেন শ্মশান উদাস!

১০

কোন সুখ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে ;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার !
বল কোন্ পদ্মবনে
লুকায়েছ সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার !

১১

অয়ি, একি, কেন কেন,
বিষণ্ণ হইলে হেন !
আনত আনন শশী, আনত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরেনা বচন।

১২

তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা-ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন !
বল বল চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-বিহীন !

১৩

বুঝিলাম অনুমানে,
করুণা-কটাক্ষ দানে
চাবেনা আমার পানে, কবেনাও কথা ;
কেন যে কবেনা হায়
হৃদয় জানিতে চায়,
সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা !

১৪

যদি মর্ম্মব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয় !
দেববালা ছলাকলা জানেনা কখন ;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন।

১৫

অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির-অনুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
কি করিবে, কোথা যাবে, দাও অনুমতি !

স্বরগ-কুসুম-মালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্ল মুখে মস্তকে সকলি।
তব আজ্ঞা সুমঙ্গল,
যাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী!

১৬

নরকে নারকী-দলে
মিশিগে মনের বলে,
পরাণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায়;
যেন দেবী সেইক্ষণে
অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেলনা চরণে, দেখো, ভুলনা আমায়!

১৭

অহহ! কিসের তরে
অভাগা নরকে জরে,
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী;
এ বিরস মরুভূমে
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও এক্‌টিও আর্ নাহি ফোটে ফুল;

কভু মরীচিকা মাঝে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ! কি বিষম বাজে যেই ভাঙে ভুল!
এত যে যন্ত্রণা জ্বালা,
অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে! কি করি, কি করি!

১৮

তেমন আকৃতি, আহা,
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা
আনন্দে উন্মত্ত মন, পাগল পরাণ,
সে কি গো এমন হবে,
মোর দুখে সুখে রবে,
কাঁদিয়ে ধরিলে কর ফিরাবে বয়ান!

১৯

ভাবিতে পারিনে আর!
অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর;
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি
নাকে মুখে চোকে আসি
বেগে যেন ভেঙে ফেলে; ধর ধর ধর;—

২০

ধর, আত্মা, ধৈর্য্য ধর,
ছিছি একি কর কর,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত ;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব ; দেখুক্ জগত।

২১

মহান্ মনেরি তরে
জ্বালা জ্বলে চরাচরে,
পুড়ে মরে ক্ষুদ্রেরাই পতঙ্গের প্রায় ;

জ্বলুক্ যতই জ্বলে,
পর জ্বালা-মালা গলে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠে জ্বলে হলাহল-দ্যুতি ;

হিমাদ্রিই বক্ষ'পরে
সহে বজ্র অকাতরে,
জঙ্গল জ্বলিয়া যায় লতায় পাতায় ;

অস্তাচলে চলে রবি,
কেমন প্রশান্ত ছবি !
তখনো কেমন আহা উদার বিভূতি !

২২

হা ধিক্ অধীর হেন!
দেখেও দেখনা কেন
দুখে দুখী অশ্রুমুখী প্রাণপ্রতিমায়!
প্রণয় পবিত্র ধনে
সন্দেহ করোনা মনে,
নাগরদোলায় দোলা শিশুরি মানায়।

সারদা সরলা বালা,
সবেনা সন্দেহ জ্বালা,
ব্যথা পাবে সুকোমল হৃদয় কমলে॥

তৃতীয় সর্গ।

গীতি।

[রাগিণী বিভাস,—তাল আড়াঠেকা।]

বিরাজ সারদে কেন এ ম্লান কমলবনে !
আজো কিরে অভাগিনী ভালবাস মনে মনে !
মলিন নলিন বেশ,
মলিন চিকণ কেশ,
মলিন মধুর-মূর্ত্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে !
মলিন কমল-মালা,
মলিন মৃণাল-বালা,
আর সে অমৃত-জ্যোতি জ্বলেনাক বিলোচনে !
চির আদরিণী বীণা,
কেন, যেন দীনহীনা
ঘুমায়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে অচেতনে !
জীবন-কিরণ-রেখা,
অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি-কমল দেবী ফুটিবেনা আর !
যাও বীণা লয়ে করে,
ব্রহ্মার মানস সরে,
রাজহংস কেলি করে স্বর্ণ-নলিনী সনে।

১

আজি এ বিষণ্ন বেশে
কেন দেখা দিলে এসে,
কাঁদিলে কাঁদালে দেবী জন্মের মতন!
পূর্ণিমা-প্রমোদ-আলো,
নয়নে লেগেছে ভাল ;
মাঝেতে উথলে নদী, দুপারে দুজন—
চক্রবাক চক্রবাকী দুপারে দুজন!

২

নয়নে নয়নে মেলা,
মানসে মানসে খেলা,
অধরে প্রেমের হাসি বিষাদে মলিন ;
হৃদয়-বীণার মাজে
ললিত রাগিণী বাজে,
মনের মধুর গান মনেই বিলীন!

৩

সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ-ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুপারে দুজন!

৪

আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
মিলিবারে ধাবমান ;
কেন এসে অভিমান সমুখে উদয় !—
কান্তি-শান্তি-ময় তনু,
অপরূপ ইন্দ্রধনু,
তেজে যেন জ্বলে মন, অটল-হৃদয়,

৫

কাতর পরাণ পরে
চেয়ে আছে স্নেহভরে,
নয়ন-কিরণ যেন পীযূষ-লহরী ;
এমন পদার্থে হেলি
যাবনা যাবনা ঠেলি,
উভয়-সঙ্কটে আজ মরি যদি, মরি।

৬

কেনগো পরের করে
সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর !
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেন্ ভোলা খেপা দিগম্বর।

৭

হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।

৮

বাসনা বিচিত্র ব্যোমে
খেলা করে রবি সোমে
পরিয়ে নক্ষত্র তারা হীরকের হার,
প্রগাঢ় তিমির রাশি
ভুবন ভরেছে আসি
অন্তরে জ্বলিছে আলো, নয়নে আঁধার।

৯

বিচিত্র এ মত্তদশা,
ভাবভরে যোগে বসা,
হৃদয়ে উদার জ্যোতি কি বিচিত্র জ্বলে!
কি বিচিত্র সুরতান
ভরপূর করে প্রাণ,
কে তুমি গাহিছ গান আকাশ মণ্ডলে!

১০

জ্যোতির প্রবাহ মাজে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে!
কে তুমি লাবণ্য-লতা মূর্ত্তি মধুরিমা,
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাও অমৃত রাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা!

১১

ফুটে ফুটে অবিরল
হাসে সব শতদল,
অবিরল গুঞ্জরিয়ে ভ্রমর বেড়ায়;
সমীর সুরভিময়
সুখে ধীরে ধীরে বয়,
লুটায়ে চরণ তলে স্তুতিগান গায়।

১২

আচম্বিতে এ কি খেলা!
নিবিড় নীরদমালা!
হা হা রে, লাবণ্য-বালা লুকা'ল, লুকা'ল!
এমন ঘুমের ঘোরে
জাগালে কে জোর কোরে,
সাধের স্বপন আহা ফুরা'ল, ফুরা'ল!

১৩

বসন্তের বনবালা
ঘুমের রূপের ডালা
মায়ার মোহিনী মেয়ে স্বপন সুন্দরী !
মনের মুকুর তলে
পশিয়ে ছায়ার ছলে
কর কত লীলাখেলা ; কতই লহরী !

১৪

কোথা থেকে এস তারা,
মাখিয়ে সুধার ধারা,
জুড়াতে কাতর প্রাণ নিশান্ত সময়ে !
(লয়ে পশু পক্ষী প্রাণী
ঘুমায় ধরণী রাণী,)
কোথায় চলিয়ে যাও অরুণ উদয়ে !

১৫

ফের্ এ কি আল এল !
কই কই, কোথা গেল,
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার !
কে আমারে অবিরত
খেপায় খেপার মত,
জীবন-কুসুম-লতা কোথারে আমার !

১৬

কোথা সে প্রাণের পাখী,
বাতাসে ভাসিয়ে থাকি
আর কেন গান কোরে ডাকেনা আমায়!
বল দেবী মন্দাকিনী!
ভেসে ভেসে একাকিনী
সোণামুখী তরীখানি গিয়েছে কোথায়!

১৭

এই না, তোমারি তীরে
দেখা আমি পেনু ফিরে,
তুলে কেন না রাখিনু বুকের ভিতরে!
হা ধিক্ রে অভিমান,
গেল গেল গেল প্রাণ,
করাল কালিমা ওই গ্রাসে চরাচরে!

১৮

হারায়ে নয়ন-তারা
হয়েছি জগত-হারা,
ক্ষণে ক্ষণে আপনারে হারাই হারাই;
ওহে ভাই দাও বোলে
কোন্ দিকে যাব চোলে,
ওকি ওঠে জোলে জোলে, কোথায় পালাই!

১৯

ওকি ও, দারুণ শব্দ,
আকাশ পাতাল স্তব্ধ ;
দারুণ আগুন হুহু ধুধূ ধুধূ ধায় ;
তুমুল তরঙ্গ ঘোর,
কি ঘোর ঝড়ের জোর,
পাঁজর ঝাঁঝর মোর দাঁড়াই কোথায় !

২০

তবে কি সকলি ভুল !
নাই কি প্রেমের মূল !
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতার ?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার ?

২১

শত শত নর নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায় ;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি !

২২

ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুধা পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল।

২৩

নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি শ্বেত শিলাসনে
খোলা প্রাণে রতিকাম বিহরে কেমন !
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃত রাশি ;
অপরূপ আলো এক উজলে ভুবন।

২৪

পারিজাত মালা করে,
চাহি চাহি স্নেহভরে
আদরে পরসপরে গলায় পরায় ;
মেজাজ্ গিয়েছে খুলে,
বসেছে দুনিয়া ভুলে,
সুধার সাগর যেন সমুখে গড়ায়।

২৫

কি এক ভাবেতে ভোর,
কি যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমা-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গলগল মন।

২৬

করে কর থরথর,
টলমল কলেবর,
গুরুগুরু দুরুদুরু বুকের ভিতর ;
তরুণ অরুণ ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর কমল-দল কাঁপে থরথর।

২৭

প্রণয়-পবিত্র কাম,
সুখ-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম !
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ !
ফুলধনু ফুলছড়ি
দূরে যায় গড়াগড়ি ;
রতির খুলিয়ে খোঁপা আলুথালু কেশ !

২৮

বিহ্বল পাগল প্রাণে
চেয়ে সতী পতি পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
মুগ্ধ মত্ত নেত্র দুটি,
আধ ইন্দীবর ফুটি,
ঢুলুঢুলু ঢুলুঢুলু করিছে কেমন !

২৯

আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি যেন স্বপন মত চলিয়াছে মনে ;
সুখের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণখোলা হাসি !
কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে !

৩০

উথুলে উথুলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গায় দুই জন ;
সুরে সুরে সম্‌ রাখি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী,
তালে তালে ঢ'লে ঢ'লে চলে সমীরণ।

৩১

কুঞ্জের আড়াল থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর সুখে সদা সুখী সুধাকর ;
সাজিয়ে মুকুল ফুলে
আহ্লাদেতে হেলে দুলে
চৌদিকে নিকুঞ্জ-লতা নাচে মনোহর।
সে আনন্দে আনন্দিনী,
উথলিয়ে মন্দাকিনী,
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে॥

৩২

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী ;
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্র-রূপা দেবী যোগেশ্বরী।

৩৩

কভু বরাভয় করে,
চাঁদে যেন সুধা ক্ষরে
করেন মধুর স্বরে অভয় প্রদান ;
কখন গেরুয়া পরা,
ভীষণ ত্রিশূল ধরা,

পদভরে কাঁপে ধরা ভূধর অধীর ;
দীপ্ত সূর্য্য হুতাশন
ধ্বক্ ধ্বক্ দুনয়ন,
হুঙ্কারে বিদরে ব্যোম, লুকায় মিহির ;
ঘোরঘট্ট অট্ট হাসি
ঝলকে পাবক রাশি ;
প্রলয়-সাগরে যেন উঠেছে তুফান।

৩৪

কভু আলুথালু কেশে
শ্মশানের প্রান্ত দেশে
জ্যো'স্নায় আছেন বসি বিষণ্ণ বদনে ;
গঙ্গার তরঙ্গ মালা
সমুখে করিছে খেলা,
চাহিয়ে তাদের পানে উদাস নয়নে।

৩৫

পবন আকুল হয়ে
চিতা-ভস্মরজ লয়ে
শোকভরে ধীরে ধীরে শ্রীঅঙ্গে মাখায়,
শ্বেত করবীর বেলা,
চামেলি মালতী মেলা,
ছড়াইয়ে চারি দিকে কাঁদিয়ে বেড়ায়।

৩৬

হায় ফের বিষাদিনী !
কে সাজালে উদাসিনী !
সম্বর এ মূর্ত্তি দেবী সম্বর সম্বর !
বটে এ শ্মশান মাঝে
এলোকেশী কালী সাজে
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর।

৩৭

আবার নয়নে জল !
ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণজরা জীবন আমার ;
গরজি গগন ভোরে
দাঁড়াও ত্রিশূল ধোরে !
সংহার-মূরতি অতি মধুর তোমার।

৩৮

আমার এ বজ্রবুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও দাও বসাইয়ে এড়াই যন্ত্রণা !
সমুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা।

৩৯

অনন্ত নিদ্রার কোলে
অনন্ত মোহের ভোলে
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন,
আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন!

৪০

তপন-তর্পণ-আল
অসীম যন্ত্রণা-জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী;
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে,
বজ্র বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ ঝটিকা ঝঞ্ঝা, নীরব মেদিনী।

৪১

বাঁধ বুক, ত্যজ ভয়,
পুণ্য এ, পাতক নয়;
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।
ভালবাসা তারি ভাল,
সহে যারে চির কাল;
বাঁচুক্ বাঁচুক্ তারা হউক্ অমর!

৪২

হবে না হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না ধোরো না, বৃথা রুধ না আমাকে !
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ পাখী,
দেখুক দেখুক যদি আর কিছু থাকে !

ছাড় ! আন ! যাও যাও !
বেগে বুকে বিঁধে দাও !
ওই সে ত্রিশূল দোলে গগন মণ্ডলে !

চতুর্থ সর্গ।

গীতি।

[রাগিণী ভৈরবী,—তাল ঠা-ঠুংরি।]

কোথাগো প্রকৃতি সতী সে রূপ তোমার !
যে রূপে নয়ন মন ভুলাতে আমার।
সেই সুরধুনী-কূলে
ফুলময় ফুলে ফুলে,
বেড়াইতে বনবালা পরি ফুলহার।
নবীন-নীরদ-কোলে
সোণার যে দোলা দোলে,
ক্ষণেক দুলিতে, ক্ষণে পালাতে আবার।
সুধাংশুমণ্ডলে বসি
খেলিতে লইয়ে শশী,
হাসিয়ে ছড়িয়ে দিতে তারকারতন ;—
হাসি দিগঙ্গনা গণে
ধরি ধরি সে রতনে
খেলিত কন্দুক-খেলা, হাসিত সংসার।
এ তমান্ধ তলাতলে
কি বিষম জ্বালা জ্বলে,
কেবল জ্বলিয়ে মরি ঘোচেনা আঁধার।
চল দেবী লয়ে চল,
যথা জাগে হিমাচল,
উদার সে রূপরাশি দেখি একবার !

১

অসীম নীরদ নয় ;
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

২

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

৩

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

৪

কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিণাক-রাব বাজেনা শ্রবণে।

৫

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে।

৬

কালের করাল হাসি
দলকে দামিনী রাশি,
কড়্‌কড়্ দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন !

৭

ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফ রাশি
যুবন্ তপন করে ঝক্ ঝক্ করে!
উপরে বিচিত্র রেখা,
চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে ॥

৮

ওই কিবে ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর!
দাঁড়াইয়ে পাদদেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জ-রাজি সাজে থরেথর।

৯

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন!

১০

ওই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তময়!
তৃণ তরু লতাজাল,
অপরূপ লালেলাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয়।

১১

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচ-মুখে উচ-কাণে
চরিয়া বেড়ায় সব চমর চমরী,
সুচিকণ শুভ্র কায়
মাছি পিছলিয়া যায়,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী॥

১২

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার!
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

১৩

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা ;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়।
কেমন পাকম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায় !

১৪

মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে,
যেন ধূমকেতু ওঠে,
ফরফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল ;
কত রকমের পাখী
কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহ্লাদে আকুল।

১৫

জলধারা ঝরঝর,
সমীরণ সরসর,
চমকি চরন্ত মৃগ চায় চারি দিকে ;—
চমকি আকাশ-ময়
ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিখে।

১৬

একি স্থান অভিনব !
বিচিত্র শিখর সব
চৌদিকে দাঁড়ায়ে আছে ঘেরিয়ে আমায় ;
গায়ে তরু লতা পাতা
থোলো থোলো ফুল গাঁথা,
বরফের—হীরকের টোপর মাথায়।

১৭

তলভূমি সমুদয়
ফুলে ফুলে ফুলময়,
শিরোপরে লম্বমান মেঘের বিতান ;
আকাশ পড়েছে ঢাকা,
আর নাহি যায় দেখা
তপনের স্বর্ণের তরল নিশান,

১৮

কেবল বিজলী-মালা
বেড়ায় করিয়ে খেলা ;
কেন গো, বিমানে আজি অমরী অমর !
তোমরা কি সারদারে
দেখেছ, এনেছ তারে
ভূষিতে এ প্রকৃতির প্রাসাদ সুন্দর !

১৯

হা দেবী, কোথায় তুমি !
শূন্য গিরি-ফুলভূমি !
কোথায়—কোথায়—হায়—সারদা—সারদা !—
আর কেন হাস্য-মুখে !
হানো উগ্র বজ্র বুকে !—
কি ঘোর তামসী নিশি !—** ** **

২০

আহা স্নিগ্ধ সমীরণ !
বুঝিলে তুমি বেদন !
বুঝিল না সুলোচনা সারদা আমার !—
হা মানিনী ! মানভরে
গেছ কোন্ লোকান্তরে !—
বল দেব, বল বল কুশল তাহার !

২১

অয়ি, ফুলময়ী সতী
গিরি-ভূমি ভাগ্যবতী !
অভাগার তরে তব হয়নি সৃজন ;
দেখা যদি পাই তার,
দেখা হবে পুনর্ব্বার ;
হলেম তোমার কাছে বিদায় এখন ॥

২২

ওই ওই ভৃগুভূমে,
আচ্ছন্ন তুহিন ধূমে
রয়েছে আকাশে মিশে অপরূপ স্থান !
আব্ছা আব্ছা দেখা যায়
গুহা গোমুখের প্রায়,
পাতাল ভেদিয়া তায় ধায় যেন বান।

২৩

ফেনিল সলিলরাশি
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙে যেন পড়ে পৃথিবীতে ;
সুধাংশু-প্রবাহ পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারি ভিতে !—
অসংখ্য শীকর শিলা ছোটে চারি ভিতে।

২৪

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘূরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার।

২৫

আবরিয়ে কলেবর
ঝরিছে সহস্র ঝর,
ভৃগুভূমি মনোহর সেজেছে কেমন!
যেন ভৈরবের গায়
আহ্লাদে উথুলে ধায়
ফণা তুলে চুল্‌বুলে ফণী অগণন।

২৬

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায়;
ঝরঝর কলকল
ঘোর রাবে ভাঙে জল,
পশু পক্ষী কোলাহল করিয়ে বেড়ায়।

২৭

সিংহ দুটি শুয়ে তটে
আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে;
আলসে তুলিছে হাই,
কা'কেও দৃক্‌পাত নাই,
গ্রীবাভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদী পানে।

২৮

কিবে ভৃগু-পাদমূলে
উথ্‌লে উথ্‌লে দুলে
ট'লে ঢ'লে চলেছেন দেবী সুরধনী!
কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিত-পাবনী।

পুণ্যতোয়া গিরিবালা!
জুড়াও প্রাণের জ্বালা!
জুড়ায় ত্রিতাপ-জ্বালা মা তোমার জলে!

পঞ্চম সর্গ।

গীতি।

[রাগিণী বেহাগ,—তাল কাওয়ালী।]

মধুর রজনী,
মধুর ধরণী,
মধুর চন্দ্রমা, মধুর সমীর!
ভাগীরথী-বুকে
ভাসি ভাসি সুখে
চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর!
আলুথালু কেশ,
আলুথালু বেশ,
ঘুমায় কামিনী রূপসী রুচির!
অপরূপ হাস
আননে বিকাশ,
অধরপল্লব অলপ অধীর!
না জানি কেমন
দেখিছে স্বপন
মধুর—মধুর—মূরতি মদির!

১

বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর!
দিনকর খরতর,
নিঝুম্ নীরব সব—গিরি, তরু, লতা।
কপোতী সুদূর বনে
ঘুঘূ—ঘু করুণ স্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা।

২

তৃষায় ফাটিছে ছাতি,
জল খুঁজে পাতিপাতি
বেড়ায় মহিষ যূথ চারি দিকে ফিরে।
এলায়ে পড়িছে গা,
লটপট করে পা,
ধুঁকিয়ে হরিণগুলি চলে ধীরে ধীরে।

৩

কিবে স্নিগ্ধ-দরশন,
তরু রাজি ঘনঘন,
অতল পাতালপুরী নিবিড় গহন!
যত দূর যায় দেখা
ঢেকে আছে উপত্যকা,
গভীর গম্ভীর স্থির মেঘের মতন।

৪

কায়াহীন মহা ছায়া
বিশ্ব-বিমোহিনী মায়া
মেঘে শশী ঢাকা রাকা-রজনী রূপিণী,
অসীম কানন-তল
ব্যেপে আছে অবিরল;
উপরে উজলে ভানু, ভূতলে যামিনী।

৫

ঘোর্ ঘোর্ সমুদয়,
কি এক রহস্যময়,
শান্তিময়, তৃপ্তিময়, ভুলায় নয়ন ;
অনন্ত বরষাকালে
অনন্ত জলদ জালে
লুকায়ে রেখেছে যেন জ্বলন্ত তপন।

৬

পত্র-রন্ধ্র ধরি ধরি
কিরণের ঝারা ঝরি
মাণিক ছড়িয়ে যেন পড়েছে কাননে,
চিক্কণ শাদ্বল দলে
দীপ্ দীপ্ কোরে জ্বলে
তারকা ছড়ান যেন বিমল গগনে ॥

৭

নভ-চুম্বী শৃঙ্গবরে
ও কি দপ্ দপ্ করে !
কুঞ্জে কুঞ্জে দবানল হইল আকুল ;
তরু থেকে তরুপরে,
বন হতে বনান্তরে
ছুটে, যেন ফুটে ওঠে শিমূলের ফুল—
রাশি রাশি শিমূলের ফুল।

৮

অর্চ্চিপুঞ্জ লক লক,
ভূক ভূক, ধ্বক ধ্বক,
দাউ দাউ ধুধূ ধুধূ, ধায় দশ দিকে ;
ঝল্কা ঝল্কা হল্কা ছোটে,
বোঁবোঁ বোঁবোঁ চর্কি লোটে,
মাতাল ছুটেছে যেন মনের বেঠিকে।

৯

দেখিতে দেখিতে দেখ
কেবল অনল এক,
এক মাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি ;
আগ্নেয় শিখর পরে.
যেন ওঠে বেগভরে
ভীষণ গগন-মুখী আগুনের নদী।

১০

দিগঙ্গনা গণ যেন
আতঙ্কে আড়ষ্ট হেন,
অটল প্রশান্ত গিরি বিভ্রান্ত উদাস ;
চতুর্দ্দিকে লম্ফে ঝম্পে,
মত্ত যেন রণদম্ভে
তোল্‌পাড়্ কোরে ধায় দারুণ বাতাস—
উঃ! কি আগুন-মাখা দারুণ বাতাস!

১১

ত্রিলোক তারিণী গঙ্গে,
তরল তরঙ্গ রঙ্গে
এ বিচিত্র উপত্যকা আলো করি করি
চলেছ মা মহোল্লাসে!
তোমারি পুলিনে হাসে,
সুদূর সে কলিকাতা আনন্দ নগরী।

১২

আহা, স্নেহ-মাখা নাম,
আনন্দ—আনন্দ ধাম,
প্রিয় জন্মভূমি তুমি কোথায় এখন!
এ বিজন গিরি-দেশে
প্রকৃতি প্রশান্ত বেশে
যতই সান্ত্বনা করে, কেঁদে ওঠে মন;—
কেন মা! আমার তত কেঁদে ওঠে মন!

১৩

হে সারদে দাও দেখা!
বাঁচিতে পারিনে একা,
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হৃদয়;
কি বলেছি অভিমানে
শুনো না শুনো না কাণে,
বেদনা দিওনা প্রাণে ব্যথার সময়!

১৪

অহ, অহ, ওহো, ওহো,
কি মহান্ সমারোহ!
ঘোর-ঘটা মহাছটা কেমন উদার!
নিসর্গ মহান্ মূর্ত্তি
চতুর্দ্দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
চতুর্দিকে যেন মহা সমুদ্র অপার।

১৫

অনন্ত তরঙ্গ মালা
করিতে করিতে খেলা
কোথায় চলিয়া গেছে, চলেনা নজর;
দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে
মায়ায় মিশিয়া জাগে
উদার পদার্থরাজি সাজি থরেথর।

১৬

উদার—উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-পর
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিদিব-সুষমা!
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা!

১৭

আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কাণ নাই মন নাই আমার কথায় ;
মুখখানি হাসহাস,
আলুথালু বেশ বাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়।

১৮

না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে !
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী ;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে ?

১৯

আহা কি ফুটিল হাসি !
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার,
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার !

দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার !

২০

ও বিধু-বদন-হাসি
গোলাপ-কুসুম-রাশি,
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে ;
সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগল প্রায়, বেড়ায় কি বোকে বোকে আপনার মনে,
এস বোন, এস ভাই,
হেসেখেলে চ'লে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !

২১

এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,
জীবন জুড়ালে তুমি
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !

২২

প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমার!
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার!

২৩

আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাজে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!

২৪

দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!

২৫

এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়-কুসুম-মালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর!

২৬

পুন কেন অশ্রুজল!
বহ তুমি অবিরল!
চরণ কমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানস-সরসী-কোলে
সোণার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর!

বিহঙ্গম! খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান!
সারদা-মঙ্গল গান গাও কুতূহলে!

ইতি।

শান্তি।

—※—

গীতি।

[রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী,—তাল ঠুংরি।]

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার!
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!
সদা যেন ঘরে ঘরে
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার!
ধাইয়ে হরষ-ভরে
কল কোলাহল করে,
হাসে খেলে চারিদিকে কুমারী কুমার!
হয়ে কত জ্বালাতন
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার!
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢলঢল সমুখে আমার!
ক্ষুধা তৃষা দূরে রাখি,
ভোর্ হ'য়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার!—
তোমায়, দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার!

সম্পূর্ণ।

মায়াদেবী

মায়াদেবী।

১

"সাগর তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াই,
দুরন্ত ঝটিকা-বালারে খেলাই,
কখন আকাশে কখন পাতালে
নিমেষে চলিয়া যাই;
ঘোর ঘোরতর দুর্দ্ধর্ষ সমরে
কাঁপে রণাঙ্গন বীর-পদ-ভরে,
এক হুহুঙ্কারে স্তব্ধ চরাচর,
হৃদয়ে দেখিতে পাই।

২

"হুঙ্কারে বিদরে অনন্ত আকাশ,
ছুটিয়া পালায় দুর্দ্দান্ত বাতাস,
কোটি কোটি সূর্য্য ভেঙে চূর্‌মার
কে কোথা ছড়িয়ে পড়ে;
বীরশৃঙ্গ সব হিমালয় হ'তে
ব্যতিব্যস্ত হয়ে ছোটে শূন্যপথে,
আকুল ব্যাকুল ধাঁয় উভরায়
জীমূত প্রলয় ঝড়ে।

৩

"অলকা অমরা কাঁপে থরথরি,
চন্দ্রলোক ভেঙে পড়ে ঝরঝরি,
শূন্যে শূন্যে ধরা ঘুরিতে ঘুরিতে
কোথায় চলিয়া যায় :
প্রলয়-পিণাক ঘোর ঘন রব,
ভয়ে জড়সড় যক্ষ রক্ষ সব ;
ধেই ধেই ধেই নাচিয়া বেড়াই,
দৃক্‌পাত করি কায় ?

৪

"দিগ্ দিগঙ্গনা আড়ষ্টের প্রায়,
বিকট দামিনী কটমট চায়,
ঘোর ঘর্ঘর উদগ্র অশনি
পদাগ্রে পড়িছে লুটে ;
হো হো ! পৃথ্বীতটে তিষ্ঠিতে পারে না
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া উগারিছে ফেনা
লাফায়ে লাফায়ে পাগল সাগর
আকাশে চলেছে ছুটে।

৫

"ঘোর কোলাহল গর্জ্জে নীলজল,
দুলিব অম্বরে দেহ টলমল্,
ছড়াইয়া দিব কাল কেশরাশি
বিজলী বেড়াবে তায় ;
জ্বলন্ত তারকা মালাকা গলায়,
উরজে লুটায়ে উরসে গড়ায়,
ধায় ধূমকেতু দীঘল অঞ্চল
গোমুখী নির্ঝর ভায়।

৬

"গুরু গুরু মেঘ-মৃদঙ্গ বাজাব,
মধুর নিনাদে জগত জাগাব,
জাগিবে মানব দানব দেবতা,
নবীন হরষ-ময় ;
চেয়ে রবে সবে পিপাসী নয়নে
কুতূহলী হয়ে গগনের পানে,
হেরিবে আনন্দে আননে আমার
তরুণ অরুণোদয়।

৭

"প্রতি নিশীথিনী বিরাম সময়ে,
স্ফুট-চন্দ্র-তারা ব্যোমের হৃদয়ে
প্রসারিয়া এই সুদীর্ঘ শরীর
শুয়ে থাকি আমি সুখে ;
মায়াময় মম অপরূপ জ্যোতি,
ছায়াপথ বলে যত ভ্রান্তমতি,
ব্যোম-গঙ্গা বলে কবি পাগলেরা
শুনি আমি হাসিমুখে।

৮

" সাগর-অম্বরা কুসুম যোগায়,
প্রচণ্ড পবন চামর ঢুলায়,
দিগ্‌বধূবালা সেবাসখী সব
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
নয়ন-কিরণে কমলা সঞ্চরে,
শুভ সরস্বতী অধরে বিহরে,
মহান্ অম্বর প্রিয় প্রাণপতি
সম্ভ্রমে প্রণয় যাচে।"

৯

মায়াময় তব জ্যোতি মনোহারী
বটে গো কালের অজেয় কুমারী,
মহা মহীয়সী উদার-রূপসী
অম্বর-হৃদয়-রাণী !
অলীক স্বপন জনন মরণ,
চিরকাল তব নবীন যৌবন ;
তোমারি সন্তোষে হাসে ত্রিভুবন,
রোষেতে নিধন জানি ।

১০

স্থির ধীর নীল অনন্ত অপার
এই যে বিরাট ব্যোম পারাবার,
তুমি আভাময়ী মায়াতরী তার
চলিয়াছ ভাসি ভাসি ;
মৃদুল মৃদুল ঠেকে ঠেকে গায়
কিরণের ফেন উছলিয়া যায়,
দশ দিক দিয়ে দেখিতে তোমায়
ফুটেছে তারকা-রাশি ।

১১

এ নীল আকাশ তরল আরশি,
ব্রহ্মের বিমল মানস সরসী,
ফুটে ফুটে তায় ভাবের কুসুম
তারকা ছড়ায়ে আছে ;
তুমি স্বপ্নময়ী রাজহংসমালা
ঘুম-ঘোরে তাঁর কর লীলাখেলা,
বসি, হাসি হাসি হেরিছে চন্দ্রমা
ধরার কোলের কাছে।

১২

অহো ! আদি-দেব-স্বপন-রূপিণী,
অবোধ মানব কিছুই জানিনি,—
উদাস—উদাস অনন্ত আকাশ
চলি চলি কোথা যাও !
কার সঙ্গে ধেয়ে চলেছ কি হেতু
চন্দ্র সূর্য্য তারা ধরা ধূমকেতু !
বল বল বল ও'পারে কি আছে,
কিছু কি দেখিতে পাও ?

১৩

সেই কি আমার গৃহ চিরন্তন,
এই কিরে সুদু নাট-নিকেতন!
কেনই কেবল হাসিতে কাঁদিতে
    এখানে এসেছি সবে!
চকিতে ফুরা'ল রস-রঙ্গ-খেলা,
একেলা আসিনু, চলিনু একেলা,
কতই সাধের বসন ভূষণ
    কেন গো কাড়িয়া লবে!

১৪

কেন, মায়াদেবী! ছেড়ে দাও দাও,
পথ রোধ করি ঘুরিয়া বেড়াও!
উধাও উধাও ভেদিব আকাশ,
    দেখিব আপন দেশ;
ডুবিব সে মহা তমান্ধ সাগরে,
দূর—দূর—দূর—অতি দূরান্তরে
অসংখ্য জগত দীপ্ দীপ্ করে
    দীপকের পরিবেশ।

১৫

ধীরে ধীরে ধীরে তিমির গভীরে
ঊর্দ্ধ-পদতল নিম্ন-নতশিরে
অনন্ত আরামে ঘুমায়ে ঘুমায়ে
তলায়ে তলায়ে যাব!
মাটির শরীর তিমিরে গলিয়া
পরাণ পুতলী উঠিছে জাগিয়া,
জাগিয়া উঠিছে আলোকে আলোক,
কি এক পুলক পাব!

১৬

দূর পদতলে তিমির সংহতি,
ফোটেনাক আর আকাশের জ্যোতি,
জগতের কোলাহল হাহাকার
কালের সাগরে লীন;
মধুর মধুর আলোক সঞ্চারি
প্রফুল্ল-মূরতি প্রাণী মনোহারী
কিরণ মণ্ডলে বেড়ায় সকলে,
কি এক মধুর দিন!

১৭

খেলিয়ে বেড়ায় ননীর পুতুলী
কেমন মধুর খুদে ছেলে গুলি,
কিরণ-কাননে ফুল তুলি তুলি
কত কি করিছে গান!
কত যেন মোরে আপন পাইয়ে
চারিদিক দিয়ে আসিছে ধাইয়ে,
হাসি-রাশি-ভরা মুগুধ আনন
কাড়িয়ে লইছে প্রাণ।

১৮

সুখ-স্বপ্ন-ময় অমৃত-সাগর
ঈষত—ঈষত কাঁপে থরথর,
অপূর্ব্ব সৌরভে আকুল পরাণ,
ফুলের পুলিন-দেশ;
বেড়ায় সকল যুবক যুবতী,
কিবে অপরূপ রূপের স্ফূরতি,
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর,
নিবিড় চাঁচর কেশ!

১৯

ধীরে ধীরে হাসি অধরে বিহরে,
কপোল-কুসুম ফোটে থরে থরে ;
কিরণে কিরণে জীয়ায় জীবনে
করুণ নয়নে চায়,
পৃথিবীর সেই সুমঙ্গল তারা
ঘুমঘোরে যেন হয়ে পথ-হারা,
চাহিয়া চাহিয়া উষারে খুঁজিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া ভায়।

২০

হরষে হরষে গলা ধরি ধরি,
আদরে আদরে কোলে করি করি,
হষিত বয়ান সজল নয়ান
এ চাহে উহার পানে ;
আহা সে আননে কি আছে না জানি
পবিত্র প্রেমের বিচিত্র কাহিনী,
পড়িয়ে মেটেনা প্রাণের পিয়াস,
মেটেনা মনের সাধ !

কেহ কোরে আছে গাঢ় আলিঙ্গন,
ছাড়িবেনা তারা কাহারে কখন,
কি যেন পেয়েছে হারান রতন!
গাঁথিয়ে রাখিবে প্রাণে ;
কেহ কা'রো গায়ে থুইয়ে চরণ
আলুথালু হয়ে ঘুমায় কেমন!
হাসির দীপিকা জাগিছে আননে,
অপরূপ অবসাদ!

২১

অতি অমায়িক প্রশান্ত-কিরণ
ঘুমন্ত শিশুর হাসির মতন
কি যেন ফুটেছে ত্রিদিব-কুসুম
ওকি ও আলোক ভায়!
ওই নিরমল আলোকের মাজে
কে গো ও পরম পুরুষ বিরাজে,
প্রেমেতে বাঁধিয়া পরাণ পুতলী
ভুলায়ে লইয়া যায়!

২২

পাগল-বিহ্বল,—হরষ ধরে না,
জড়িমা-জড়িত চরণ চলে না,
অঘোর উল্লাসে আলস অবশে
ঢুলিয়ে পড়িছে মন ;
অতি স্নিগ্ধ ওই স্নেহময় কোলে,
—মা'র কোলে শুয়ে শিশু মেয়ে দোলে—
দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুমিয়ে পড়িব !
সচেতনে অচেতন।

২৩

ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসিয়ে হাসিয়ে
চাই মুখপানে নয়ন মেলিয়ে,
কি যে নিধি পাই করেতে আমার
তা সুদ্ধ শিশুই জানে !
যে দূর-সংগীত শোনে মনে মনে,
ফুটে তা বলিতে পারে না বচনে ;
হাসিয়া কাঁদিয়া কতই ব্যাকুল
চাহিয়া স্বরগ পানে !

২৪

কর, দেব! পুন শিশু কর মোরে,
আদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে,
দেখিব তাঁহার স্নেহের বয়ানে
তোমার মঙ্গল মুখ!
মা'র সোহাগের কথা সুললিত,
শুনিব তোমার সুমঙ্গল গীত!
নাচিব হাসিব কাঁদিব হরষে,
উদার স্বরগ-সুখ!

২৫

আর শিশু আমি নাই রে এখন,
ফুরায়ে গিয়েছে স্বরগ-স্বপন,
সুধার সাগরে উঠেছে গরল,
জীবন যন্ত্রণা-ময়,
আর ত্রিভুবন নাই অধিকারে,
একেলা পড়িয়া আছি একধারে ;
তোমারি পৃথিবী, তোমারি আকাশ,
কিছুই আমারি নয়!

২৬

ফের্ কেন মায়া প্রেমে বাধা দাও,
কোথাকার আমি, কোথা নিয়ে যাও!
ফিরে দাও দাও, দাও সে আমার
জীবন-জুড়ান ধন!
ধাও রে পবন স্বন স্বন স্বনে,
গড়াও পৃথিবী গভীর গর্জ্জনে,
হাস রে চন্দ্রমা নীল গগনে,
গাও গাও ত্রিভুবন!

২৭

কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী-প্রাণী,
ফল-ফুল-ভরা মনোহরা ধরাখানি,
কোন্ দেব এনে দিয়েছে না জানি
আমারি সুখেরি তরে!
হরষে সাগর ধেয়েছে মাতিয়া,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলিয়া,
আকাশ পাতাল ভরিয়া পবন
প্রাণ খুলে গান করে!

২৮

উন্মুখে আমারে হাসিতে দেখিয়া
কোটি কোটি তারা ফুটিছে হাসিয়া,
ফুটিয়া হাসিছে অনন্ত কুসুম
ধরার উদার বুকে ;
হিমাদ্রির মহা হৃদয় উছলি
চলিয়াছে গঙ্গা মহা কুতূহলী,
কল কল নাদে ধায় মন সাধে
ফেন-ময়-হাসি-মুখে।

২৯

কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী ওঠে ডাকি ডাকি,
স্তব্ধ হ'য়ে শোনে সারি দিয়ে শাখী,
আহ্লাদে আকুল মেখল-লতিকা
পূরিয়ে উঠেছে প্রাণ;
গৌরীশঙ্কর শুভ্র শৃঙ্গ পরি
ঘুমায় প্রকৃতি পরমা সুন্দরী,
চাঁদের কিরণ হেরি সে আনন
কি যেন করিছে ধ্যান।

৩০

ধীরে—ধীরে—অতি ধীরে শুনা যায়
স্বরগে কে যেন বাঁশরী বাজায়,
ভাসি ভাসি আসি, চলি চলি যায়
    সুদূর মধুর স্বর!
কে যেন আমারে ঘুম পাড়াইয়ে
হৃদয়ে আপন হৃদয় ঢালিয়ে
পরাণ কাড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়
    ধর ধর, ধর ধর!

৩১

কেন কাদম্বিনী! দাঁড়ায়ে সমুখে
ঢাকিয়া রেখেছ অমৃত ময়ূখে!
ওই আধ আধ চাঁদের আভাস
    পাগল করেছে মোরে!
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
চারিদিকে আমি কি যেন নেহারি!
কাঁদিয়া উঠেছে পরাণ পুতলী,
    বেঁধোনা বন্ধন-ডোরে!

৩২

বিশ্ববিমোহিনী দেবী ! চল চল,
থল থল করে স্বচ্ছ নীল জল,
অতি স্নিগ্ধ এই উদার আকাশে
ঘুমাও আরামে মা-গো !
জাগ সরস্বতী অমৃত-বিজলী,
জাগ মা আমার হৃদয় উজলি,
কিরণে কিরণে চেতাও চেতনে,
জাগ মা, জাগ মা, জাগো !*

---

* মায়াদেবীর প্রথম তিনটী শ্লোক শ্রীমান্ অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রচনা।

গীতি।

—※—

[ভৈঁরো—একতালা, ভজনের সুর।]

কে রে বালা কিরণ-ময়ী, ব্রহ্ম-রন্ধ্রে বিহরে!
দিক্ প্রকাশ, বিমল ভাস, বিমল হাস অধরে!
নাচিতে নাচিতে হৃদয় ধায়,
আকাশ ভেদিয়া কোথায় যায়,
অপরূপ একি নয়নে ভায়!
ভায় প্রাণের ভিতরে!

কেন দরদর নয়নে বারি,
প্রাণ ভোরে আহা হেরিতে নারি!
কেন কেন শূন্যে বাহু পসারি!
কেন তনু শিহরে!

কোথা সে আমার সাধের ভবন,
কোথা প্রাণপ্রিয়া প্রিয় পরিজন,
কোথা চন্দ্র তারা কোথা ত্রিভুবন!
মগন সুধার সাগরে!

অহো! মহাযোগী দাও প্রাণ খুলি,
দাও বাল্মীকি, শিরে পদধূলি,
গুরু-কৃপা-মোদ-ভরে ঢুলি ঢুলি
ভ্রমিব স্বপন-নগরে—
চিরজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগরে!

শরৎকাল

শরৎকাল।

প্রভাত সঙ্গীত।

(দুধের মেয়ে।)

আয় রে আনন্দময়ী আয় মেয়ে বুকে আয়!
হাসি হাসি কচিমুখে নূতন ভুবন ভায়।
স্বর্গের কুসুম তুমি ফুটিয়াছ ভবনে,
ত্রিদিবের মন্দাকিনী হাসে তোর নয়নে।
তুমি সারদার বীণা খেলা কর কমলে,
আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে।
ঈশ্বরের কৃপা তুমি জগতের জননী,
তাই মা হাসিলে তুই হেসে ওঠে ধরণী।
তোমায় দেখিতে ওই নব ভানু উঠেছে!
কতই কুসুম পরি' বনদেবী সেজেছে!
পাখীরা আনন্দে গায় তোমারি মঙ্গল গান,
রাঙা চরণ দুখানি যোগী যোগে করে ধ্যান।
সৌরভে আকুল হয়ে সুখ সমীরণ বয়,
চারিদিকে দেখি সব কি এক উৎসবময়!
কাহার হৃদয় আছে কে তোমার পূজা করে,
কেন গো করুণাময়ী এসেছ আমার ঘরে!
হারায়েছি তোর কোল বহু দিন জননী,
তাই কি দেখিতে মাগো আসিয়াছ অবনী?

আয় রে আনন্দময়ী আয় বরু* বুকে আয়!
কিবে কাল চুলগুলি কাঁপিছে মৃদুল বায়!
পয়োধর-সুধা ভুলে, আহ্লাদে দুহাত তুলে,
আকুলি ব্যাকুলি বাছা কেন কোলে আসিতে?
দাঁত দুটী ফুট্‌ফুটি অমায়িক হাসিতে!
আয় রে আনন্দময়ী, দাও প্রিয়ে কোলে দাও!
স্নেহেতে গলিয়া প্রাণ ভেসে যায় দুনয়ান,
না জানি প্রেয়সী এরে নির্জ্জনে কি নিধি পাও!
বৃথা পুরুষাভিমান, প্রেমেতে প্রধানা নারী;
কতই কতই বেশী স্নেহসুখে অধিকারী!
স্বভাবে অভাব আছে, পূরাব কেমন কোরে!
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে॥
আহ্লাদের সীমা নাই—
চাঁদ মুখে চুমি খাই—
কোথায় রাখিলি মুখ, এযে বুক মরুস্থল,
বহেনা স্নেহের নদী, ফলেনা অমৃত ফল।
উদার—উদারতর
রমণীর পয়োধর
না জানি কাহার তরে সময়ে প্রকাশ পায়!
কিবে কোটি চন্দ্র-প্রভা!
যুবকের মনোলোভা
বালকের ক্ষুধাহরা সুধারসে ভেসে যায়!

* বরু—বরদারাণী—বয়স এক বৎসর।

স্বভাবে অভাব আছে, পূরাব কেমন কোরে !
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।
বিচিত্র বিধাত! তব স্নেহের মোহন ডোর,
ফুরাবে না স্বপ্ন কভু ভাঙিবে না ঘুমঘোর !
অতি অপরূপ মায়া, অপরূপ সমুদয়,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য রাশি কি এক পিরীতিময় !

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত।

(গৌরসারঙ্গ—একতালা।)

চরাচর ব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্ দিগন্তর উদাস মূরতি
উদার স্ফূরতি পায়।

বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য ;
দূর—অতিদূর দু পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায়।

শুভ্র শুভ্র অভ্ররাজি
ধবলা শিখরী সাজি
চলিয়াছে ধীরে ধীরে না জানি কোথায় !

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম্,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখা লতা নেতিয়ে প'ড়েছে
স্তবধ সরসী-জল ;

শরৎকাল।

শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মূক বিহঙ্গম, মূঢ় পশু প্রাণী,
'ঘুঘুঘু—ঘুঘুঘু' কাতরা কপোতী
করুণা করিয়া গায়।

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধূধূ মরুস্থলী, বিহ্বল হরিণী
চমকি চমকি চায়।

স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত!
একটুও নাহি বায়!

বিরাম দায়িনী কোথা নিশীথিনী
স্নিগ্ধ-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী
মহা-মহেশ্বর-করুণা-রূপিনী
মোহিনী মায়ার প্রায়!

ল'য়ে এস সেই মেদুর সমীর,
ঝুরু—ঝুরু—ঝুরু, মধুর, অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায়!

সন্ধ্যা সঙ্গীত।

(ভাগিরথী তীরে—দক্ষিণে হাবড়ার সেতু এবং উত্তরে নিমতলার শ্মশান।)

১

ডুবেছে রবির কায়া, দিবা হ'ল অবসান!
প'ড়েছে প্রশান্ত ছায়া জুড়াতে জগত-প্রাণ।
চারিদিক্ সুশীতল,
নিবে গেছে কোলাহল,
কিবে এক পরিমল ভাসিয়া বেড়ায়!
আলুয়ে প'ড়েছে ভব,
আলুয়ে প'ড়েছে সব,
আলুথালু হ'য়ে ধরা তিমিরে করিছে স্নান।

২

গঙ্গার স্নেহের কোলে
সমীরণ ঘুমে ঢোলে,
স্বপনে সাঁজের তারা মেলিছে নয়ান।
তীর-ভূমে তরুগণে
বসিয়াছে যোগাসনে,
কে তুমি প্রাণের প্রাণে তুলেছ পূরবীতান!

৩

ঢুলিয়া পড়িছে মন,
দুর্ব্বাদলে যোগাসন,
কি যেন স্বপন দেখি মুদিয়া নয়ন !
নাবিকেরা খুলে প্রাণ
দূরেতে ধ'রেছে গান,
কি সুধা করিছে পান ঘুমন্ত শ্রবণ !

৪

টুপ্‌টুপ্‌ শব্দ জলে,
আসিতেছে পলে পলে,
কি জানি কি কথা বলে বুঝা নাহি যায় ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ছেলে
কেন বাছা হেসে ফেলে,
শুনিতে সে স্বর্গ কথা সদা প্রাণ চায়।

৫

নিথর সলিল পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
দুপাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে ;
মধুর মন্থর গতি,
চলিয়াছে গর্ভবতী
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে।

৬

নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জলতলে ঝল্‌মলে বিশাল মশাল ;
লুকান তপন-রেখা
ফের্ বুঝি যায় দেখা !
হারাণো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল !

৭

দুপার জুড়িয়া সেতু,
যেন প'ড়ে ধূমকেতু,
যেন শুয়ে কোন এক দৈত্য দুরাশয়,
লাল লাল চক্ষু মেলি,
নিদ্রা মৃত্যু অবহেলি,
আক্রোশে শ্মশান পানে তাকাইয়া রয়।

৮

উঠিল কাঁসর রোল,
শঙ্খ ঘণ্টা উতরোল,
আরতি-প্রদীপ-মালা দোলে ঘাটে ঘাটে ;
আর্দ্র হ'য়ে ভক্তিভরে
'মা—মা' শব্দ করে,
আনন্দের কোলাহলে দিক্ যেন ফাটে।

৯

আমার আনন্দ নাই,
আমার সে ভক্তি নাই!
সেই ভোলা খোলা প্রাণ হারায়ে আঁধারে,
করিয়া জ্ঞানীর ভাণ,
পুষি বুকে অভিমান,
ঘোর পৌত্তলিক—সদা পূজি আপনারে!

১০

নগরীর মনোরথ
পূর্ণ করি রাজপথ,
হাসিয়া উঠিল কিবা প্রসারিয়া কায়া!
সুন্দরী আলোক মালা
সারি দিয়ে করে খেলা,
বাতাসে তরুর তলে খেলা করে ছায়া।

১১

আর্‌তো লাগে না ভাল,
কে তোরা জ্বালালি আ'ল!
কোথায় হারাল বল ঘুমন্ত হৃদয়!
চাহিতে আকাশ পানে
কি যেন বাজিছে প্রাণে,
কাঁদিয়া উঠিছে যেন তারা সমুদয়।

১২

উদয় না হ'তে হায়
শশীকলা অস্তে যায়,
মুমূর্ষুর প্রাণ যেন ঝিক্ ঝিক্ করে!
বিষণ্ণ শ্মশান-ভূমি,
ঘুমায়ে রয়েছ তুমি!
কার্ ওই চিতানল ভস্মের ভিতরে!

১৩

প্রতিদিন কোলাহল,
প্রতিদিন চিতানল,
প্রতিদিন জগতের উদয় বিলয়!
এই যে অসংখ্য তারা,
অজর অমর পারা,
এরাও কি বিনাশের বশীভূত নয়?

১৪

অনন্ত কালের সিন্ধু,
বিশ্ব বুদ্বুদের বিন্দু,
এই ভাসে, এই হাসে, মিলায় আবার;
এসেছি বা কোথা হ'তে,
ফিরে যাব কি জগতে,
কিছুই জানি না ঠিক্ ঠিকানা তাহার!

১৫

বিন্দু বিন্দু পড়ে জল,
চঞ্চল চাতক দল
উড়ে উড়ে অন্ধকারে করে কলগান !
আমি কেন এই খানে
চাহিয়া শ্মশান পানে
কিছুতেই নাহি পারি ফিরাতে নয়ান !

১৬

ও কে গো কাতর স্বরে
আন্-মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী পানে !
ওরো কি আমারি মত
হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত !
ফোটে না কুসুম আর্ সাধের বাগানে !

গীতি।

—※—

[কাফি—যৎ।]

জীবন যন্ত্রণা-ময়,
কিছু—কিছুই নাই সুখোদয়!
করি প্রেমামৃত পান
ঘুমায় পাগল প্রাণ,
কে তারে জাগালে অসময়!

বসন্তে নিকুঞ্জ বনে
কুহরে কোকিল গণে,
বনবালা প্রফুল্ল বয়ান ;
যৌবন-সীমান্তে আসি
ফুরায় সাধের হাসি,
চাঁদিনী যামিনী অবসান!

কোথা সে নন্দন বন,
কোথা সে সুখ-স্বপন,
আর্ কেন দেহে প্রাণ রয়!

———

নিশীথ সঙ্গীত।

(শারদপূর্ণিমা—যামিনী যাপন।)

১

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,
কি প্রশান্ত দশ দিশি!
জ্যো'স্নায় ঘুমায় তরু লতা,
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,
নাই কোন সাড়া শব্দ,
পাপীয়ার মুখে নাই কথা।

২

ঘুমায় আমার প্রিয়া ছাদের উপরে
জ্যো'স্নার আলোক আসি ফুটেছে অধরে।
শাদা শাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা দেলা ভুলি,
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে,
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে।
দূরে দূরে নীল জলে
দু'একটী তারা জলে,
আমার মুখের পানে দীপ্ দীপ্ চায়,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায়।

৩

একা বসি' নির্জ্জন গগনে
বল শশী কি ভাবিছ মনে,
একটুও বাতাস নাই
তবু যেন প্রাণ পাই
তোমার এ অমৃত কিরণে।

৪

ফুলবনে ফুল ফুটে আছে,
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে,
তেমন আমোদ ভরে
কে আর আদর করে,
আজি সমীরণ কোথা গেছে!

৫

নীরব প্রকৃতি সমুদয়,
নীরবে প্রাণের কথা কয়,
সমীর সুধীর স্বরে
সেই কথা গান ক'রে,
আহা, আজি কেন নাহি বয়!

৬

মানবেরা ঘুমা'য়ে এখন,
মোহমন্ত্রে হ'য়ে অচেতন,
নিসর্গের ছেলে মেয়ে
কেন গো রয়েছ চেয়ে!
তোমরা কি সাধের স্বপন?

৭

আমার নয়নে ঘুম নাই,
কেবল তোদের পানে চাই,
এক একবার ফিরে
চেয়ে দেখি প্রেয়সীরে
আদরে গোলাপ তুলে অলকে পরাই।

৮

শিশুর সুন্দর মুখ
দেখে পাই স্বর্গ-সুখ,
মর্ত্তে সুখ যুবতীর প্রফুল্ল বয়ন,
কিন্তু এই হাসি হাসি
পরিপূর্ণ ভালবাসি
সুখ নাই প্রেয়সীর মুখের সমান।

৯

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায় ;
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে
কত কথা জাগে প্রাণে,
জানকী অশোক বনে দেখেছে তোমায় !

১০

কেকয়ী বিষাক্ত শর,
জর জর মর মর
থর থর কলেবর পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে! দশরথ দেখিল তোমায়,
তুমিই বলিতে পার
তুমি—ই বলিতে পার
ভাবিয়া বিহ্বল মন বুঝা নাহি যায়।
ওই রে জীবন-দীপ নেবো নেবো প্রায়—
ওই রে অন্তিম আশা আঁধারে মিশায়—
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়—
কোথা রাম রাজা হবে বনে কেন যায় !

১১

জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে।
তপোবনে ছেলে দুটী
কচিমুখে হাসি ফুটি
জননীর কোলে বসি' দেখিত তোমায়,
কি যে সে কহিত বাণী
জানে তাহা ফুল রাণী,
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায়;
করি সে অমৃত পান
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ
ভারত-পাতাল আজো অমরার প্রায়!

১২

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে,
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল্ল ফুল বনে,
যৌবন তরঙ্গ রঙ্গে
গড়ায় সাগর সঙ্গে,
অন্তিমে আনন্দে মগ্ন নন্দন-কাননে।

১৩

কখনো নামিয়া ভূমে,
আচ্ছন্ন শোকের ধূমে,
শ্মশানে যোগিনী বালা কাঁদে উভরায়,

শিহরি সকল প্রাণ
সেই দিকে ধাবমান
কি যেন আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়।

১৪

এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্ট হাসে কেরে কার্ ছায়া ?
হা ধিক্! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কি-মুখী আয়া ?

১৫

নেক্ড়ার গোলাপ ফুলে
বেঁধে খোঁপা পর্চুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল !
পরস্পরে গলা ধরি'
নাচিছেন যেন পরী !
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল !

১৬

কেন এ অলীক ভূষা,
সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে !

হেলিয়া নলিনী রাণী,
কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি
গাঁথিয়া দোপাটী মালা দিব শ্রীচরণে ?
দু-মিনিটে ঝ'রে যাবে ম'রে যাবে ক্ষুদ্র প্রাণী ;
দিওনা মায়ের পায়ে প্রসাদি কুসুম আনি !

১৭

সব চেয়ে সুধাকর
তব মুখ মনোহর,
হেরিয়া অমর নর পশু পক্ষী প্রাণী
সচেতন অচেতন
সকলে প্রফুল্ল মন,
কি অমৃত আছে ওই আননে না জানি !

১৮

প্রিয়ার পবিত্র মুখ
উদার স্বরগ সুখ,
কেবল আমারি তরে বিধির সৃজন ;
কেহ নাই চরাচরে
প্রাণ ভোরে ভোগ করে
কারো নাই এ প্রমত্ত নেশার নয়ন।

১৯

তুমি শশী সকলের
মোহমন্ত্র হৃদয়ের,
নয়নের পারিজাত কুসুম অমর,
রূপরসে ঢল ঢল
চারিদিকে অবিরল
উছলে উছলে চলে সুধাংশু সাগর।

২০

করি ও অমৃত পান
প্রাণে হয় বলাধান
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ,
ফুল ফোটে থরে থরে
লতা সব নৃত্য করে,
উল্লাসে উন্মত্ত প্রায় মানুষের মন।

২১

চক্রবাক চক্রবাকী
আনন্দে বিহ্বল আঁখি,
হরিণী হরষভরে দেখিছে তোমায়;
তোমারি অমৃত ভুখে
ছুটিয়াছে উর্দ্ধমুখে
না জানি কি পাখী ওই শূন্যে গান গায়!

২২

জাগিল সকল তারা
প্রেমানন্দে মাতোয়ারা,
মেঘগুলি ঢুলি ঢুলি কোথায় চলিল!
লুকায়ে চপলা মেয়ে
থেকে থেকে দেখে চেয়ে,
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল।

২৩

যোগীর প্রশান্ত মন,
শান্তিময় ত্রিভুবন,
সমস্ত নক্ষত্র এক বিচিত্র স্বপন ;
তোমার সুধাংশু শশী
তাঁহার প্রাণেতে পশি
করেছে কি অপরূপ রূপের সৃজন!

২৪

আনন্দ—আনন্দ তাঁর
হৃদয়ে ধরে না আর
অমূর্ত্ত আনন্দময় মূর্ত্তি মনোহর,
আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে
কি আজ উদয় ধ্যানে!
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আনন্দ সাগর।

২৫

কবির প্রাণেতে পশি
আচম্বিতে কে রূপসি
বীণাকরে খেলা করে হসিত বয়ানে
অলস অপাঙ্গে চায়
কবি নিজে মোহ যায়
জগৎ জাগিয়া ওঠে একমাত্র গানে !

২৬

শোকার্ত্ত নিরাশ প্রাণে
চায় তব মুখ পানে
ও মুখ দর্পণে দ্যাখে সেই মুখ খানি,
তোমার অমৃত পিয়া
বেঁচে আছে তার প্রিয়া
হেরিয়া জুড়ায় তার কাতর পরাণী।

২৭

প্রাণপতি দেশান্তরে,
বুক তার কি যে করে
বলিতে পারে না সতী তোমা পানে চায়,
সর্ব্বদর্শী রশ্মিজাল
বলে "সে তোর আছে ভাল"
একেলা একান্ত মনে ধেয়ায় তোমায়।

২৮

উদাসিনী চায় যাকে
সে এসে দাঁড়ায়ে থাকে
দৃষ্টিপথ প্রান্তভাগে তোমার কিরণে,
শুনি বাতাসের বাণী
মনে করে ধ'রে আনি ;
ধেওনাক পাগলিনী প্রেমের স্বপনে !

২৯

কেন তোর ফুল রাণী
বিরস বদন খানি,
হাসি নাই মধুর অধরে,
বিলোচন ছলছল
কপোলে গড়ায় জল
মনে মনে কাঁদ কার্ তরে !

৩০

পুরুষ পাংশুল মতি,
মনে তার অধোগতি,
মুখ তুলে চেয়ে আছে মিছে স্বর্গ পানে ;
সরল হৃদয় লুটি
আহ্লাদে বেড়ায় ছুটি,
আর্ তুমি দেখা তার্ পাবে কোন খানে !

৩১

ধিক্ রে অধম ধিক্
ভালবাসা 'প্লেটোনিক্'
ছদ্মবেশী রসিক মধুর "মিয়ু মিয়ু,"
প্রেমের দরাজ জান্,
আকাশে ঢালিয়া প্রাণ
সজোরে পাপিয়া হাঁকে 'পীহ পীহ পীহু'।

৩২

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার
যদি না বহিতে পার
ঢেলে দাও আকাশে বাতাসে ধরাতলে!
(মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছ চাঁদ)
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে!

৩৩

উথলে অমৃত রাশি
মুখেতে ধরে না হাসি
বিশ্বের প্রেমিক ওহে প্রিয় সুধাকর,
প্রেয়সীরো থর থর
হাসি মাখা বিম্বাধর
সাধের স্বপন-ময়ী মূর্ত্তি মনোহর!

২

বড় তুমি চুল্‌বুলে,
গোলাপের দল খুলে
ছড়ায়ে কপোলে চুলে হাসিয়া আকুল!
তোমারি আনন্দোৎসবে
মত্ত ফুল তরু সবে,
মুদিত নয়ন পক্ষ্ম করে ঢুল্‌ঢুল্।

৩

আহা এই মুখ খানি—
প্রেম মাখা মুখ খানি—
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমায়!
কোথায় রাখিব বল,
ত্রিভুবনে নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায়!

৪

সদাই দেখি রে ভাই,
তবু যেন দেখি নাই,
যেন পূর্ব্ব জন্ম কথা জাগে মনে মনে!
অতি দূর দিগন্তরে
কে যেন কাতর স্বরে
কেঁদে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে!

৫

উঠ প্রেয়সী আমার—
উঠ প্রেয়সী আমার—
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার!
হেরে তব চন্দ্রানন
যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উথলে ওঠে আনন্দ অপার!
উঠ প্রেয়সী আমার!

৬

প্রতি দিন উঠি ভোরে
আগে আমি দেখি তোরে
মন প্রাণ ভরি ভরি সাধে করি দরশন!
বিমল আননে তোর
জাগিছে মূরতি মোর,
ঘুমন্ত নয়ন দুটী যেন ধ্যানে নিমগন।

৭

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ভালবেসে সুখী হই!
ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই।

৮

উঠ প্রেয়সী আমার
উঠ প্রেয়সী আমার
জীবন-জুড়ানধন হৃদি ফুলহার!
উঠ প্রেয়সী আমার!

৯

মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে ও মুখশশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চক্ষে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতেরে পারিব না আর!
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!

১০

ওই চাঁদ অস্তে যায়!
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে নিশি অবসান;
হিমেল্ হিমেল্ বায়,
হিমে চুল ভিজে যায়,
শিশির মুকুতা জালে ভিজেছে বয়ান;
উঠ প্রেয়সী আমার, মেল নলিন নয়ান!

ধূমকেতু

ধূমকেতু।

(১২ই আশ্বিন, বুধবার, পূর্ণিমা, ১২৮৯ সাল।)

১

এই যে উঠেছে ধূমকেতু !
কে বলে রে অমঙ্গল-হেতু !
কি মহান্ শুভ্র পুচ্ছ
গ্রহ তারা করি তুচ্ছ
ওড়ে যেন বিজয়ের কেতু !

২

ওই ! শুকতারার মতন
মুখ-প্রভা প্রশান্ত কেমন !
যদিও আবৃত কায়া
কেমন উদার ছায়া !
মুখেই প্রকাশ পায় মানুষ যেমন !

৩

এক দিকে চন্দ্র অস্ত যায়,
অন্য দিকে অরুণ উদয়,
মধ্যে কেতু দীপ্তিমান্
মহামনা তেজীয়ান্
স্বগৌরবে দাঁড়াইয়া রয়।

৪

ডুবে যাবে ক্ষণকাল পরে
তপনের কিরণ সাগরে
এখনো মুখেতে হাসি
অন্তরে আনন্দ রাশি,
মহতের মন নাহি মরে।

৫

স্নেহেতে চাঁদের পানে চায়
যেন আলিঙ্গন দিতে যায়;
পূর্ব্বদিক পানে চেয়ে
যেন মহানিধি পেয়ে
আনন্দে আপনি চ'লে যায়।

৬

ধায় তিমী ধরার সাগরে,
মহাশূন্য অনন্ত অম্বরে
ধেয়ে ধেয়ে অবিরত
বল হে দেখিলে কত
মহান্ বড়বানল প্রজ্জ্বলিছে দিগ্ দিগন্তরে!

৭

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রদ্বীপ
স্বভাবের সুধার প্রদীপ,
তেজস্বী মনের কাছে
স্নেহ যেন ফুটে আছে,
হর্ষভরে করে দীপ্ দীপ্।

৮

বল কত তোমার মতন
ধায় ধূমকেতু অগনন,
পথের ঠিকানা নাই,
তারি কাছে ছুটে যাই
পাই যারে মনের মতন।

৯

তুমি এক প্রেমের পাগল,
আপনার ভাবে ঢল ঢল,
কে তোমায় ভালবাসে,
কে তোমায় উপহাসে,
ভ্রূক্ষেপ নাই সে সকল।

১০

পতঙ্গের পাগল পরাণ,
অনাসে অনলে ত্যজে প্রাণ,
তপনের কাছে তুমি
তাই কি এসেছ ভাই!
বিধির কি এমনি বিধান?

১১

আসিয়াছ বহুদিন পরে,
ধরণীরে দেখিবার তরে,
আনন্দে ভগিনী তব
করেন মঙ্গলোৎসব,
দিকে দিকে পাখী গান করে।

১২

কুসুমের সৌরভ লইয়া,
সমীরণ চ'লেছে ধাইয়া,
চঞ্চল চাতক সব
করি করি কলরব
ছুটিয়াছে উন্মত্ত হইয়া।

১৩

চলেছে বকের মালা
নীলাকাশ করি আলা
করিবারে ব্যজন তোমায়,
নীরদ দিয়েছে দেখা,
আবরিতে রবি রেখা
ওই কিবে আসে পায় পায়!

১৪

ঘেরে আছে দিগঙ্গনাগণ,
কিবে সব প্রফুল্ল আনন,
কেমন হরষ ভরে
তোমারে বরণ করে!
মাজে তুমি কেতু বিমোহন!

১৫

মানুষে জানে না তব মান,
চিরকালই অমঙ্গল জ্ঞান,
এমন সুন্দর রূপ,
করিয়াছে কি বিরূপ!
হৃদি-হীন মিছে বুদ্ধিমান্।

১৬

আজো আছে পশুদের দলে,
পরস্পরে সভ্য ভব্য বলে,
নিজের পেটের দায়
অন্যকে ধরিয়া খায়,
সবে একা চায় ভূ-মণ্ডলে।

১৭

রাজা আর রাজ-অনুচর
বিষম কঠোর স্বার্থপর,
কেবল নিজের তরে
নিদারুণ কর্ম্ম করে
বাধাইয়া দারুণ সমর।

১৮

পরের দেশেতে ঢুকে,
পরের ছেলের বুকে
মারে রুখে আগুনের গুলি,
কেনরে কি দোষ তোর
করিয়াছে রে পামর ?
মানুষ, মানুষে যাও ভুলি ?

১৯

এ পশুত্বে, বীরত্বের নামে
আজো সবে পূজে ধরাধামে!
ভীষণ রক্তের নদী
বহিতেছে নিরবধি,
রাক্ষসেরা মেতেছে সংগ্রামে।

২০

কতই অর্থের নাশ,
কতই হৃদয় হ্রাস,
বুদ্ধির বিষম অপচয়!
তবু স্বার্থ সাধিবারে,
মানুষে মানুষ মারে,
পর-দুঃখে অন্ধ দুরাশয়।

২১

চারিদিকে হাহাকার
শ্রবণে পশেনা তাঁর,
বদ্ধ-কালা পাহাড় পাথর,
অতি ধীর বীর ইনি,
বিশ্বজয়ী বিশ্ব জিনি,
প্রজার শোকেতে কেন হবেন কাতর?

২২

যুগান্তরে লোক সবে
শুনিয়া অবাক হবে
মানুষে করিত বধ মানুষের প্রাণ,
মুখে তারা ভাই ভাই
মনে মনে প্রীতি নাই,
কারো প্রতি কারো নাই আন্তরিক টান।

২৩

শতকে দুএক জন,
দেবতার মত মন,
পুণ্যের প্রভায় রাজে আনন মণ্ডল,
পরের প্রাণের তরে,
প্রাণ দেয়্ অকাতরে,
পরের মঙ্গলে দেখে আপন মঙ্গল।

২৪

হৃদ্দ আট জন আর
কনিষ্ঠ সে দেবতার
প্রাণের মধুর জ্যো'স্না ফুটেছে অধরে,
সদাই আনন্দে রয়,
সংসারে সংসারী হয়,
ভুলেও কথন কারো মন্দ নাহি করে।

২৫

বাকী যে নব্বুই জন,
তমগুণে অচেতন,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল বন-মানুষ বানর,
স্বভাব রয়েছে তাই,
কেবল লাঙ্গূল নাই,
আহার-বিহার-পটু আসল বর্ব্বর।

২৬

কি আর দেখিবে তুমি
মানবের জন্মভূমি!
দেখেছ কতই পৃথ্বী কত পুণ্যলোক,
বিহরে দেবতা সব
মূর্ত্তি মহা অভিনব,
মহান্ পবিত্র প্রাণ, অভয়, অশোক।

২৭

না জানি এ নীলাকাশে
কতই স্বরগ হাসে,
কতই ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন!
যাও ভাই মনসুখে
বিচর ব্যোমের বুকে
দেখগে, দেখেনি যাহা মানব নয়ন্!

দেবরাণী

দেবরাণী।

১

স্বপন নগরে বেড়িয়ে বেড়াই
ঢুলিয়া ঢুলিয়া আপন মনে,
কখন বিহরি শিখরী শিখরে,
কখন বা ভ্রমি বিজন বনে।

২

কখন কখন কলপনা যানে
আরোহণ করি আকাশে ভাসি,
দেখি বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে গ্রহ তারা,
ঘোরে দূরে দূরে অনলরাশি।

৩

ফিরে ফিরে চাই পৃথিবীর পানে,
গিরি নদ নদী মিলায়ে যায় ;
উদার সাগর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর,
ডোরা ডোরা ডোরা রেখার প্রায়।

৪

দেখিতে দেখিতে একি আচম্বিতে
কোথায় সে সব উবিয়ে গেল !
শূন্য-শূন্য-শূন্য—মহাশূন্যময়
নীল নিথর আকাশ এল।

৫

আহা আহা একি সমুখে আমার,
একি এ বিচিত্র আলোকোদয়,
চন্দ্র সূর্য্য নাই, অপরূপ ঠাঁই,
কোটি কোটি যেন চাঁদের কিরণে
সদাই কিরণময় !

৬

ভাসে নীলাম্বরে ফুলে ফুলময়
প্রসারিত পথ সমুখে একি !
পদ পরশনে চমকিয়া ফুল
ফুটিয়ে হাসিল আমারে দেখি।

৭

ঝুরু ঝুরু ঝুরু গন্ধে ভর্‌পূর্
কেমন পাবন সমীর বায় !
কোথা হ'তে ভেসে আসে মৃদুগীত,
না জানি কে হেন মধুর গায় !

৮

না জানি কোথায় বাজে বেণু বীণা,
উদাস—উদাস হৃদয় প্রাণ,
না জানি কিসের সুরভি সৌরভ
তর্ কোরে দেয় মগজ ঘ্রাণ !

৯

বিমল-সলিলা নদী মন্দাকিনী
দুলে দুলে যেন মনেরি রাগে
কুলু কুলু ধ্বনি আধ আধ বাণী,
খেলিছে কেমন মেখলা ভাগে !

১০

দূরে দূরে সব নধর মন্দার
দুধারে দাঁড়ায়ে আছে ;
কত অপরূপ প্রাণী মনোহর
বেড়িয়ে বেড়ায় কাছে।

১১

রূপে আলো করি ঘুমায় কেমন
দেবদেবীগণ কুসুম দলে !
নেত্র-পত্র-পক্ষ্ম কাঁপায়ে কাঁপায়ে
ধীরি ধীরি ধীরি অনিল চলে।

১২

জ্যোতির্ম্ময় বপু, রোমাঞ্চ কিরণে
উজলিয়া দশ দিশি,
মন্দাকিনী তটে যোগে নিমগন
দীপ্ত দীপ্ত সপ্ত ঋষি।

১৩

নিমীল লোচন, প্রফুল্ল কপোল,
হাসি রাশি যেন ধরে না মুখে ;
কোন্ সুধাপানে সদাই বিহ্বল,
মহাসুখী কোন্ মহান্ সুখে ?

১৪

বহি বহি পড়ে জলে অশ্রুজল,
কনক কমল ফুটিয়া ভায়,
লহরী-মালায় দুলিতে দুলিতে
হাসিতে হাসিতে ভাসিয়ে যায়।

১৫

ফুলে ফুলময় কমল কানন,
　　কে তুমি মা হেথা করিছ খেলা!
ঢল ঢল তব বিমল মুখানি,
　　হেরে জুড়াইল প্রাণের জ্বালা।

১৬

ত্রিলোক-তর্পণ করুণ নয়ন,
　　হৃদয়ে করুণা-কুসুম-হার,
সুধাংশু-কলিত ললিত শরীর,
　　সহেনা বসন ভূষণ ভার।

১৭

শ্রীচরণ ভাতি রাতি সুপ্রভাত
　　ত্রিদিবের চির অরুণোদয়,
অমরগণের ঘুমন্ত আনন
　　কিরণে কিরণে ফুটিয়ে রয়।

১৮

অধরে উদার মৃদু মন্দ হাসি,
　　ভাসি ভাসি আসে স্নেহের তান,
দুলে দুলে কোলে বীণা বিনোদিনী
　　আধ আধ কিবে করিছে গান!

১৯

জড়িমা-জড়িত তনু প্রাণ মন,
মোহন স্বপন সাগরে ভাসি
আধ ঘুমঘোরে শুনি ধীরে ধীরে
দূরে বাজে যেন ভোরের বাঁশী।

২০

মৃদুল মৃদুল স্বরের লহরী
প্রাণের ভিতরে প্রবহমান,
বিরাগ-আঘাতে বিগত-জীবন
উঠিয়ে দাঁড়ায় পাইয়ে প্রাণ।

২১

উঠিয়ে দাঁড়ায় দিগঙ্গনাগণে
হেরিতে ভুবন-মোহিনী মেয়ে,
চমকি দামিনী দানব-বালারা
এলোচুলে আসে হরষে ধেয়ে।

২২

চারিদিকে বাজে মঙ্গল বাজনা,
আমোদে মাতিয়ে অনিল বায়,
দশ দিকে দশ দোলে ইন্দ্রধনু
আনন্দে তোমার পানেতে চায়।

২৩

এই অচেতন দেব দেবীগণ
সহাস আনন স্বপন-ভোলে,
তুমি দেবরাণী সদয়া জননী
ঘুমায় তোমারি অভয় কোলে।

২৪

তোমার শ্রীপদ পরম সম্পদ,
সদা সপ্ত ঋষি করেন ধ্যান ;
ভূচর খেচর বিশ্ব চরাচর
গাহিছে তোমার মহিমা গান।

২৫

যেন মা ও পদ পরশি পরশি
হরষে আমার জীবন বয় !
মা তোমার রাঙা চরণ দুখানি
ধরিলে থাকে না মরণ ভয়।

২৬

কলিযুগে সব দেবতা নিদ্রিত,
কেবল জাগ্রত তুমি ;
আলো কোরে আছ লাবণ্য কিরণে
পবিত্র স্বরগ ভূমি !

গীতি।

—※—

[রাগিণী কালাংড়া,—তাল যৎ।]

এমন অপরূপ রূপ কভু হেরি নাই নয়নে !
কে এ বালা করে খেলা কনক কমল কাননে !

একি অপরূপ ঠাঁই,
চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই,
কোটি চন্দ্র হাসিতেছে বিমল রূপের কিরণে !

আপনি আকাশ মাঝে
চারিদিকে বীণা বাজে,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু দুলিছে নীল গগনে।

ধর গো আকাশ বালা,
মানস-কুসুম মালা !
পাসরি যন্ত্রণা জ্বালা লুটিব রাঙা চরণে !

———

বাউল বিংশতি

প্রস্তাবনা।

—※—

সকের বাউল কুড়ি জন,
দুই দল, প্রতি দলে দশ জন,
আসরে খুলিয়া প্রাণ
গাহিবে কুড়িটী গান,
পর পর সূক্ষ্মতর,
হৃদয় প্রফুল্লকর ;
খোলা প্রাণে করুন শ্রবণ !

বাউল বিংশতি।

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী,—তাল একতালা।]

[১]

ভবে কেউ দূষী নয়, আমিই দূষী।
বিরোধ বিষম লেঠা, ভালবাসি হাসি খুসি।
বিধাতা নহেন বাম,
সুখভরা ধরাধাম,
হৃদয় আনন্দ ধামে নিরানন্দ কেন পুষি!

মা'র কোলে ছেলে হাসে,
চাঁদ হাসে নীলাকাশে,
উদয় অচলে কিবে হাসে ঊষা অকলুষী!

সকলি তো নিজ দোষ,
কার প্রতি করি রোষ,
পরে মিছে দোষী কোরে কেন আপনারে তুষি!

হাস খেল মনসাধে,
কাজ নাই বিসম্বাদে,
দুদিনের তরে আহা কেন রে ভাই রোষারুষি!

দ্বিতীয় দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল তেতালা।]

[২]

ভবের খেলা চমৎকার।
এর, কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাসি, কোথাও ওঠে হাহাকার।
লক্ষ্মীদেবী হিরণ্ময়ী কিরণে কিরণ,
পেঁচা, বিচিত্র বাহন,
খেলে পদ্মবনে আপন্ মনে, পরিয়ে পদ্মের হার—
সরস্বতী পরিয়ে পদ্মের হার।

দ্যাখে আপন্ ফোঁটা, গোটা সপ্ত সমুদ্র সমান,
যত খেঁকী-তেজীয়ান্;
রাখে, প্রাণ দিয়েও পরের মান, এমন সুজন—
হরি হে, এমন সুজন মেলা ভার!

বিশ্বশাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনন্ত উদার
প্রেম স্নেহ পারাবার,
মিট্‌মিটে গ্রন্থ-কীটে মহিমা বোঝে না তার।

প্রথম দল—

[বাউলের স্বর—রাগিণী যোগিয়া,—তাল তেতালা।]

[৩]

হৃদি কঠিনে,
আমিও তো ভাই, কারো কিছু বুঝিনে।
আহা, সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর, ভুলেও তাঁরে ডাকিনে!
খোলা-প্রাণ ভোলা-মন বনের পাখী,
তুচ্ছ সুখের তরে ধোরে তারে পিঞ্জরে রাখি,
তার প্রাণ্‌টা কত কাতরে বেড়ায়, দেখেও চোকে দেখিনে।

সরল পশু, সরল শিশু, সরলা নারী,
কতই সবাই ভালবাসে, সবাই আমারি,
আমি সেই, ভালবাসা পেতে পটু, ফিরে দিতে জানিনে।

নূতন রূপের রাশি প্রাণের হাসি হাসে যুবতী,
মনের কুতূহলে কৌতুকিনী মধুর মূরতি,
তার, মায়ের মতন আদর কোরে নয়ন ভোরে হেরিনে।

জ্যো'স্নায় তরু লতা মনের কথা কতই ক'য়ে যায়,
বাতাসে হেলে দুলে বাহু তুলে আলিঙ্গন চায়;
আমি, কাতান্ তুলে কাট্‌তে দাঁড়াই, সাধের সোহাগ মানিনে—
তাদের সাধের সোহাগ মানিনে!

তোমার উদার স্নেহে
সুখে প্রাণ আছে দেহে,
কৃপা কর হে করুণাময় দয়ামায়া-বিহীনে।

দ্বিতীয় দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী,—তাল তেতালা।]

[৪]

প্রেমের মানুষ চেনা যায়।
তার, হাসি হাসি মুখশশী, খুসি ফোটে চেহারায়।
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন্ পর ;
সে জানে না দুনীয়াদারি, ভালবাসে দুনীয়ায়।
আপন্ মনে আপনি মগন,
ঢুলু ঢুলু ঢোলে দু-নয়ন,
সে, কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পায়।

প্রথম দল—

[বাউলের স্বর—রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতালা।]

[৫]

প্রেম নহে এই মরুভূমের তরুর ফল।
শুধু সেই সুধাকরে সুধা করে ঢল ঢল্।
তৃষাতুর চকোর যে জন,
ঊর্দ্ধমুখে অনিমেষে দেখে অনুক্ষণ,
তার, দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আঁখি দুটী ছল ছল্।

বিষামৃত লতা রমণী,
ফলে ফুলে আলো কোরে আছে ধরণী,
তার, আননে অমিয়া মাখা, নয়নেতে—
রমণীর নয়নেতে হলাহল।

জুড়াইতে জগত-জীবন
ঝুরু ঝুরু কোথা থেকে আসে সমীরণ,
বিনে সেই জগত্-গুরু কল্পতরু কে আমাদের—
খেপা ভাই, কে আমাদের আছে বল্?

দ্বিতীয় দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী—তাল একতালা।]

[৬]

ফক্কিকার,
ফক্কিকার, ফক্কিকার, ফক্কিকার!
আমি, চোক্ বুঁজিয়ে শুধুই দেখি অন্ধকার!
আমি, ডুবে ডুবে কতই খুঁজি সাগরের তলে,
কই, মাণিক্ কই জলে?
তুমি, আকাশ-ছাঁদা ধোরে চাঁদা করে দিওনা আমার।

ঘোর্, ওলট পালট হচ্ছে কেবল, রচ্ছে সকলি,
গোল, চাকার মতন মহাচক্র বোঁ বোঁ কোরে ঘোরে আপনি,
এর্, কোন্‌টা গোড়া, কোন্‌টা আগা?
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার!
আছে, বিশ্বজয়ী-শক্তিময়ী নারী এ ধরায়,
তাই নরে নিধি পায়;
আমার, সেই—ই স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ; ধারি কেবল প্রেমের ধার।

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী অথবা পুরবী—তাল ঢিমে তেতালা।]

[৭]

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা!
ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত খেল্‌বি রে—
ও পাগল মন, খেল্‌বি রে রসের খেলা!
চারি দিক্ ধুঁয়ার আকার,
সমুখে বিষম ব্যাপার,
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা—
আমার্ কে জুড়াবে প্রাণের জ্বালা?

দ্বিতীয় দল—

[নিধু বাবুর সুর—রাগ ভৈরব—তাল একতালা।]

[৮]

সে মুখকমল সদা ঢল ঢল, হাসি হাসি,
সুখে দেখি রে ভাই।
প্রেমের আনন্দ মাঝে মরণের ভয় নাই।

মধুর মধুর মধুর প্রাণ,
মধুর মধুর মধুর ধ্যান,
অতি মধুর সেই—ই দিন, পূর্ণ পরিতোষ পাই।
না জানি কোথায় কি ফুল ফোটে,
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে,
মত্ত হয়ে খোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই।

প্রথম দল—

[বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।]

[৯]

সবই গেছি ভুলে,
আমি সবই গেছি ভুলে!
জাগ হে প্রাণের প্রাণ দাও মনের ধাঁদা খুলে!

ভিতরে কাতরে প্রাণী,
সুখী ভেবে অভিমানী,
মরণ যে কি বিষাদ, যেন তা জানিনে মূলে।

আহা সে পবিত্র পদ
পূর্ণানন্দ, নিরাপদ,
পরম সম্পদ আমার্ ত্যাজি, পূজি নারীকুলে!

করুণ কিরণে কার
বিকশিল প্রেম আমার,
সৌরভে উন্মত্ত হয়ে কারে দিলেম বিনিমূলে!

স্নেহ, ভক্তি, ভালবাসা,
মেটেনা—মেটেনা আশা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধা সিন্ধু-কূলে।

দ্বিতীয় দল—

[নন্দবিদায় যাত্রার সুর—রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।]

[১০]

সে দুটী নয়ন!
জীবন আমার।
ত্রিভুবন হাসিতেছে কিরণে তাহার।
সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবনা কি তার!
যে জন্যে এখানে আসা,
পরিপূর্ণ সে পিপাসা;
রুধিয়া অন্যের আশা থাকিব না আর—
বেশি, থাকিব না আর।

প্রথম দল—

[ভজনের সুর—রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালি।]

[১১]

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা,
ওই জ্বলে শুকতারা,
দূর—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই।
আহা কি সুগন্ধময়
পবিত্র সমীর বয়!
জাগিয়া প্রাণের পাখী কি ললিত গায় রে।
কতই সাধের চাঁদ,
রতির মোহন ফাঁদ,
সাধের স্বপন, কেন আপনি ফুরায় রে!
আসিছেন উষারাণী,
বিকশিত মুখখানি,
কেমন প্রফুল্ল প্রভা দিকে দিকে ভায়।
প্রফুল্ল কুসুম বন,
নিমগন তারাগণ,
দিগ্ দিগন্তর কিবা নূতন দেখায়।

আকাশের নীল জল
অতি ধীর ঢল ঢল,
না জানি ভিতরে আছে কি শুভ সুন্দর ঠাঁই!

জাগিছে জগতবাসী
মুখ সব হাসি হাসি,
দশদিক্ হাসিরাশি, এমন সুদিন নাই।

কল্পনা ললনা বুকে,
ঘুমায়ে ছিলেম্ সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে ম'রে যাই।

হে প্রোজ্জ্বল দিনমণি,
মহান্ সত্যের খনি,
উদার আনন্দ মূর্ত্তি,
প্রত্যক্ষ যা দেখি নাথ, সদা যেন দেখি তাই!

দ্বিতীয় দল—

[বাউলের স্বর—রাগিণী ললিত ভৈরবী—তাল তেতালা।]

[১২]

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী,
চির বিকশিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।

আননে চাঁদের আল,
চাঁচর কুন্তল জাল,
অধরে আনন্দ জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে নয়নে মন্দাকিনী।

কে তুমি সুষমা মেয়ে,
আছ মুখ পানে চেয়ে,
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী!

সমীর আমোদে ভোর,
ডেকে আনে ঘুমঘোর,
মধুর—মধুর গান
আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা,
ঘুমায় প্রাণে,
প্রাণ যে আমার, কি হ'য়ে যায় জানিনি!

জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন,
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা কমলিনী।

ও রাঙা চরণ-তলে,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী।

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার, প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা দিবা রজনী।

প্রথম দল—

[১৩]

এ চাঁদ কোথায় পেলে !
বল এ চাঁদ কোথায় পেলে !
ত্রিভুবন আলো কোরে পদ্মফুলে খেলা করে সোণার ছেলে।
একি মুখের ভাতি, চোকের জ্যোতি! চার্দ্দিকেতে চায়,
বিশ্ব চরাচর কি একৃতর শীহরিয়া যায় ;
কেবল তোমার কোলেই সকল সোহাগ, হেসে মুখ ফিরায়
আমি নিতে গেলে।
ওই, আকাশ পারে, কাল্ আঁধারে কে কালো শশী ?
শবের হৃদি মাঝে কে বিরাজে কালো রূপসী ?
আজ কাল-সিন্ধু বিন্দু বিন্দু কর্ব্বো, দেখ্‌বো রতন
অভাগার ভাগ্যে কেন নাহি মেলে।
এস, বাপ যাদুমণি, জুড়াই প্রাণী হৃদয়ে রাখি,
তোর, মুখপানে বিভোর প্রাণে রাতি দিন চাহিয়া থাকি,
দেখ, মনে রেখ, চেয়ে থেকো, কাল নিদ্রায় আঁখি ভেরে এলে।

দ্বিতীয় দল—

[১৪]

অহহ! একি ধ্বনি শুনি কানে!
ভেসে আসে প্রাণের কথা, প্রাণের ব্যথা জানেনা তো আস্মানে!
কেন সব ভুলে কি এক ভাবে বিভোর্ বিহ্বল মন!
তনু শীহরে, থরথরে, উথলে নয়ন!
উথলি প্রাণের হাসি, প্রাণে ভাসি, প্রাণের বাঁশী বাজে প্রাণে!
একি আলোয়্ আলো! কোথায় গেল জটিল কুটিল আঁধার।
আহা আলোর মাঝে কি বিরাজে রসময়ী মাধুরী আমার!
হ'য়েছে প্রাণের প্রাণ আপ্নি পাগল আপনারি বাঁশীর গানে।

প্রথম দল—

[১৫]

আর বাঁচিনে!
সে বিনে আর বাঁচিনে!
আমি যে কুলবালা, একি জ্বালা, জ্বল্‌তে হ'ল রাত্রি দিনে

আমার দিবা নিশি প্রাণ উদাসী, কাঁদিয়ে আকুল,
সে জন ডুমুরের ফুল ;
দেখি, তার রূপরাশি, মধুর হাসি,
জানিনে কোথায় থেকে বাজায় বীণে।

কি যে করে প্রাণে, বাঁশীর গানে,
চারিদিকে চাই ;
দেখি দেখি, দেখিতে না পাই!
সে যে ধরা দিলেও যায় না ধরা, কি করি গো—
আমি যে কি করিব জানিনে!

দ্বিতীয় দল—

[১৬]

কে তুমি নবীন নারী ?
কেন গো এখনো তোর ঘুমের ঘোরে বাঁকা নয়ন দুটী ভারি ভারি !

আহা কার্ তরে এমন দশা, চেনা নাহি যায়,
কেন দিবে নিশি হা হুতাশী পাগলিনী প্রায় !
সে তোমায় ভালবাসে মেয়ের মতন, মায়ের মতন, প্রাণের মতন,
তুমি তার কতই সাধের সুখের সারী !

বেড়ায় পাশে পাশে কি উল্লাসে দেখেও দেখ না,
অয়ি মানময়ী ! অভিমানে মনের ব্যথা মনে রেখ না !
ডাক প্রাণ ভোরে পাবে তারে, দেবে দেখা, আপনি পড়্‌বে ধরা
তোমার সেই রসের সাগর ত্রিতাপ-হারী।

প্রথম দল—

[রাগিণী বেহাগ,—তাল একতালা।]

[১৭]

কোথায়!
দাও দরশন!
কাতর হয়েছে প্রাণ, রহে না জীবন।

চির সাধনের ধন!
ধ্যানে কেন অদর্শন!
চেতন চেতনাহীন, মনে নাহি মন।

নয়ন মুদিয়া থাকি
কে যেন মুছায় আঁখি,
চমকি চাহিয়া দেখি বহে সমীরণ—
সুধু বহে সমীরণ!

থাকি বিশ্ব চরাচরে
ডাকি মহা মহেশ্বরে,
কেহ কি আমার ধ্বনি করে না শ্রবণ,—
কাতর-হৃদয়-ধ্বনি করে না শ্রবণ?

দ্বিতীয় দল—

["সুর—যে যাতনা যতনে, মনে মনে মন জানে।
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।"]

[১৮]

কে, কে জানে, আমারে ভালবাসে মনে মনে!
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছে মুখ পানে!
কে আমার কাছে কাছে
সদাই আগুলে আছে!
দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে,—
তারে দেখিবারে ডাকি প্রাণ ভোরে;
আকাশে প্রকাশে আসি হাসি হাসি চন্দ্রাননে।

প্রথম দল—

[১৯]

বস নাথ হৃদাসনে,
তোমার তরে নানা ফুলে কত সাধে সাজায়েছি সুযতনে।
আজি কিরে এল আমার সেই শুভক্ষণ
কার্ এ সম্মুখে বিভাসিত প্রভাময় প্রফুল্ল আনন
আমার প্রাণের মতন, ধ্যানের মতন, মনের সাধের মতন
কারে দেখি যেন সুস্বপনে!
দেহ-কারাগারে অন্ধকারে ঘোর অত্যাচার,
আহা, কেমন কোরে সহ্য করে এ জাগ্রত মূরতি তোমার!
যে যখন্ ডাকে তোমায়, দেখা তারে দাও, তার মনের মতন;
না জানি কতই দয়া তোমার মনে!
কেন রোমাঞ্চিত কলেবর, নয়ন বিহ্বল,
কপোলে গড়াইয়া দর দর বহ অশ্রুজল।
আজ আমার্ শুভদিন, শুভক্ষণ, লুটাইব—
মনের সাধে গড়াইব শ্রীচরণে।

দ্বিতীয় দল—

[২০]

এ কেমন ভালবাসা!
বল কোন্ ভাবেতে, মন ভুলাতে, দেখা দিয়ে ছল্‌তে আসা!
অধরে উদার হাসি সুধারাশি হরে অভিমান,
নয়নে বাজে বীণা মধুর তানে আলসে অবশ করে প্রাণ;
জগতে রূপ ধরে না, চোক্ ফেরে না, মেটে না প্রাণের পিয়াসা।

এস হে নয়ন জলে চরণ ধুয়াই হৃদয়ে দাঁড়াও,
তুমি তো আমারে বেশ বুঝ্‌তে পার, আপনারে বুঝিতে না দাও
আহা কেন বুঝিতে না দাও!
এ কেমন ঢাকাঢাকি লুকোচুরি, প্রাণের পিরীতি তো নয় তামাসা।

ভূত ভেবে ভেবে অবোধ শিশু অভিভূত হয়,
তার মনের রকম মূর্ত্তি ধোরে সমুখে ভূত দাঁড়াইয়া রয়;
দেখে মনের ছবি আকাশ পটে আঁত্‌কে ওঠে—
ভয়েতে আঁত্‌কে ওঠে কি দুর্দ্দশা!

মনের ছবি ছাড়া যদি তুমি স্বয়ং কিছু হও,
আমারে কৃপা ক'রে, আপনারে স্পষ্ট কোরে বুঝাইয়া দাও;
খোলা ভালবাসা ভালবাসি, ধাঁধার পিরীত্—
সখা হে ধাঁধার পিরীত্ সর্ব্বনাশা!

যদি তুমি আমি এক-আত্মা আর্ কিছুই নাই,
কেনা চরাচরে আপনারে আদরে ভালবাসে ভাই!
কেন অন্য জনে প্রাণ না দিলে পূর্ণ হয় না প্রেমের আশা ?

দ্বন্দে কি পরমানন্দ, কি মহান্ উদার উল্লাস!
জগতে নরনারী অবতরি আহা কি প্রেম করেছে প্রকাশ!
তাঁদের নয়নে অমৃতলীলা, মুখের প্রভা চন্দ্রহাসা—
প্রেমিকের নয়নে অমৃতলীলা মুখের প্রভা চন্দ্রহাসা।

সাধের আসন

সাধের আসন।

[কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী আমার 'সারদামঙ্গল' পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া চারি মাস যাবৎ স্বহস্তে বুনিয়া একখানি উৎকৃষ্ট আসন আমাকে উপহার দেন। এই আসনের নাম—'সাধের আসন'। সাধের আসনে অতি সুন্দর সুন্দর অক্ষর বুনিয়া 'সারদামঙ্গল' হইতে এই শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করা হইয়াছে ;—

"হে যোগেন্দ্র ! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে
বিভোর বিহ্বল মনে কাঁহারে ধেয়াও ?"

প্রদানকালে আসনদাত্রী উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধের উত্তর চাহেন। আমিও উত্তর লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসি, এবং বাটীতে আসিয়া তিনটী শ্লোক লিখি। কিছু দিন গত হইলে উত্তর লিখিবার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেই আসনদাত্রী দেবী এখন জীবিত নাই ! তাঁহার মৃত্যুর পরে উত্তর সাঙ্গ হইয়াছে !! এই ক্ষুদ্র খণ্ড-কাব্যের উপহৃত আসনের নামে নাম রহিল—'সাধের আসন'।]

সাধের আসন।

প্রথম সর্গ।

—※—

মাধুরী।

১

ধেয়াই কাঁহারে, দেবি! নিজে আমি জানিনে।
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনিনে।
মধুর মাধুরী-বালা,
কি উদার করে খেলা!—
অতি অপরূপ রূপ!—
কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে।

২

কহে সে রূপের কথা
বসন্তের তরু লতা;
সমীরণে ডেকে বলে নির্জ্জনে কানন-ফুল;
শুনে, সুখে হরিণীর আঁখি করে ঢুল্‌ঢুল্‌।

৩

হাসি' হাসি' ইন্দ্রধনু নীল গগনে ভায়,
শারদ নীরদগণে কি কথা বলিতে চায়!
স্বপনে কি দ্যাখে শিশু নিমীলিত নয়নে,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে জানি না কি কারণে।
ভোরে শুকতারা রাণী
কি যেন দেখায় আনি,'
বুঝিতে পারি না, শুধু আঁখি ভরি' দেখি তা'য়।

৪

চলেছে যুবতী সতী
আলো কোরে বসুমতী,
স্নানান্তে প্রসন্ন-মুখী, বিগলিত কেশপাশ;
প্রাণপতি দরশনে
আনন্দ ধরে না মনে,
বিকচ আননে কিবে মৃদুল মধুর হাস!

৫

উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি!
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই!
মহান্ তরঙ্গ রঙ্গে কি মহান্ শুভ্র হাসি!
বল, কা'রে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই!

৬
অহো! বিশ্ব-পরকাশী
উদার সৌন্দর্য্যরাশি
জলে স্থলে আকাশে সদাই বিরাজিত;
যে দিকে ফিরিয়া চাই
সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাই;
অত্যুল্লাসকরী, অয়ি
পরম আনন্দময়ী!—
কে তুমি, মা! কান্তিরূপে সর্ব্বভূতে বিভাষিত?

৭
কে তুমি, ভকত জন
জুড়াইতে প্রাণ মন
মনের মতন তা'র মূরতি-ধারিণী?
সৌন্দর্য্য-সাগর মাজে
কে গো এ সুন্দরী রাজে,
আকাশের নীল জলে প্রফুল্ল নলিনী!

৮
কে তুমি, প্রাণেতে পশি',
ত্রিদিবের পূর্ণশশী,
কান্তি-সঙ্কলিত-কায়া অপরূপা ললনা?
করি' অপরূপ আলো
কি বিচিত্র খেলা খেলো!

না জানি, কি মোহ-মন্ত্রে
এ অসাড় দেহ-যন্ত্রে
আপনি বিদ্যুৎবেগে বেজে ওঠে বাজনা !
তুমি কি প্রাণের প্রাণ ? তুমিই কি চেতনা ?

৯

কে তুমি, প্রাণীর বেশে
খেলা কর দেশে দেশে
যুগলে যুগলে সুখসম্ভোগে বিহ্বল ?
কে তুমি মানব-দ্বন্দ্ব,
মূর্ত্তিমান্ প্রেমানন্দ,
নয়নে নয়ন রাখা,
আননে সুধাংশু মাখা ;
ঢল ঢল করে কোলে শিশু শতদল ?

১০

কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহ-রস-উদার-উচ্ছ্বাস ?
কে তুমি মা জল-স্থল,
মহান্ অনিলানল,
নক্ষত্র-খচিত নীল অনন্ত আকাশ ?
কে তুমি ? কে তুমি এই বিরাট বিকাশ ?

১১

কোটি কোটি সূর্য্য তারা
জ্বলন্ত অনল-পারা,
পূর্ণ-তৃণ-তরু-প্রাণী
মনোহরা ধরাখানি,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরে
কি মিলন পরস্পরে !
কি যেন মহান্ গীতি বাজিতেছে সমস্বরে !
চাহি' এ সৌন্দর্য্য পানে,
কি যেন উদয় প্রাণে !
কে যেন কতই রূপে একা লীলাখেলা করে !

১২

কেন, এর অন্যদিকে
যেন কিছু নাই ঠিকে,
পাপতাপ, হাহাকার, ঘোর ধুন্ধমার ?
কত গ্রহ উপগ্রহ
সূর্য্যে পড়ে অহরহ ;
কতই বিষম কাণ্ড ঘটে অনিবার ?

১৩

হয় তো এদিক হ'বে প্রলয়-প্রবণ ;
এদিকে যাইছে যাত্রী হইতে নিধন।
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে
প্রলয় ধেয়েছে রঙ্গে,
জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মরণ।

আপনি সময় হ'লে
সূর্য্য চলে অস্তাচলে,
আবার সময়ে হয় উদয় কেমন !

১৪

নিতি নিতি তরু লতা
নধর নূতন পাতা,
কেমন প্রফুল্ল আহা কুসুম সুন্দর !
ঝ'রে যায় পরক্ষণ
ব্যথিয়া নয়ন মন,
আবার তেমনি ফুল ফোটে থরে থর !

১৫

বিশ্বের প্রকৃতি এই,
একেবারে লয় নেই ;
এক যায়, আর আসে
তরুণ সৌন্দর্য্যে ভাসে।
মহাপ্রলয়ের কথা,
কি বিষম বিষণ্ণতা !
বিশ্ব গেছে, কান্তি আছে,—অনুভবে আসে না ;
দেহখানি ধ্বংস হ'লে কান্তিটুকু থাকে না।

১৬

তেমনি, এ বিশ্ব থেকে
কান্তি খানি দূরে রেখে,
চাও, বিশ্ব পানে চাও—
কিছু কি দেখিতে পাও ?—
কোথা তুমি, কোথা আমি,
কে তোর্ জগৎ-স্বামী ?
সূর্য্য চন্দ্র দিন রাত,
কিছু নহে প্রতিভাত।
কোথা ? কোথা ? কোথা তুমি বিশ্ব-বিকাশিনী !
এস মা ! ঘোরান্ধকারে তিষ্ঠিতে পারিনি।
তুমিই বিশ্বের আলো, তুমি বিশ্ব-রূপিনী।

১৭

এ বিশ্ব মন্দিরে তব
কিবে নিত্য নবোৎসব !
আনন্দে অবোধ ছেলে
বেড়াই হৃদয় ঢেলে।
কে তুমি মা বিশ্বেশ্বরী !
দাঁড়ায়েছ আলো করি ?
সদাই সম্মুখে দেখি, তবু তোরে চিনি না।
যখন যা আসে মনে
ডাকি সেই সম্বোধনে।
মা ছাড়া মায়ের কোন নাম আমি জানি না।

১৮

হ্যাঁ মা, এ কেমন ধারা,
ছেলে মেয়ে ভেবে সারা ;
যেন তারা মাতৃ-হীন,
খেদ করে রাত্রি দিন।
তুমিও তাদের দেখি, কোলে কোরে তুলে নাও।
স্নেহেতে স্তনের দুধ ক্ষুধা পেলে খেতে দাও।
আপন স্বরূপ নাম
বলিতে কেন গো বাম !
অবোধ শিশুর ধোঁকা নিজে কেন না ঘুচাও !

১৯

মা'র কোলে ব'সে কাঁদে,
কে মায়া, সে বাঁধে ধাঁদে ?
এটা যদি কর্ম্মফল,
তুমি কেন আছ, বল ?
বাছারা কাতর প্রাণে
চায় মা'র মুখপানে ;
যথার্থই সত্য যাহা
রহস্য রেখনা তাহা।
থেক না পরের মত।
দেখ মা, সংসারে কত

চারি দিকে কি যন্ত্রণা!
করে বল কে সান্ত্বনা!
সকল বিষয়ে যদি সদা তুমি উদাসীন,
বুঝিলাম আমরা মা যথার্থই মাতৃ-হীন।

২০

এত বড় কাণ্ডখানা,
বুদ্ধিতে না যায় জানা।
বাইবেল, কোরাণ, বেদ
মেটেনা মনের খেদ।
দর্শন শাস্ত্রের গাদা
কেবল বাড়ায় ধাঁদা।
যদি স্নেহ থাকে বক্ষে,
চাও সন্তানের রক্ষে,
অকৃতি অধমগণে করুণ নয়নে চাও।
আপন রহস্য মাত! আপনি খুলিয়া দাও।

২১

একি একি কেন কেন,
রসাতলে যাই যেন!
চমকি সকল তারা
যেন অনলের ধারা,
চাহিয়া মুখের পরে
কি বিকট ব্যঙ্গ করে!

কি ঘোর তিমির রাশি,
ফেলিল ফেলিল গ্রাসি!
চমকি বিদ্যুৎ ধায়,
গর্জ্জিয়া ধমকি যায়।
কি পাপ করেছি আমি,
কেন হেন অধোগামী!
হও অবোধের প্রতি
প্রসন্না প্রকৃতি সতী!
রহস্য ভেদিতে তব আর আমি চাব না।
না বুঝিয়া থাকা ভাল,
বুঝিলেই নেবে আলো।
সে মহাপ্রলয় পথে ভুলে কভু ধাব না।

২২

রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্ত্তিমান্,
রহস্যে বিরাজমান্ ভব।
ভাই বন্ধু কেবা কার,
রহস্যেই আপনার।
প্রেম, স্নেহ, সুত, দারা,
বায়ু, বহ্নি, সূর্য্য, তারা,
সকলি রহস্যময়।
এ ব্রহ্মাণ্ডে রহস্যই সব।

২৩

রহস্যই মনোলোভা
বিশ্বের সৌন্দর্য্য শোভা।
সুখের পূর্ণিমা রাতি,
চাঁদের মধুর ভাতি,
ফুলের প্রফুল্ল হাসি, ঊষার কিরণ,
সকলি কি যেন এক সাধের স্বপন!

২৪

রহস্য, মাধুরী মালা—
রহস্য, রূপের ডালা—
রহস্য, স্বপন বালা
খেলা করে মাথার ভিতরে;
চন্দ্রবিম্ব স্বচ্ছ সরোবরে।
কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে।
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

২৫

রহস্য, রহস্যময়;
রহস্যে মগন রয়।
খুঁজিয়া না পেয়ে তাকে
সবে 'মায়া' বোলে ডাকে।
আদরের নাম তাঁর বিশ্ববিমোহিনী।

মানবের কাছে কাছে
সদা সে মোহিনী আছে।
যে যেমন, তার ঘরে
তেমনি মূরতি ধরে।
শুনিয়াছি নিন্দা ঢের,
কিন্তু মায়া মানবের
সকলেরি আন্তরিক অতি আদরিণী।

২৬

ওত প্রোত সমবেত
কাহার ঐশ্বর্য্য এত।
কে তুমি মা মহামায়া,
বিরাট বিচিত্র কায়া!
দেখিতে বিহ্বল মন—
ভাবিতে বিহ্বল মন, কি রহস্যময়ী গো!
লভিতে তোমারে দেবী,
ও পরম পদ সেবি
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চির-পরাজয়ী গো!

২৭

নিশান্তের লাল লাল
তরুণ কিরণ জাল
ফুটাও তিমির নাশি সে নীল গগনে।

আহা সেই রক্ত রবি,
তোমারি পদাঙ্ক-ছবি !
জগতে কিরণ দেয়্ তোমারি কিরণে।

২৮

উদার—উদার দৃশ্য
এই যে বিচিত্র বিশ্ব,
পরিপূর্ণ-প্রেম-স্নেহ
কাহার বিনোদ গেহ !
কাহার করুণা রসে আর্দ্র দিন যামিনী !
কিনি এর অধিষ্ঠাত্রী অপরূপ রূপিণী !

২৯

আকাশ পাতাল ভূমি
সকলি, কেবল—তুমি।
এক করে বরাভয়,—
বিশ্বের নিয়তোদয় ;
নিয়ত প্রলয় হয় অন্য করতলে।
দশ দিকে পায় স্ফূর্ত্তি,
তোমার মহান্ মূর্ত্তি,
অনাদি অনন্ত কাল লোটে পদতলে !

৩০

প্রত্যক্ষে বিরাজমান্,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান,
তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা ;
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ,
মানব মনের তুমি উদার সুষমা।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥"

দ্বিতীয় সর্গ।

গোধূলি ও নিশীথে।

গোধূলি।

১

সুশান্ত গোধূলি বেলা!
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা।
চেয়ে দেখে কুতূহলে
সূর্য্য যায় অস্তাচলে,—
কেমন প্রশান্ত মূর্ত্তি, কোথায় চলিয়া গেল!
লাল নীল মেঘে মাখা,
কিরণের শেষ রেখা
আর নাহি যায় দেখা, আঁধার হইয়া এল।

২

বসিয়ে মায়ের কোলে
আদর করিয়া দোলে,
আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,
হয়েছে নূতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে!

৩

চিবুক্ ধরিয়ে মা'র
সুধাইছে বারেবার
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না!

দিগন্তের কালো গায়
মেঘ চলে পায় পায়,
চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না।

৪

সুশীতল সমীরণ,
কোথা ছিলে এতক্ষণ ?
জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী,
ফুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী।

৫

গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
যেন ঘুমে ঢুলু ঢুলু ;
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
মাঝিরা নিমগ্নমনে ঝুমুর্ পুরবী গায়।

৬

তিমিরে করিয়া স্নান
নিমগন দিনমান।
সীমন্তে সাঁজের তারা, মন্থরগামিনী
বিরাম আরামময়ী আসিছেন যামিনী।

নিশীথে।

১

রাতি করে সাঁই সাঁই,
জনঃপ্রাণী জেগে নাই,
বিচিত্র ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন !

বসেনি চাঁদের মেলা ;
মেঘেরা করে না খেলা ;
উদাস, আপন মনে চলিয়াছে সমীরণ !

২

প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন আমারে ডাকে ;
ভুলিবার নয়, তবু ভুলে যেন গেছি কা'কে।
মনে পড়ে—ছেলে-বেলা,
মা'র কাছে করি খেলা ;
মা আমার মুখপানে কতই স্নেহেতে চায় ;—
শিয়রে করুণাময়ী কা'র্ এ মূরতি ভায় ?

৩

নীরব নিশীথ রাত্রি,
নিদ্রা-মগ্ন ভূতধাত্রী,
নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে ছাদে প'ড়ে আছি একা ;—
সহসা শিয়রে আসি কে তুমি মা ! দিলে দেখা ?

৪

অপূর্ব্ব হয়েছে আলো,
অতি স্নিগ্ধ প্রভাজাল,
ভোরের তারার মত সুধা-ধারা মাখা গায় ;
এমন পবিত্র কান্তি,
এমন উদার শান্তি,
দেখিনি কখন আমি কোন দেবপ্রতিমায় !

৫

বিশদ বসন পরা,
সীমন্তে সিন্দূর জ্বলে,
অমায়িক মুখখানি, চক্ষুভরা স্নেহজল,
অলক্তে লোহিত পদ,
বিকসিত কোকনদ ;
ধীর সমীরে যেন অতি ধীর ঢল ঢল ;
পরশে পবিত্র ধরা,
কে তুমি মা, ধরাতলে ?

৬

হৃদয়, আজি রে কেন
আকুল হইলে হেন।
কতকাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ,
অতি কষ্টে আধ-আধ,
তাও যেন বাধ-বাধ,
প'ড়েও পড়ে না মনে ;—জীবনের কি অসুখ !
সে কাল-কালিমা টুটে
আহা কি উঠিছে ফুটে !
ফিরিয়া আসিছে৷ যেন হারাণো পুরাণ সুখ।

৭

চিনেছি, মা আয় আয় !
বিকাইব রাঙা পায় ;
তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে,

বিপদে সম্পদে রাখ,
অলক্ষ্যে আগুলে থাক ;—
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখপানে।

৮

নিদ্রায় আকুল হোলে
ঘুমাই তোমারি কোলে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় করি তোমারই স্তনপান ;
তুমি আছ কাছে কাছে,
তাই প্রাণ বেঁচে আছে ;
সর্ব্বদা সঙ্কট আছে,—সদা কর পরিত্রাণ।

৯

তুমিই প্রাণেতে পশি'
জাগায়েছ পূর্ণশশী,
কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পাই।
এত যে কঠিন ধরা,
বজ্জাতি বিষের ভরা ;
মনের আনন্দে আছি, অন্তরে যন্ত্রণা নাই।

১০

তোমারি কৃপায়, মাগো, তোমারি কৃপায়
তরঙ্গে জীবন-তরী সুখে চলে যায় ;
শুধু তোমারি কৃপায়।

তব স্নেহ মূলাধার,
এ দেহ বিকাশ তার ;
নির্ম্মল মনের জল তব মহিমায়,
মাত ! তব মহিমায়।

১১

বিপদ-সঙ্কুল মর্ত্ত্যে
মা'র বাছা রয়ে বর্ত্তে,
চারি বছরের ছেলে
কেন ফেলে স্বর্গে গেলে ?
আমি অতি শিশুমতি চিনিতে পারিনি গো !
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পূজিনি গো !

১২

হা ধিক্ ! এ দুনিয়ায়
প্রেতে শুধু পূজা পায়,
জীবিত থাকিতে প্রায় নাহি ভাঙে ঘুম !
কি জানি কিসের তরে
অন্তে পূজে আড়ম্বরে !
মনঃকষ্টে মৃত মা'র শ্রাদ্ধে বাড়ে ধুম্ !

১৩

দাঁড়াও চরণে ধরি,
প্রাণ ভোরে পূজা করি,
সুশীতল অশ্রুজলে ধুয়াইব শ্রীচরণ,

আজ আমার শুভদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন,
পূরাব প্রাণের সাধ, জুড়াব তাপিত মন।

১৪

পুনঃ পুনঃ চঞ্চল ;—
কোথায় যাইবে বল ?
হিমেল বাতাস কি গো ভাল লাগিছে না গায় ?
ঘরে কি মা যাইবে না,
ছেলে মেয়ে দেখিবে না ?
পাবে না কি বধূ তব প্রণাম করিতে পায় ?

১৫

ফেল'না চক্ষের জল,
কোথায় যাইছ, বল ?
এত দিনে দেখা দিলে কেন, মা জননী !
বলিবে কি কোন কথা আগে যা বলনি ?
মানব মনের কাছে
কত কি ঘুমা'য়ে আছে ;—
হায়! ওই পূর্ব্বদিক হইতেছে অরুণা !
বল গো মা বল বল, কা'র তুমি করুণা ?

তৃতীয় সর্গ।

প্রভাত ও যোগেন্দ্রবালা।

—※—

প্রভাত।

১

মধুর, মধুর, আহা, কে ললিত গায় রে!
প্রভাত প্রতিমাখানি প্রাণেতে জাগায় রে!
চারি দিকে গায় পাখী,
সে গান ছাইয়া রাখি
স্বরের লহরী কা'র আকাশে বেড়ায়!
উদয় অচলে আসি
শোনে উষা হাসি হাসি,
ঘুম্ ভেঙে ফুলরাণী চারিদিক্ পানে চায়।

২

মধুর মদির স্বর
উঠিতেছে তরতর,
অমিয়া-নিঝর যেন উথলি উথলি ধায়;
চারিদিকে সংগীতের কি এক মূরতি ভায়!

৩

স্বর-সংকলিত কায়া,
সঙ্গিনী রাগিণী জায়া,
পুণ্যাত্মা পুরুষ যেন সশরীরে স্বর্গে যান;
আকাশ বাতাস ভোরে উদার উঠিছে গান।

৪

সহর্ষ কেতকী-কুঞ্জ,
প্রফুল্ল চম্পকপুঞ্জ,
সোণার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ;
উল্লাসে মাঠের কোলে
তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামরগুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়।

৫

গন্ধবায়ু ঝুরুঝুরু,
কাঁপে তরুরেখা ভূরু
আরামে পৃথিবীদেবী এখনো ঘুমায় রে !
চলে মেঘ সারি সারি,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে বারি,
কণক-বরণী উষা লুকাল কোথায় রে !

৬

আবরি অরুণ-কায়া
দিকে দিকে মেঘমায়া,
বিচিত্র মেঘ-মন্দিরে কার এই রূপরাশি
অনন্ত কুসুম যেন ফুটিছে প্রাণেতে আসি !

৭

বেণু-বীণা-বাদ্যময়
স্থখ সমীরণ বয়,
হৃদয় স্বপনময়, নেত্রে কেন ঘুমঘোর,
সে শুভ রজনী বুঝি হয়নি এখনো ভোর !

যোগেন্দ্রবালা।

—※—

১

অধরে ধরেনা হাস,
আঁধার কেশের রাশ,
করুণ কিরণে আর্দ্র বিকসিত বিলোচন ;
প্রফুল্ল কপোলে আসি
উথলে আনন্দ-রাশি,
যোগানন্দময়ী-তনু, যোগীন্দ্রের ধ্যানধন।

২

পীনোন্নত পয়োধরে
কোটী চন্দ্র শোভা হরে,
বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, স্নেহে স্নিগ্ধ চরাচর,
আর্দ্রিয়া হিমাদ্রিমালা
সুরধুনী করে খেলা,
সুধাকরে
সুধা ক্ষরে,
পিয়া প্রাণে বাঁচে প্রাণী, অমর, দানব, নর।

৩

তরল-দর্পণ-ভাস,
দশ দিক সুপ্রকাশ ;
দশ দিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা
রাজে যেন ইন্দ্রধনু !
তোমার মতন তনু,
তোমার মতন কেশ,
তোমার মতন বেশ,
তোমারি মতন দেবী ! আনন-মধুরিমা।
তোমারি এ রূপরাশি
আকাশে বেড়ায় ভাসি ;
তোমার কিরণ জাল
ভুবন করেছে আলো,
গ্রহ তারা শশী রবি,
তোমারি বিম্বিত ছবি ;
আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি।
মোহিত হইয়া দ্যাখে ভক্তিভাবে ধরণী।

৪

অধরে ধরেনা হাস,
মনে ওঠে কি উল্লাস ?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে ?

ক্ষণে ক্ষণে অভিনব
মহান্ মাধুর্য্য তব!
কি যেন মহান্ গীতি বাজিয়াছে ঐক্যতানে।

৫

অমৃত সাগরে হাসে ঘুমন্ত জ্যোছনা জল,
আহা কি হৃদয়হারী বায়ু বহে অবিরল!
ফুলের বেলার কোলে
সুধীর লহরী দোলে,
অতি দূর দৃষ্টিপথে অতি ধীর ঢল ঢল;
ঈষৎ দোদুল্যমান্ প্রফুল্ল কমল বনে
কে তুমি ত্রিদিবরাণী বিহর আপন মনে?

৬

কে এঁরা সঙ্গিনী সব?
লোচনের নবোৎসব,
উদার অমৃত জ্যোতি, সুধাংশু-কলিত কায়া,
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া।

৭

আকুল কুন্তলজাল,
আননে অপূর্ব্ব আলো,
নয়ন করুণাসিন্ধু, মূর্ত্তিমতী দয়ামায়া;
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া।

৮

অমৃত সাগরে ভাসি,
মৃদুমন্দ হাসি হাসি
আদরে আদরে তুলি' নীল নলিনী আনি,
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা দুখানি।

৯

আমিও এনেছি বালা!
প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হ'য়ে পারিনি পরাতে গায়;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পায়।

চতুর্থ সর্গ।

নন্দন কানন।

১

দিগন্ত-ললাট-পটে সাধের নন্দন বন,
আধ আধ ঘুম্‌ঘোরে যেন কি দেখি স্বপন।
ফুটিয়াছে পারিজাত, যেন কত শুকতারা
উঠিয়াছে নীলাকাশে মাখিয়া সুধার ধারা।

২

অপূর্ব্ব সৌরভ ময়
কি সুখ সমীর বয়!
পুলকিত মনঃপ্রাণ, সাধ যায় দেখিতে,
কতই ফুলের গাছে
কত ফুল ফুটে আছে,
কতই হয়েছে শোভা সে ফুল-মাধুরীতে!

৩

না জানি কেমন তর
ফুলশয্যা মনোহর,
চিরফুল্ল ফুলদলে
চাঁদের হাসির তলে
কেমন ঘুমায় সুখে অমর অমরীগণ!

সমীরণ ঝুর্ ঝুর্
স্বেদলব করে দূর,
কেমন সুরভি শ্বাস, হাসি মাখা চন্দ্রানন!

৪

কিবে মন-মুগ্ধ-কারী,
কল্পতরু সারি সারি,
দাঁড়েয়েছে অতিথির পূরাইতে কামনা!
মধুর অমৃত ফল,
জ্যো'স্নাময় স্নিগ্ধ জল,
যা চাহিবে, অজচ্ছল, নাই কোন ভাবনা।

৫

কিছুই কামনা নাই,
মনে মনে ভাবি তাই,
কেন বা পশিতে চাই
দেবতার ঘুমাবার আরামের মরমে?
নির্জ্জনে দাঁড়ায়ে একা
ঘুমন্তের রূপ দেখা
দেখে, দিগঙ্গনাগণ শিহরিবে সরমে।

৬

ঘুমন্ত রূপের রাশি
নিজ তন্ত্র ভালবাসি।

দেখি ঘুম্ ভেঙে উঠে,
কি ফুল রয়েছে ফুটে!
কি এক আলোয়্ গৃহ আলো হয়েছে কেমন!
আলুথালু হয়ে প্রিয়া
আছে সুখে ঘুমাইয়া;
মুক্তদ্বার বাতায়ন,
ঝুরুঝুরু সমীরণ;
চাঁদের মধুর হাসি
আননে পড়েছে আসি,
বিগলিত কুন্তল
কি মধুর চঞ্চল!
মধুর মূরতি দেবী কি মধুর অচেতন!
নিমীলিত নেত্র দুটী যেন ধ্যানে নিমগন।

৭

কপোলে কমল শোভা,
কমলার মনোলোভা;
ভালে স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ী;
বিরাজেন্ সরস্বতী;
নিশ্বাসে ফুলের বাস;
অধরে জড়িত হাস;
দেখি—দেখি—যত দেখি দেখিবার বাড়ে সাধ;

মনঃপ্রাণ স্নেহে ভোর্ ;
নয়নে প্রেমের লোর্ ;
ঘুমন্ত নীরব রূপে না জানি কি আছে স্বাদ !

৮

আহা, এই মুখখানি,—
স্নেহমাখা মুখখানি,—
প্রেমভরা মুখখানি
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি, কে দিল আমায় !
কোথায় রাখিব বল—
রাখিবার নাই স্থল,
নয়ন মুদিতে নাহি চায় ;
হৃদয়ে ধরিতে না কুলায় !
প্রিয়ে, প্রাণ ভোরে দেখিরে তোমায় !

৯

উঠ, প্রেয়সী আমার—
উঠ, প্রেয়সী আমার !
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার !
উঠ, প্রেয়সী আমার।

১০

কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর !
প্রেয়সী আমার !
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার !

১১

তোমার পবিত্র কায়া,
প্রাণেতে পড়েছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া ; ভালবেসে সুখী হই ;
ভালবাসি নারী নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
ভালবাসি আপনারে, মনের আনন্দে রই।
প্রেয়সী আমার !
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার !

১২

তোমার মূরতি ধোরে
কে এসেছে মোর ঘরে ?
কে তুমি সেজেছ নারী ?
চিনেও চিনিতে নারি ;
উদার লাবণ্যে তব
ভরিয়া রয়েছে ভব ;
তুমিই বিশ্বের জ্যোতি ;
হৃদ্‌পদ্মে সরস্বতী ;
প্রেম স্নেহ ভক্তি ভাবে দেখি অনিবার !
প্রেয়সী আমার !
নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার !

১৩

ওই চাঁদ অস্তে যায়,
বিহঙ্গ ললিত গায়,
মঙ্গল আরতি বাজে, নিশি অবসান ;
উঠ, প্রেয়সী আমার !
তোমার আনন খানি
হেরিবারে উষা রাণী
আসিছেন আলো কোরে হাসিছে বয়ান।
উঠ, প্রেয়সী আমার, মেল, নলিন নয়ান।

১৪

ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য সেই প্রিয়া ! তোর্ প্রিয়মুখ,
হৃদয়ে রয়েছে জেগে দেব-সুদুর্ল্লভ সুখ !
শচীর ঘুমন্ত মুখ দেবরাজ ! দেখনি ?
মহাসুখে মহীয়সী আমাদের অবনী।

১৫

যে যুগে তোমরা জাগ, সকলেরি জাগরণ ;
এ যুগে নন্দন বনে সবে ঘুমে অচেতন।
আমাদের মর্ত্ত্য ভূমে
কেহ জাগে, কেহ ঘুমে ;
সূর্য্য যায় অস্তাচলে, রাত্রে হয় চন্দ্রোদয়।
এ চির-পূর্ণিমা-নিশি তেমন সুন্দর নয়।

১৬

সেই মুখ, শুভ মুখ,
সেই সুখ, পূর্ণ সুখ ;
অমরের অপরূপ স্বপ্ন সুখ নাহি চাই।
কে বলে ? "ধরার কাছে
কালের চাতর আছে ;
কালো কালান্তক মূর্ত্তি
আচম্বিতে পায় স্ফূর্ত্তি ;
রোগ শোক সঙ্গে তার,
চতুর্দ্দিকে ধুন্ধুমার ;
হিহি হিহি অট্ট হাসে
ঝলকে বিদ্যুৎ ভাসে ;
ঘোরঘট্ট চণ্ড রব,
আতঙ্কে নিস্তব্ধ সব ;
প্রভাতে তারার মত
কে কোথায় অস্তগত।"
এ সকল মিথ্যা কথা,
আকাশ-ফুলের লতা ;
প্রেমের আনন্দ ধামে মরণের ভয় নাই।

১৭

নবীন-নীরদ-কায়া,
কিবে শান্তিময়ী ছায়া !
কে যেন করুণাময়ী স্নেহে কোল দিতে চায় ;

ক্রীড়া করি রঙ্গভূমে,
বসি বসি ঢোলে ঘুমে,
অতি শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণী আপনি ঘুমায়ে যায়।

১৮

শীতান্তে বসন্ত কালে,
কচি পাতা ডালে ডালে
নূতন-নধর-তরু উপবন মনোহর,
নূতন কোকিল-গান
পুলকিত করে প্রাণ,
কি এক নূতন প্রাণে শোনে সুখে নারী নর!

১৯

এ চিরবসন্ত কাল
তেমন লাগেনা ভাল,
এরে যেন ভেঙে চূরে অন্য কিছু করা চাই।
অনন্ত সুখেরো কথা
শুনে, প্রাণে পাই ব্যথা;
অন্—অনন্ত নরকেও ততটা যন্ত্রণা নাই।

২০

পূর্ণ মহা মহেশ্বর,
বাক্য-মন-অগোচর;

নাহি প্রাণ, নাহি গাত্র,
সচ্চিৎ আনন্দ মাত্র ;
কার্য্য নন্, কর্ত্তা নন্,
ভোগ নন্, ভোগী নন্,
যোগীদের ধ্যানধন ;
ভবের হাটের সেই পাগ্‌লা রতন।
হাসির ভিতরে ওর
কি জানি কি আছে ঘোর্ !
বুঝা নাহি যায়, তবু ভালবাসে মন।

২১

কেবল পরমানন্দ
কি যেন বিষম ধন্ধ,
বিকল্পবিহীন দশা কি জানি কেমন !
মায়া আবরণ দিয়া
লোক চক্ষু আবরিয়া
আপনি অবোধ্য থাকা,
আপনে আপনা রাখা,
নিরলিপ্ত পাপ পুণ্যে,
থাকা শুধু শূন্যে শূন্যে,
সদাই কেবলি সুখ,
হা, কি কষ্ট, কি অসুখ !
জ্বালাতন—জ্বালাতন—
ঘোরতর জ্বালাতন ! কি বিষম জ্বালাতন !

২২

জ্বালা জুড়াবার তরে
এলেন নন্দের ঘরে।
নব কুতূহল ভরে মুখে হাসি ধরে না।
যশোদা কতই সুখে
নীলমণি করি বুকে
চুমো খান্ চাঁদ মুখে, ছেলে কোলে থাকে না।
বলে "দে না যশো মাই!
ক্ষীর সর ননী খাই।"
কাঁদো কাঁদো আধ বাণী
শুনে কেঁদে হাসে রাণী;
অঞ্চলে ধরিয়া তাঁর স্থির আর্ বাঁধে না।

২৩

ব্রজ বালকের যোটে
গোধন লইয়া গোঠে
বাজায়ে মোহন বেণু
কাননে চরান্ ধেনু।
সকলেই ভাই ভাই,
আনন্দের সীমা নাই।
যখন যে ফল পায়
কাড়াকাড়ি কোরে খায়;

এ দেয়্ উহার মুখে,
ও পড়ে উহার বুকে ;
কত কান্না, কত হাসি, কত মান অভিমান।
কোথায় আমার হায় সেই শাদা খোলা প্রাণ!

২৪

শারদ পূর্ণিমা নিশি ;
কি মধুর দশ দিশি !
অনন্ত কুসুমে সাজি
হাসে লতা-তরু-রাজি।
অখণ্ড-মণ্ডল চাঁদ,
প্রেমের মোহন ফাঁদ।
স্মরি সেই ব্রজবালা
আসি নটবর কালা
ধীর সমীরে
যমুনা তীরে,
জুড়াতে বিরহ জ্বালা সে পুলিন-বিপিনে
আদরে বাজান্ বাঁশী
ঢালিয়া অমৃত রাশি।
মনের, প্রাণের সাধে
বাঁশী বলে 'রাধে রাধে!
কোথায় মানিনী মোর! তোমা বিনে বাঁচিনে।
দেখা দাও অধীনে।'

২৫

নানা কথা ওঠে মনে ;
যাব না নন্দন বনে
যাই আমি ফিরে যাই সে কমলকাননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে।

পঞ্চম সর্গ।

অমরাবতীর প্রবেশপথ।

১

দৃষ্টিপথ-প্রান্তভাগে ওই কি অমরাবতী ?
মহান্ বিচিত্র মূর্ত্তি, কি উদার জ্যোতিষ্মতী !
অতি শুভ্র মেঘমাজে
সোণার কিরণে রাজে,
সহস্র ধারায় যেন বহে স্বর্ণ-স্রোতস্বতী।

২

অম্লান চাঁদের মালা
ঘেরে ঘেরে করে খেলা,
দূরে দূরে ইন্দ্রধনু কি সুন্দর সেজেছে !
অতি ঊর্দ্ধে শিরোভাগে
বিচিত্র পদার্থ জাগে ;
মৃদু মৃদু দেখা যায়,
মৃদুল কিরণ গায় ;
ঠিক্ যেন ছায়াপথ।
বিজয় পতাকা মত
দীর্ঘাঙ্গ আকাশে মেলে না জানি কি উড়েছে !

৩

মৃদুল মৃদুল তান
ভেসে ভেসে আসে গান,
সুদূর মধুর বাঁশী ভেসে ভেসে আসে, যায় ;
ইন্দ্রাদি অমরগণে
ঘুমায় নন্দনবনে,
পুরমাঝে কারা তবে মনের আনন্দে গায় ?

৪

শ্বেত শতদলময় এই কি প্রবেশপথ ?
হাসিয়া উঠেছে যেন মহাত্মার মনোরথ।
দু ধারে করিছে খেলা
যূথিকা চামেলি বেলা।
দু ধারে মন্দার তরু দূরে দূরে দাঁড়ায়ে।
কি পবিত্র-দরশন
দাঁড়ায়ে কন্যকাগণ !
আদরে তুলিছে ফুল কচি শাখা নুয়ায়ে।

৫

এই পথ দিয়া বুঝি সে সুধাংশুময়ীগণে
পূজিতে যোগেন্দ্রবালা গেছেন কমলবনে ?
লইয়া গেছেন কায়া
রাখিয়া মধুর ছায়া ?

তারাই কন্যকা বেশে
কল্পতরু-তলদেশে
করিতেছে ফুলখেলা বিকসিত আননে ?
সেই মুখ, সেই রূপ,
কি জীবন্ত প্রতিরূপ !
কে এঁরা অমরবালা এ অমর ভুবনে ?

৬

উড়ায়ে পদ্মের রেণু
ওই বুঝি কামধেনু
আসিছেন দুলে দুলে মন্থরগমনে ?
নন্দিনীর আলোকনে
হাম্বারব ক্ষণে ক্ষণে,
আপীনে অমৃত ক্ষরে, দোলে পুচ্ছ সঘনে।

৭

চিকণ কপিল গায়
দৃষ্টি পিছলিয়া যায়।
কিবে কৃষ্ণ শৃঙ্গ দুটী
বক্র-অগ্রে আছে উঠি !
মু-খানি রূপের ডালা ;
ভালে শুভ্র রোমমালা,

কি সুন্দর বাঁকা ছাঁদ!
মেঘে যেন ভাঙা চাঁদ।
ধেয়ে ধেয়ে কাছে গিয়ে যেন হাসি ধরে না।
নন্দিনী ঝাঁপায়ে গিয়ে
ঢুঁ মেরে পয়স পিয়ে,
স্থির হয়ে দাঁড়াইয়ে এক পাও সরে না।

৮

নন্দিনীর তাম্র গায়
চেটে চেটে চুমো খায়;
মানুষের মত আহা চুমো খেতে জানে না!
চক্ষু যেন পদ্মফুল,
স্নেহরসে ঢুলঢুল্।
কত যেন নিধি পেয়ে
চেয়ে চেয়ে দ্যাখে মেয়ে।
কেন গো আদর কোরে কোলে নিতে পারে না?

৯

ওঁরা বুঝি সপ্ত ঋষি
প্রভায় উজলি দিশি
অমর নগর হ'তে
আসিছেন পদ্মপথে?
রোমাঞ্চ-কিরণ-জালে যেন সপ্ত সূর্য্যোদয়।
স্নিগ্ধ-প্রাণা দিগঙ্গনা চমকিয়া চেয়ে রয়।

১০

তাম্র শ্মশ্রু, তাম্র জটা
বিতরে বিজলী-ছটা।
আনন্দ উছলে মুখে, লোচনে কি করুণা!
কি তপ্ত-কাঞ্চন-দেহ!
সর্ব্বাঙ্গে উদার স্নেহ।
কর-পদ-তল-আভা কি উজ্জ্বল অরুণা!

১১

মহেশের স্তোত্র গানে
যান ব্যোম গঙ্গা-স্নানে।
'হর হর মহেশ্বর!'
উঠিছে শঙ্কর স্বর।
তেজোময় সঞ্চরণে
পূত করি ত্রিভুবনে
সূর্য্য যেন তীক্ষ্ণ প্রভা সম্বরিয়া চলিল।
চির-পূর্ণিমার নিশি পুন হেসে উঠিল।

১২

কারা ওই কন্যাগুলি,
বাহুলতা তুলি তুলি

তরুদের কাছে কাছে
আদরে কুসুম যাচে ?
করপুট-ভরা-ফুল, কারো করে হাসে মালা।
কি যেন কামনা লাভে
গদ গদ ভক্তিভাবে
করি কলকোলাহল না জানি কি করে খেলা !

১৩

নূতন সুর স্বরে,
কি যেন গান করে,
কি যেন ভোরে সব হরষে গায় পাখী !
মধুর তানে তান ;
কাড়িয়া লয় প্রাণ।
হেরিতে ধায় মন, কেন বা ধোরে রাখি !

১৪

কে তোরা স্বর্গের মেয়ে,
জ্যোৎস্না-সলিলে নেয়ে,
কিরণ-বসন পরি আলু করি কাল চুল,
নক্ষত্রের শিব গড়ি,
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি,
অঞ্জলি পূরিয়া দিস্ প্রফুল্ল মন্দার ফুল ?

১৫

তোমাদের পানে চেয়ে
হৃদয় জড়িত স্নেহে,
চলিতে চলে না পা, চক্ষু ফিরে আসে না।
কই গো তোদের স্নেহ?
জিজ্ঞাসা কর না কেহ!
করেছে দারুণ বিধি
হেথাও কি সেই রিধি!
যে যাহারে স্নেহ করে, সে তাহারে চাহে না?

১৬

গাও আরো তুলে তান
ত্রিপুর-বিজয় গান!
পূজ পূজ ভক্তিভরে
ভক্তাধীন মহেশ্বরে!
তোদের করুন্ তিনি
শুভ বাঞ্ছা প্রফুল্লিনী!
যাই, বাছা, ফিরে যাই সে কমল কাননে;
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগ-ভোলা নয়নে!

ষষ্ঠ সর্গ।

কে তুমি ?

১

কে ওই, আসিছে পথে !
পারিজাত পুষ্পরথে ;
আগে আগে নভস্বান্
গায় আগমনি গান ;
চলিয়া আসেন যত
হেসে ওঠে পদ্মপথ ;
কে, কিরণময়ী বালা
ত্রিদিব করেছে আলা ;
কি কুতূহলিনী আহা চাহি চারি দিক্ পানে !

উদয় অচল হতে
আপনার গৃহপথে
আসে বুঝি উষারাণী ?
কি মধুর মুখখানি !
এমন সুন্দর মেয়ে দেখি নাই নয়ানে।
অথবা অমরাবতী
কোন পতিব্রতা সতী

অপূর্ব্ব প্রভাব ধরি,
আসিছেন আলো করি,
"মর্ত্ত্যের নির্ম্মল দিবা জীবলীলা অবসানে?"

২

তাই বুঝি পুরমাঝে
সুমঙ্গল শঙ্খ বাজে
কন্যাগণ, বুঝি তাই
আনন্দের সীমা নাই
আদরে আদরে আসি করে শুভ আবাহন?
আহ্লাদে আপনা ভুলে
হেলে দুলে ঢুলে ঢুলে
বরষি মন্দার-ধারা পূজা করে তরুগণ?

৩

চাহিয়া উঁহার পানে
কি যেন বাজিল প্রাণে,
কতই স্মরণ করি স্মৃতিপটে ফোটে না;
অকারণ কি কারণ
কেঁদে কেঁদে ওঠে মন!
এই যে কি স্বপ্ন দেখে
চমকিয়া ঘুম্ থেকে
উঠিলাম;
ভাবিলাম;
হায় সে স্বপন কেন আর্ মনে পড়ে না!

৪

এস এস শুভাননা,
সুমঙ্গল-দরশনা!
কাহার সুকন্যা তুমি, কার শুভ ঘরণী?
কি খেদে মানিনী সতী!
ত্যজেছ প্রাণের পতি?
এসেছ অমরপুরে কাঁদাইয়া ধরণী!

৫

কেন পতিব্রতা মেয়ে!
আমারও পানে চেয়ে
করুণনয়নে তব ভরিয়া আসিল জল?
আহা, সমসুখীদুখী,
অকলঙ্ক-শশি-মুখী!
ত্যজেছ মানবী-কায়া,
ত্যজনি মানব-মায়া!
তোমাদেরি আশীর্ব্বাদে বেঁচে আছে ভূমণ্ডল।

৬

আমি ভূমণ্ডলবাসী,
স্বর্গেতে বেড়াতে আসি,
করি নাই ভাল কাজ;
মনে মনে পাই লাজ;
এখানে সকলি যেন স্বপনের রচনা।

ফল ফুল তরু লতা,
পরস্পরে কহে কথা ;
অমৃত-সাগর-কূল
অপরূপ ফুলেফুল ;
বেড়ায় অমরবালা,
কি যেন সুধাংশুমালা
হইয়াছে মূর্ত্তিমতী ;
অঙ্গে কি মধুর জ্যোতি !
কিবে কালো কেশরাশি, বিকসিত-আননা !

৭

আসা, এই কলেবরে
সাজে কি এ লোকান্তরে ?
তোমায় করুণারাণী ! সুমধুর সেজেছে,
স্বর্গের শোভার মাঝে কি শোভাই হয়েছে !

৮

আমারই বিড়ম্বনা,
কি ঘটিতে কি ঘটনা ;
রক্ত মাংস দেহখানা কেহ চেয়ে দেখে না !
জীবন্ত মানুষ হেথা দেখিতেই চাহে না।

৯

পদে পদে বাঁধা পাই,
তবু স্নেহে ধেয়ে যাই ;

আপনার ভাবে ভুলে
কহি আমি প্রাণ খুলে
মধুর উজ্জ্বল ভাষা,
পরিপূর্ণ-ভালবাসা।
বুঝি কি কিম্ভূত ঠ্যাকে,
মুখ পানে চেয়ে দ্যাখে,
সদয়-হৃদয়ে কেহ ধীর হয়ে শোনে না;
বুঝিতেও পারে না;
কোন কথা কহে না।

১০

স্বর্গেতে অমৃত সিন্ধু,
পাই নাই এক বিন্দু;
সাধ্বী পতিব্রতা সতী!
সুখেতে মা কর গতি!
তব অশ্রুকণাটুকু অমৃত-অধিক ধন
পেয়ে, এ অদ্ভুত লোকে জুড়াল তৃষিত মন।

১১

আজি মা অভাবে তব
ধরাধাম নিরুৎসব,
শ্রীহীন মলিন পতি বুঝি প্রাণে বেঁচে নাই;

বাছারা শোকের ভরে
কি যে হাহাকার করে,
কল্পনা করিয়া আমি ভাবিতেও ভয় পাই।

১২

থাক্ পৃথিবীর কথা ;
যাও তুমি পতিব্রতা !
সতীরা যে লোকে যায়
পদ্মফুল ফোটে তায় ;
সতী-পদ-পরশনে
জ্যোতি ওঠে ত্রিভুবনে ;
অকলঙ্ক রূপরাশি,
অমায়িক মুখে হাসি,
কি এক পদার্থ আহা !
পশুরা জানে না তাহা।
নির্ব্বিকার অন্তরে
পুণ্যবানে ভোগ করে,
ভোগ করে অতি সুখে সুরবালা সখীগণ ;
আজি মা তোমায় পেয়ে, কি আনন্দে নিমগন,
কি আনন্দে কাছে আসি করিছেন আবাহন !

১৩

দেখ, চারি দিকে তব
কত যেন মহোৎসব !

আনন্দে উন্মত্ত প্রায়
অধীর সমীর ধায় ;
তরু সব ফুলেফুল,
কি আনন্দে ঢুল্ঢুল্ !
কতই হরষ ভরে
লতা সব নৃত্য করে !
উথলে অমৃত সিন্ধু ;
অদূরে হাসিছে ইন্দু ;
দিব্য-মূর্ত্তি ছেলেগুলি,
হেসে করে কোলাকুলি,
তোমার রথের পানে মুগধ নয়নে চায়।
কা'দের সাধের ধন ! আয়, তোরা বুকে আয় !

১৪

ওই শুন ওই শুন
আঘোষে তোমার গুণ
পুরমাঝে উঠিয়াছে কি মধুর বাজনা !
শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনি, আগমনি গাহনা।

১৫

ফেলে কোথা চলে যাও,
চাও গো মা ফিরে চাও !
একবার প্রাণ ভোরে হেরি তোর্ মুখখানি !
ফের্ এ আনন্দধামে কেন কেঁদে ওঠে প্রাণী ?

১৬

আর্—কি করি হেথায়!
একটুও যে সুখে সুখী,
একটুও যে দুখে দুখী,
অমরের অমরায় ওই সে চলিয়া যায়!
কি করি হেথায়!

১৭

মনে করি ধীরে ধীরে
পদ্মবনে যাই ফিরে,
নির্জ্জনে গাঁথিয়া মালা,
পূজিগে যোগেন্দ্রবালা ;
ফিরেও ফিরিতে নারি, কি যেন আটকে পায়।
কি করি হেথায়!

১৮

এলেম যাদের পাশে,
কই তারা ভালবাসে,
বুঝে না মনের ব্যথা,
একটীও কহে না কথা ;
তবু এ পাগল প্রাণ কেন রে তাদেরি চায়!
কি করি হেথায়!

১৯

না জানি কি ফুল দিয়া
গড়া, এ আমার হিয়া,
আপন সৌরভে কেন আপনি পাগল প্রায়।
কি করি হেথায়!

২০

গাও সুমঙ্গল গান!
জুড়াও সতীর প্রাণ!
মহান্-পবিত্র-আত্মা কে তোমরা পুণ্যশ্লোক,
অভয় অশোক হয়ে ভোগ কর সুরলোক?

২১

নন্দন কানন-কোলে
ঘুমায় স্বপন-ভোলে,
ঘুমান্ দেবতা সব!
কলিযুগ অভিনব।
চল অভিনব মনে
সরস্বতী দরশনে।
জাগ্রত দেবতা তিনি
সদানন্দে সুহাসিনী।
অমৃত সাগর জল
পদতলে ঢল ঢল।

দিগঙ্গনা দিকে দিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে।
বাতাসে বাঁশীর স্বরে
প্রাণ খুলে গান করে।
আপনি আকাশ মাঝে
কি মধুর বীণা বাজে!
হৃদয় ভেদিয়া ওঠে স্তোত্রগীতি অনিবার।
প্রেমের প্রফুল্ল ফুলে শ্রীচরণ পূজি তাঁর।

২২

মনের মকুর তলে
শশী যেন স্বচ্ছ জলে,
ভুবনমোহিনী মেয়ে
আপনার পানে চেয়ে
আপনি বিহ্বলা বালা
কে তুমি করিছ খেলা?
তুচ্ছ করি স্বর্গসুখ,
উথলি উঠিছে বুক।
মধুর আবেগ ভরে
মধুর অধীর করে।
চমকি চৌদিকে চাই,
তোমা বই কিছু নাই।

ত্রিভুবন তুমি মাত্র!
দেখিতে শিহরে গাত্র;
ধরিতে, অধীর মন;
কি পবিত্র কি মহান্ কি উদার রূপরাশি!
অহো! কি ত্রিতাপ-হারী জীবন-জুড়ান হাসি!

২৩

অয়ি—অয়ি সরস্বতী!
তব পাদপদ্মে মতি
নির্ম্মলা অচলা হয়ে থাকে যেন চিরদিন!
সেই বিজয়ার দিনে
বাজায়ে প্রাণের বীণে,
ভরি ভরি দুনয়ন
তোর এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন!

সপ্তম সর্গ।

মায়া।

১

একি, একি, একি মায়া !
সম্মুখে মানবী কায়া
অমরার দ্বার হ'তে
আসিছেন পদ্মপথে,
কালো রূপে আলো করে কার্ কুলকামিনী ?
বিগলিত কেশপাশে
মতীয়া মল্লিকা হাসে,
নলিন-নয়না সতী মৃদুমন্দগামিনী।
নাচে মা'র কোল পেয়ে
ভুবনমোহিনী মেয়ে,
নাচে কালিকার কোলে স্বর্ণলতা দামিনী।

২

ফিকি ফিকি হাসি মুখে,
পয়োধর পিয়ে সুখে ;
চোকেতে কি কথা কয়,
নারী বুঝে, নরে নয়।

মায়ে ঝিয়ে হাসিখুসি,
মূর্ত্তি কিবা অকলুষী!
দেখিতে দেখিতে, কই, কোথায় মিলিয়ে গেল!
এ মায়া, কাহার মায়া, কেন গেল, কেন এল!

৩

উড়িছে পদ্মের রেণু,
ফের্ কেন কামধেনু?
মায়ের কোলের কাছে
নন্দিনী দাঁড়ায়ে আছে।
কি সুন্দর দরশন!
রূপে আলো পদ্মবন।
এরাই কি মায়া কোরে
মানুষের মূর্ত্তি ধোরে
করিল কুহক-খেলা?
দিবসে চাঁদের মেলা,
সব যেন জ্যো'স্নাময়,
নক্ষত্র ফুটিয়া রয়,
চেয়ে দেখি, কিছু নয়; যে দিন, সে দিন।
মায়াবী মূরতি ধরে নবীন নবীন!

৪

কি দেখে আমার মুখে
মায়ে ঝিয়ে হাস সুখে?
অতিথি জনের প্রতি কৃপা বুঝি হয়েছে?
আননে নয়নে তাই স্নেহ ফুটে রয়েছে।

৫

যখন প্রথম দেখা,
কোথা থেকে এলে একা
পীতাভ-সুনীল-বর্ণা এই পদ্মপথ মাঝে,
চন্দ্রমানণ্ডলে যেন শশাঙ্ক-শ্যামিকা সাজে।

৬

গতি কিবে শুভঙ্করী,
সুধীর তরঙ্গে তরী,
আধ আধ মাতোয়ারা!
লোচনে আনন্দধারা।
স্নেহ রব করি করি,
দুনয়ন ভরি ভরি
দেখিতে দেখিতে আসি মিলিলে নন্দিনী সনে।
জুড়াল নয়ন মন তোমাদের দরশনে।

৭

সাধ গেল ধেনুধন্যে!
কোলেতে দেখিতে কন্যে।
তাই কি মানবী রূপে পূরালে সে বাসনা?
আজি আপনার কাছে
আরেক প্রার্থনা আছে,

পূর্ণ কর সেই আশা ;
যে জন্যে এ স্বর্গে আসা,
অন্তর্যামিনী দেবী বুঝিতে কি পার না ?

৮

জান না কি অয়ি মুগ্ধে !
তোমারি অমৃত দুগ্ধে
জীব-সঞ্জীবনী বিদ্যা লভেছে অমরগণ ?
দুর্নিবার কালবশে
অভিভূত মহালসে,
ঘোর নিদ্রা নিমগন ;
তবু দ্যাখ দ্যাখ, আহা, কি সতেজ, সচেতন,
মুখে কি জীবন্ত প্রভা ! উজলে নন্দন বন।

৯

ওই পয়োধারা ধরি,
তপ, জপ, যজ্ঞ করি
মানব দানব রক্ষ কেবা কি না পেয়েছে !
আমি গো সামান্য নর,
প্রার্থনা সামান্য তর,
তাও কেন এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে ?

১০

এস, স্বর্গ-কামধেনু !
ওই শুন বাজে বেণু !
কে যেন ডাকিছে মোরে, অমরার ভিতরে

চল যাই ধীর্ ধীর্,
আমাদের পৃথিবীর
দেখি সাধ্বী সাধু সব কি আনন্দে বিহরে।

১১

কেন গো কপিলা মেয়ে!
র'লে মুখ পানে চেয়ে?
অসম্ভব শুনে যেন
অবাক্ হইলে, কেন?
আহা, অমরপুরে বুঝেছি পাবনা স্থান
এ দেহে থাকিতে প্রাণ!

১২

মনে মনে ভাবি তাই,
দেখে শুনে চলে যাই;
তাও তুমি নও রাজি।
আমায়, মানবী সাজি
কেন স্তোভ দিতে চাও,
দাও—পথ ছেড়ে দাও!
তুমি তো শ্রীমতী সতী!
অমরার দ্বারবতী;
প্রার্থীর প্রার্থনা তুমি পূরাতে পার না?
কামধেনু নাম তবে
জগতে কেমনি রবে?

আসিয়াছি নদীতীরে
নামিতে দিবে না নীরে,
তৃষায় ফাটিবে বুক ? অহো একি যাতনা !

১৩

এখন বল কি করি
হে গোধন-কুলেশ্বরী !
অথবা, তোমার চেয়ে
সদয়া তোমার মেয়ে ;
তোমায় নন্দিনী রাণী !
আতিথেয়ী বোলে জানি ;
প্রভাব যে কি বিচিত্র
বুঝেছেন বিশ্বামিত্র।
কর গো কাতর প্রতি কৃপাবলোকন !
নিদয় হ'য়ো না দেবী মায়ের মতন।

১৪

এই স্বর্গে বিনা দোষে
এই কপিলার রোষে
অপুত্রক হইলেন দিলীপ নৃপতি।
বড় ব্যথা পেয়ে মনে,
বশিষ্ঠের তপোবনে

হয়ে তব অনুচর
সেবিলেন নিরন্তর
ওই পাদপদ্মে রাখি দৃঢ় রতি মতি।

১৫

তাঁরে তুমি চন্দ্রাননে,
আহা, সেই শুভক্ষণে
বর দিয়া হিমালয় গিরির গহ্বরে,
প্রসন্না করুণাময়ী
দিলে পুত্র ইন্দ্রজয়ী
রঘুবংশ-প্রতিষ্ঠাতা রঘু বীরবরে।

১৬

ছাড়ি সে পৃথিবীপুর
আসিয়াছি অতি দূর,
তোমাদের কাছে সতী!
দেখিতে অমরাবতী।
পূর সেই মনস্কাম,
দেখাও অমরধাম!
সজ্জন-সঙ্গতি কারো হয় না বিফল।
ফিরে গিয়া হেথা হতে
কি কব সে ভূভারতে?
আমাদের মাতৃভূমি
দেখিয়া এসেছ তুমি।

কি আছে এ অমরায়,
সকলে জানিতে চায়।
তাঁহাদের সে কৌতুকে
পূর্ণ করি কি যৌতুকে ?
তোমাদের স্নেহ ভিন্ন কি আছে সম্বল ?

১৭

নানা-রত্ন-ময় তনু
অত্যুদার ইন্দ্রধনু
আহা এ তোরণ যার সুন্দর এমন !
অমরার অভ্যন্তর না জানি কেমন !

১৮

চল, দেবি, লয়ে চল ;
অপরাধ থাকে, বল !
ক্ষমাশীল বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনী !
যা এল সরল মনে
নিবেদিনু শ্রীচরণে,
হেথাকার রীতি নীতি স্তব স্তুতি জানিনি।

১৯

এই যে প্রসন্নমুখী,
অতিথি করিতে সুখী

আনন্দে আসিতেছিলে ;
হেসে পথ ছেড়ে দিলে ;
সহসা কল্যানী, কেন বিরস-বদন ?
পদ্মপথে পদ্মবনে
গতি রোধ কি কারণে ?
ওকি ও ? কপিলা ! কেন করিছ বারণ ?

২০

দিলীপের ভাগ্যবলে
কপিলা পাতাল তলে
বদ্ধ ছিল, বুঝি তাই
বাধা দিতে পারে নাই।
আমার কপালে আজি
উলটিয়া গেল বাজি,
কিছুতেই হইল না আশার সুসার।
কপিলে, কি দোষ আমি করেছি তোমার ?

২১

ক্ষুদ্রের নিকট-গামী
প্রার্থী নহি দেবী আমি।
ছোট বড় কারো কাছে
কেহ যেন নাহি যাচে।
হায় মানুষের মান স্বর্গেতেও জানে না !

মর্য্যাদা মানিনী মেয়ে,
নির্জ্জনে তাহারে পেয়ে
যা খুসি তাহাই করে।
ধিক্ কাপুরুষ নরে!
আপন মেয়ের মত কেন মনে ভাবে না ?

২২

মর্য্যাদা সরলা সতী,
কি সুন্দর জ্যোতিষ্মতী !
আসি মানবের ঘরে
ত্রিকুল পবিত্র করে।
আহা, সেই অভয়ার
দরশন কি উদার !
হাসি হাসি কি আনন,
কি প্রফুল্ল বিলোচন !
আনন্দ-রতন বক্ষে,
পূর্ণচন্দ্র শুক্লপক্ষে !
জ্যো'স্নায় জগৎ যেন পেয়েছে নূতন প্রাণ।
অনুরক্ত ভক্তগণে আনন্দে করিছে ধ্যান।

২৩

মানবে করুণা তিনি
সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী।

সর্ব্বাণী পরাৎপরা,
অন্তরাত্মা আলোকরা।
ভাক্ত ভক্তে নাহি বুঝে,
হৃদয়ে না পায় খুঁজে।
অভিন্ন পদার্থ, আহা!
ভাবিতে পারে না তাহা।
ভেবে তাঁরে ভিন্ন জন
করে এসে আক্রমণ।
কি পাতক, কি যে হানি,
বুঝে না তা ক্ষুদ্র প্রাণী।
কদর্য্যের কি অকার্য্য,
অমর্য্যাদ কি অনার্য্য!
নীচাশয় নরলোকে দেখে চটে গেল প্রাণ।
সে ঘোর নরক, তায় জুড়াবার নাহি স্থান।

২৪

উদার স্বরগ ধাম,
এও তার প্রতি বাম!
কোথায় দাঁড়াই বল,
দাঁড়াবার নাই স্থল।
পশিব মনের বলে এ অমরপুরীতে।
আপনি উথুলে যদি
বেগে ধেয়ে নামে নদী,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তার, কার সাধ্য রুধিতে?

২৫

থাক্ মায়াবিনী গাভী !
সকল দেবতা পাবি,
পাবিনি আমায়।
দেবতা দেখিতে ভাল,
তাই তোর লাগে ভাল।
মায়া দুগ্ধ পানে তোর,
তারাও নেশায় ভোর্।
যে জন যেমন, বিধি তেমনি মিলায়।

২৬

যোগাতে তোমার মন
বলি দিলে এ জীবন,
নষ্ট হবে পরকাল।
ছিঁড়ে ফেলি মায়াজাল।
হয়ে তোর ভেড়া ভেকা
বৃথাই বাঁচিয়া থাকা।
থাকিব আপন মনে।
যাব না নন্দন বনে।
ছাড়ো অমরার দ্বার।
দেখি আমি একবার
কি উদার, কি সুন্দর কাণ্ড হয় ভিতরে।

ওই যে পবিত্র প্রভা,
কাঁদের অঙ্গের আভা ?
অহো কি পবিত্র গান,
কি মধুর স্বর তান !
বেণু-বীণা-বাদ্যময়
কি স্থখ সমীর বয় !
পিয়াসী নয়ন মোর ;
চরণে কি দিল ডোর !
নিঠুর কপিলা ! তোর হাসি কেন অধরে ?

২৭

আজি এ জন্মের মত
ছাড়িলাম পদ্মপথ।
সীমা মাড়াব না আর
কুহকিনী কপিলার।
পয়োধর দিয়া মুখে
সাধের স্বপন স্থখে
দেবতা দিগের মত
অঘোরে ঘুমাব কত ?
যেথায় দু চক্ষু যায় সেই দিকে চলে যাই।
কপিলার কাছে আর একটুও দাঁড়াতে নাই।

২৮

যে ফুল ফুটেছে প্রাণে,
মেরে ফেলি কোন্ প্রাণে ?
দিয়ে যাই কারো তরে সারদার চরণে।
হৃদিফুল রাঙা পায়,
আপনি পৌঁছিয়া যায়।
অম্লান, মরণহীন,
শোভা পায় চিরদিন।
সৌরভেতে কুতূহলী
গুঞ্জরি বেড়ায় অলি।
কতই কমল শোভে সে কমল কাননে।
ফুটেছে সকলি এর
মহামনা মানবের
অত্যাদার ভাবে ভোর্ শুভ অন্তঃকরণে।

২৯

তাঁহাদের পরকাল
পবিত্র আলোয় আলো।
দেহ ছেড়ে প্রাণ গেছে
তবুও আছেন বেঁচে।
তেমনি আনন্দভরে
বেড়ান্ ধরণীপরে।

কিবা হাসি হাসি মুখ,
প্রাণভরা কত সুখ !
শুনে সে মুখের কথা
দূরে যায় সব ব্যথা।
নিমেষে জগৎ এক এনে দেন্ নয়নে,
ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যাই, মজি সুখস্বপনে।
স্বপনের চরাচর
উদার—উদারতর !
যথার্থ মরণহারী সারদার শ্রীচরণ।
কি ছার অমর এরা, ঘুমে ঘোর্ অচেতন।

৩০

কি ছার্ কপিলা বুড়ী !
দাঁড়ায়েছে পথ যুড়ি,
অমরাবতীর ভেদ
করিতে দিবে না, জেদ্।
না জানি পুরীর মাজে
কি ব্যাপার, কে বিরাজে।
দ্বার থেকে দেখে দেখে পূরো জানা গেল না।
পারিজাত পুষ্পরথে
আসি এই পদ্মপথে,
সতী, সেই প্রবেশিল, আর ফিরে এল না !

৩১

এখনো সে মুখখানি
হেরিতে আকুল প্রাণী।
নাহি জানি কি সম্বন্ধ আছে তাঁর সনে।
যতই ভুলিতে চাই, তত পড়ে মনে।

৩২

কপিলা! দুয়ার ছেড়ে দিবে না আমায়?
কি দিয়া বাঁধানো বুক?
বুঝ না পরের দুখ।
নিতান্তই গাভী তুমি, কি কব তোমায়!

৩৩

এই যে ফুটিছে প্রাণে সে শুভ কমলবন,
রাজিছে তাহার মাঝে সেই রাঙা শ্রীচরণ!
যতই আসিছে ধ্যান,
ততই ধাইছে প্রাণ।
দূরে কে ডাকিছে যেন,
বৃথায় হেথায় কেন!
চলিলাম খোলা প্রাণে সে কমল কাননে।
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে।

অষ্টম সর্গ।

শশিকলা, স্থির সৌদামিনী ও বীণা।

শশিকলা।

১

দিকে দিকে কুঞ্জবন, পাখী সব করে গান,
ফুটেছে বাসন্তীফুল, মন্দাকিনী কানেকান্।
অনন্ত যৌবন ঘটা,
তরল রজত ছটা,
আনন্দে লহরীমালা খেলিছে খুলিয়া প্রাণ।

২

গোলাপ ফুলের তরী ভাসি ভাসি চলি যায়।
খসি পড়ি শশিকলা ঘুমায়ে রয়েছে তায়।
আলুথালু চুলগুলি
বাতাসে খেলায় খুলি,
ফুটেছে মনের হাসি অমায়িক আননে।
চাঁদের সাধের বাছা, কি দেখিছ স্বপনে!

স্থির সৌদামিনী।

—※—

৩

মেঘের মণ্ডলে পশি
খেলা করে কে রূপসী,
যেন সুরধুনী ব্যোমকেশের মাথায়।
ফাটিয়া ফাটিয়া জটা
রূপের তরঙ্গ ছটা
উথলি উথলি পড়ি চমকি মিলায়?

৪

নীরদ-নন্দিনী ইনি,
নাম স্থির সৌদামিনী,
সুখে লজ্জাবতী কন্যা খেলে আপনার মনে।
পাছে কেহ দ্যাখে তাকে,
সদাই লুকায়ে থাকে
স্ফটিক জলের ঘরে মেঘের নিবিড় বনে।

৫

আপনার রূপরাশি
দ্যাখে মেয়ে হাসি হাসি,
আননে লোচনে আহা আনন্দ ধরে না!

দিয়েছে তাহারে বিধি
কি যেন নূতন নিধি,
দ্যাখে সুখে আঁখি ভরি, দেখাতে চাহে না।

৬

কহে সে রূপের কথা
সঙ্গিনী সোণার লতা
হরষে চঞ্চলাবালা ছুটিয়া গগনে।
স্থির সৌদামিনী কভু পড়েনি নয়নে।
আমি দেখেছি স্বপনে।

৭

সে শান্ত মাধুরীখানি
ভাবিয়া জুড়ায় প্রাণী,
বলিতে বিহ্বল বাণী
আঁকিতে পারি না,
হায়, দেখাই কেমনে!
ঘুমন্ত প্রশান্তভাবে ভাব মনে মনে!

বীণা।

৮

বীণা! তু বিচিত্র মেয়ে;
সবে তোর মুখ চেয়ে,
তুমি কি না মন্দাকিনী-তরঙ্গে ঝাঁপায়ে যাও?

হাসে মুখ, নাচে চুল,
কচিমুখী পদ্মফুল!
সমীরের সঙ্গে সঙ্গে কি গান গাহিয়া ধাও!

৯

তোর গানে ঢেলে প্রাণ
কিন্নরে ধরেছে গান।
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, তুমি তার দামিনী;
চমকে সপ্তমে স্বর,
তত্তর্ তত্তর্
উধাও উধাও ধাও, কোথা যাও জানিনি।

১০

ধীর সমীর হতে সংগীত অমৃতক্ষরে;
প্লাবিত তৃষিত প্রাণ সুধীর সুস্নিগ্ধ স্বরে।
নিদাঘের রৌদ্রে দগ্ধা জুড়াইতে পৃথিবীরে
বরষা-নিশার বারি পড়ে যেন সুগম্ভীরে।

১১

কিবা নিশা দিনমান,
প্রাণে লেগে আছে তান।
সুস্বপ্ন-সংগীতময়ী স্বরগের কাহিনী।
মধুর মধুর চির-পূর্ণিমার যামিনী!

কিন্নর-গীতি।

—※—

[রাগিণী কালাংড়া—তাল ঝাঁপতাল।]

মধুর—মধুর তোর রূপ
যামিনী !
হরষে হরষময়ী শশি-সোহাগিনী।
তারকা-কুসুম-বনে
খেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী।

নীল আকাশ তলে
স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে
আকাশ-গঙ্গার জল
করিতেছে ঢলঢল,
কালের জটার জালে দোলে মন্দাকিনী।

হাসিয়া উঠেছে কূল,
ফুটেছে মন্দার ফুল,
হরষে অমরবালা
চারিদিকে করে খেলা,
এ খেলা তোমার খেলা ; তুমি মায়াবিনী।

বাসবের সাড়া পেয়ে
চমকি দামিনী মেয়ে
পালাল সোণার লতা
ধাঁধিয়া চোকের পাতা
সহস্র লোচনে চান্
আর না দেখিতে পান্।
কোথায় লুকাল হায় নীরদনন্দিনী!

পাতালে বাসুকী ফণী
ছড়ায় মস্তক-মণি,
দু একটী শূন্যে ছুটে
উঠেছে আলোক ফুটে,
এমন মাণিক আর কোথাও দেখিনি।

মরুত বিহ্বল প্রায়
অধীরে চলিয়া যায়,
দাঁড়াইয়ে দিগঙ্গনা,
কি উদার দরশনা!
গভীর প্রশান্তমনা কার সীমন্তিনী।

নীরব ধরণী রাণী,
হাসিছে আনন খানি,
বিগলিত কেশপাশে
কতই কুসুম হাসে
নাচিছে আহ্লাদে মেয়ে গিরি-নির্ঝরিণী।

সাগর লাফায়ে ওঠে
উল্লাসে উন্মত্ত ছোটে,
আকাশ ধরিতে ধায়
কি জানি কি দেখে তায়,
উল্লাসে চমকে গায় চঞ্চল চাঁদিনী।

হিমাদ্রি-শিখর পর
হাসিছে মানস সর,
মধুর মোহিনী বালা
মুকুরে মূরতি খেলা,
মধুর মাধুরীযন্ত্রে
করেছ মায়ার মন্ত্রে
আকাশ পাতাল একাকার একাকিনী।

নবম সর্গ।

আসনদাত্রী দেবী।

—※—

গীতি।

[রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালী।]

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার)
কি হ'ল কি হ'ল রে অন্তরে !
ভ্রমি ত্রিভুবন মন
করে কার্ অন্বেষণ,
কাতর নয়ন কার তরে !
ত্যজি এই মর্ত্ত্যভূমি,
কোথা চ'লে গেলে তুমি
কি জানি কি অভিমান ভরে।

১

তোমার আসনখানি
আদরে আদরে আনি,
রেখেছি যতন কোরে, চিরদিন রাখিব ;
এ জীবনে আমি আর
তোমার সে সদাচার,
সেই স্নেহ-মাখা মুখ পাশরিতে নারিব।

২

সাক্ষাৎ আমার প্রাণ
'সারদামঙ্গল' গান,
অসম্পূর্ণ পড়েছিল, যেন মরে গিয়েছে ;
বেসুরা বীণার মত
জানি না কি দশা হ'ত !
তোমারি আদরে দেবি ! ফিরে প্রাণ পেয়েছে।

৩

সাহিত্য সংসারে তুমি
সুকুমার ফুলভূমি,
তোমার স্নেহের গুণে কত রকমের ফুল
ফুটে আছে থরে থরে ;
কেমন সৌরভ ভরে
সোহাগসমীরে কিবে করিতেছে ঢুলঢুল !

৪

তোমার উৎসাহ-ধারা
বিচিত্র বিদ্যুৎপারা,
কতই বোবার মুখে কত কথা ফুটেছে ;
কতই পরমানন্দে,
কত মত ছন্দবন্দে,
কত ভাব ভঙ্গিমায়,
ইংরাজি ফরাশি কত বাঙ্গালায় বলেছে।

৫

চলিয়া গিয়াছ তুমি,
কি বিষণ্ণ বঙ্গভূমি ;
সে অবধি আজো কেন
দেশে কি হয়েছে যেন !
নিকুঞ্জ কাননে আর্ কোন পাখী ডাকে না !
ভাগীরথী-তীর থেকে আর্ বাঁশী বাজে না !
মানস সরসে হায় পদ্ম ফুটে হাসে না !
স্বর্গের বীণার ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে না !
এ দেশে ভারতী দেবী বুঝি প্রাণে বাঁচে না !

৬

সেই প্রিয় মুখ সব, সেই প্রিয় নিকেতন,
সেই ছাদে তরুরাজি শূন্যে শোভে উপবন,
সেই জাল-ঘেরা পাখী, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণ-খোলা গান, সেই মধু যামিনী,
কি যেন কি হয়ে গেছে !
কি যেন কি হারায়েছে !
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন ?

৭

কবে কার আবির্ভাবে,
থাকে যে কি এক ভাবে,
অভাবে সে ভাবে আর সেই সব থাকে না ;

দোলায়ে ফুলের বন
চোলে গেলে সমীরণ,
সেই ফুল হাসে, হায়, সে সৌরভ আসে না!

৮

কে গায় কাতর গান,
কেন শোকাকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর কেন কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণী!
আজি কি বিজয়া এল,
তিন দিন কোথা গেল!
কেন মা আনন্দময়ী! কাঁদো কাঁদো মুখখানি?

৯

সুখের স্বপন, কেন
চকিতে ফুরায় যেন,
হারালে হাতের নিধি, আর নাহি পাওয়া যায়!
রয়েছে স্বজনগণে
যে যার আপন মনে,
নির্জ্জনে বাতাস শুধু কোরে ওঠে 'হায়! হায়!'

১০

হা দেবী! কোথায় তুমি!
গেছ, ফেলে মর্ত্ত্যভূমি!
সোণার প্রতিমা জলে কে দিল রে বিসর্জ্জন!

কারো বাজিল না মনে,
বজ্রাঘাত ফুলবনে!
সাহিত্য-সুখের তারা নিবে গেল কি কারণ!

১১

ওই যে সুন্দর শশী,
আলো কোরে আছে বসি!
চিরদিন হিমালয়,
কি সুন্দর জেগে রয়!
সুন্দরী জাহ্নবী চির বহে কলস্বনে;
সুন্দর মানব কেন,
গোলাপ কুসুম যেন;
ঝ'রে যায়, ম'রে যায় অতি অল্পক্ষণে!

১২

ভোরের গানের মত,
ভোরের তারার মত,
মধুর সুন্দর মূর্ত্তি ত্রিদিব-ললনা;
ভোরে ভোরে আসে, যায়,
কেহ নাহি দেখে তায়,
রেখে যায় কোমল কুসুমদলে
নির্ম্মল দুয়েক ফোঁটা শিশিরাশ্রুকণা!

১৩

আহা সেই স্বর্গের নিবাসী,
চলে গেছে!
রেখে গেছে
সুহৃদ্ জনের মনে
যাবার সময় সেই প্রাণফাটা বিষাদের হাসি!

১৪

সেই মুখখানি মনে
কেন পড়ে ক্ষণে ক্ষণে,
করুণ নয়ন দুটী সদাই প্রাণেতে ভায়,
হা দেবী! তোমায় আর দেখিব না এ ধরায়!

১৫

অমরার পদ্মপথে
পারিজাত পুষ্পরথে
কিরণ-কলিত-মূর্ত্তি তোমারই মহাপ্রাণী
অপরূপ রূপ ধরি,
যেতেছিল আলো করি;
চেনো চেনো কোরেছিনু, চিনিতে পারিনে রাণী!

১৬

কেঁদে উঠেছিল প্রাণ,
মনে এসেছিল ধ্যান,

বুক ফেটে বারবার
উঠেছিল হাহাকার ;
উঠিল বাতাস ভোরে কি যেন আকাশবাণী
তবুও তবুও আহা নারিনু চিনিতে রাণী !

১৭

তুমিও আমায় দেখে
চেয়ে ছিলে থেকে থেকে,
চক্ষে গড়াইল জল,
মুখখানি ছলছল !
কেন গো কি পেলে ব্যথা !
কিজন্যে ক'লে না কথা ?
বুঝি বা আমারি মত
স্মরি স্মরি অবিরত,
এই পরিচিত জনে
প'ড়ে, পড়িল না মনে !
পুষ্পরথ থেকে নেমে কেন কাছে এলে না ?
সেই দেখা, শেষ দেখা ; কিছু ব'লে গেলে না !

১৮

সকলি পড়িছে মনে !
যেন সেই পদ্মবনে

যোগেন্দ্রবালার কাছে
যে সব সঙ্গিনী আছে,
খেলিতে তাঁদের সনে দেখেছি আমি তোমায় ;
করুণ নয়ন দুটী এখনো প্রাণেতে ভায়!

১৯

সকল সতীর প্রাণ,
সুমধুর ঐক্যতান ;
সুরপুরে একতরে কি মধুর বাজিছে!
ঘুমায়ে মায়ের কোলে সুখে শিশু শুনিছে!
সে সব সতীর মাঝে দেখেছি আমি তোমায়
করুণ নয়ন দুটী এখনো প্রাণেতে ভায়!

২০

আহা সে রূপের ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি!
হাসিছে অমরাবতী, হাসিতেছে ত্রিভুবন,
হৃদয় উদয়াচল আলো হয়েছে কেমন!

দশম সর্গ।

পতিব্রতা।

—*—

গীতি।

[রাগিণী ললিত,—তাল কাওয়ালী।]

অহহ!—সমুখে সুমঙ্গল একি!
দেবি, দাঁড়াও নয়ন ভোরে দেখি!
ত্যজেছ মানব-কায়া,
আজো ত্যজ নাই মায়া!
একি অপরূপ ছায়া—একি!
করুণ নয়ন দুটী
তেমনি রয়েছে ফুটি,
তেমনি চাঁচর কেশ, বেশ;
মলিন্ মলিন্ মুখ,
কেন গো কিসের দুখ!
ভালবাসা মরণে মরে কি?

১

সতীর প্রেমের প্রাণ,
পতি প্রতি একটান;
অমর সে ভালবাসা, মরণেও মরে না।
স্বর্গ থেকে এসে, তাকে
অলক্ষ্যে আগুলে থাকে,
সে দেখে নয়ন ভোরে, কেহ তারে দেখে না।

২

শোকে কেঁদে উভরায়
পতি যদি ডাকে তায়,
প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়,
কি যেন নিঃসরে বাণী বহমান্ পবনে ;
না জানি কি শক্তি-বলে
সতীত্ব তপের ফলে
আকাশে প্রকাশে আসি স্নেহমাখা আননে।

৩

কিবে শান্তিময় মুখ !
হেরে দূরে যায় দুখ,
প্রফুল্ল কপোল বহি গড়ায় নয়নজল।
যত সাধ ছিল মনে,
পূর্ণ সেই শুভক্ষণে ;
বিয়োগ-কাতর প্রাণ করুণায় সুশীতল।

৪

সে অবধি স্বপ্ন-প্রায়
সদাই দেখিতে পায়
পত্নীর করুণাছায়া বেড়াইছে কাছে কাছে,
চারিদিকে মৃদুমন্দ
অপূর্ব্ব ফুলের গন্ধ,
করুণ নয়ন দুটী মুখপানে চেয়ে আছে।

৫

স্বর্গ সর্ব্বসুখময়
সতীদের পিত্রালয়,
সে আদরে তত স্নেহে তবুও টেঁকে না মন,
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে
কার্ মুখ পড়ে মনে,
কার্ তরে পাগলিনী! ধরাতলে বিচরণ?

৬

"মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্যতু দাতারং ভর্ত্তারং কা ন পূজয়েৎ?"
অহহ পবিত্র ভাষা!
কি উদাত্ত ভালবাসা!
কে দিল উত্তর? আহা কোন্ দেবী নাহি জানি!
এ যে রামায়ণ কথা,
সে যে সীতা স্বর্ণলতা,
কন্যা কবি বাল্মীকীর,
পতি তাঁর রঘুবীর
এ শ্লোক সীতার মুখে
শুনেছি মনের সুখে।
আজি সেই শ্লোকগান
কেন চমকায় প্রাণ?

কথা কয় বাতাসে কি ?
একি, একি, একি দেখি !
আধ আধ বিভাসিত কার্ এ প্রতিমাখানি—
আকাশে সুন্দরী শ্যামা কার্ এ প্রতিমাখানি !

৭

তুমি প্রভাতের উষা,
স্বর্গের ললাট-ভূষা,
ব্রহ্মার মানস সরে প্রফুল্ল নলিনী গো !
কেন মা পৃথিবী আসি
শুকায় সুখের হাসি !
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা !
কই তোর্ প্রফুল্লতা !
কে ছিঁড়েছে আশালতা, কি মানে মানিনী গো !

৮

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণ-মুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল !
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে ;
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল !

৯

এস না ধরায়—আর, এস না ধরায়!
পুরুষ কিম্ভূত মতি চেনে না তোমায়।
মনঃ প্রাণ যৌবন
কি দিয়া পাইবে মন!
পশুর মতন এরা নিতই নূতন চায়।
এস না ধরায়!

১০

গোলাপ ফুলের চেয়ে
সুন্দর, যুবতী মেয়ে,
মনের উল্লাসে হাসে প্রফুল্ল নলিনী;
সেই পুণ্য প্রতিমায়
আহা কি সৌন্দর্য্য ভায়!
জুড়াতে মানব-হৃদি
কি নিধি দিয়েছে বিধি!
পরম আনন্দ ভরে
পুণ্যাত্মা দর্শন করে;
কুরসিক পুরুষের কি ঘোর্ চাহনি!

১১

সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ক-কালো উড়িয়া বেড়ায়,

গুন্ গুন্ রবে ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি;
কেন গো দাঁড়ায়ে সতি!
যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায়
আর এস না ধরায়!

১২

দুর্ব্বহ প্রেমের ভার,
যদি না বহিতে পার,
ঢেলে দাও আকাশে, বাতাসে, ধরাতলে!
মিটায়ে মনের সাধ
ঢালিয়া দিয়াছে চাঁদ
জগত-জুড়ানো হাসি;
প্রাণের অমৃত রাশি
ঢেলে দাও মানবের তপ্ত অশ্রুজলে!

উপসংহার।

১

বলে নাহি গেলে মা! আমায়,
কেন দেখা দিলে গো ধরায়!
শুকতারা চলে গেল,
আলোকের রাজ্য এল,
তারাগণ গেল কে কোথায়।

২

যেই দেশে তোমাদের বাস,
সূর্য্য সেথা যেতে পায় ত্রাস।
বিচিত্র সে সৃষ্টি কার্য্য,
উদার স্বপন রাজ্য;
সর্ব্বদা পূর্ণিমা রাতি,
চিরপূর্ণ চন্দ্রভাতি;
দূরে দূরে, স্থলে স্থলে
উজ্জ্বল নক্ষত্র জ্বলে,
ঝুরু ঝুরু মধুর বাতাস।

৩

স্নিগ্ধপ্রাণ সে দেশের লোকে
ভাল নাহি বাসে সূর্য্যালোকে।
যখনি আলোক ভায়,
অমনি মিলায়ে যায় ;
রাত্রে আসে বেড়াতে ভূলোকে।

৪

আহা সেই দেবী সুলোচনা,
'সারদামঙ্গল' গানে প্রসন্ন আননা,
বাড়ায়ে কোমল পানি
সাধের আসন খানি
পাতিলেন, সুধালেন বসায়ে আমায়
নিমগন মনে আমি ধেয়াই কাহায় ?

৫

হায়, তিনি কোথায় এখন,
অস্তগত তারার মতন !
এতক্ষণ বরাবর
করিলাম প্রশ্নোত্তর।
দেখাতে ধ্যানের রূপ
রচিলাম প্রতিরূপ,

শূন্যে যেন ইন্দ্রধনু
কান্ত, সুজীবন্ত তনু ;
পরালেম আবরি আনন
কল্পনার বিশদ বসন।
এ অবগুণ্ঠন মাজে
না জানি কেমন রাজে—
কেমন সুন্দর সাজে,
কার মুখে করিব শ্রবণ!
হায়, তিনি কোথায় এখন!

৬

আবৃত আকৃতি খানি—
জীবন্ত মাধুরী খানি—
প্রাণের প্রতিমা খানি
কার করে সমর্পণ করি!
কোথা সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরী!

৭

সরল সরস মন,
ভাবে ভোর বিলোচন ;
কার্ আছে তাঁহার মতন!

মনের ঘুমের ঘোরে
কে দেখেছে প্রাণ ভোরে
আধ আধ মেঘে ঢাকা চাঁদের কিরণ?
কোথা, তুমি কোথায় এখন!

৮

প্রাণ খুলে ধরিয়াছি গান,
আপনার জুড়াইতে প্রাণ—
গাহিতে তোমার গুণগান—
করিতে তাঁহার স্তুতি যাঁরে করি ধ্যান।
করি অনুরাগ স্নেহ
শুনে, বা, না শুনে কেহ।
শূন্য করি বঙ্গভূমি
কোথায় রয়েছ তুমি,
বসি কোন্ দিব্যলোকে
চিরপূর্ণ চন্দ্রালোকে
শ্রোত্রপুটে করিতেছ পান!
আমার এ হৃদয়ের গান।

৯

আহা সেই মুখখানি—
স্নেহমাখা মুখখানি
কেহই দিবে না জানি আর্ এ ধরায়!
কোথা—সহৃদয়া দেবি! গিয়েছ কোথায়!

১০

শুভ স্মৃতিখানি তব
জাগিতেছে অভিনব,
কুসুমের, আতরের সৌরভের প্রায়
তুমি চলে গিয়েছ কোথায়!
সে সব প্রফুল্ল ফুল গিয়েছে কোথায়!

শোক সংগীত।

—※—

ফুল ফোটে না আর সাধের বাগানে,
মুকুলে মরিয়া যায় ব্যথা দিয়ে প্রাণে!
তবু যেন চারি পাশে
সদাই সৌরভ ভাসে,
সুদূরে সংগীতধ্বনি ; কেন গো কে জানে।
ঘুমঘোরে ভুলি ভুলি
স্বপনে এনেছি তুলি
এ মায়াকুসুমদাম করুণ নয়ানে—
হের দেবী করুণ নয়ানে!

আজি তবে আসি ভাই!
কল্পনা কমল বনে
গাও মধুকরগণে!
যাই, নিজ গৃহে যাই!
প্রেয়সীর ঢল ঢল বিকশিত আননে,
দেখিগে যোগেন্দ্রবালা যোগভোলা নয়নে।
প্রেমের প্রসন্ন মুখ, সারদার স্তোত্র গান,
এ জগতে এই দুই আছে জুড়াবার স্থান!

ইতি।

শান্তি গীতি।

—※—

[রাগিণী ললিত ভৈরবী,—তাল তেতালা।]

প্রেমের সাগরে ফুলতরণী,
চির-বিকশিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়—
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় দামিনী।

আননে চাঁদের আল,
চাঁচর কুন্তল জাল,
অধরে আনন্দ জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে, নয়নে মন্দাকিনী।

কে তুমি সুষমা মেয়ে,
আছ মুখ পানে চেয়ে,
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী।

সমীর আমোদে ভোর,
ডেকে আনে ঘুমঘোর,
মধুর—মধুর গান
আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা,
ঘুমায় প্রাণে,
প্রাণ যে আমার, কি হ'য়ে যায় জানিনি!

২৭২

সাধের আসন।

জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন,
তুমি, সাধের স্বপনবালা, করুণা কমলিনী।

ও রাঙা চরণ-তলে,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত-লতা পাপ-তাপ-হারিণী।

তোমারে হৃদয়ে রাখি,
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার, প্রাণে পূর্ণচন্দ্রোদয় সারা দিবা রজনী।

সম্পূর্ণ।

কবিতা ও সঙ্গীত

কবিতা ও সঙ্গীত।

নিসর্গ সঙ্গীত।

[রাগিণী ললিত—তাল কাওয়ালি,—ভজনের সুর।]

কি মহান্ অরুণ উদয়! (আজি রে)
(আহা) উদার—উদার এ প্রলয়!
প্রগাঢ় মেঘেতে ঢাকা,
ভানু নাহি যায় দেখা,
(কেবল) কিরণে কিরণে কিরণ্-ময়—
(মেঘরাশি) কিরণে কিরণে কিরণ্-ময়!
পালায়েছে সব তারা,
চাঁদ যেন দিশে-হারা,
(যেন) মায়ায় মোহিত সমুদয়।

গোধূলি।

—※—

নীল আকাশ মাজে আধশশী শোভা পায়,
ঈষৎ গোলাপী মেঘ ঘেরিয়ে রয়েছে তায়।
উচে নীচে তরঙ্গিয়া ভাসিছে শকুন সব,
চাতকেরা উড়ে উড়ে করে কিবে কলরব।
কাল মেঘে ঢাকা আছে আরক্ত রবির কায়া,
আধই সোণার আলো আধ আধ কাল ছায়া।
দিগন্তে রয়েছে ঘিরে মেঘের ধবলা গিরি,
সোণার শিখর তার দেখি আমি ফিরি ফিরি।
হোথায় বেগুনি মেঘ পরী যেন উড়ে যায়,
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়না গায়।
মগন তপন কাছে ধূমল আবরি ওঠে,
কিবে তার বুক ব'য়ে লাল লাল নদী ছোটে।
অতি স্নিগ্ধ রূপবতী প্রাচী দিগঙ্গনা-রাণী
নীল বসনে কিবে ঢেকেছে আনন খানি!
বায়স বাসার দিকে ঝট্‌পট্‌ ছুটে যায়,
পেচক কোটর থেকে এদিক্‌ ওদিক্‌ চায়।

———

নিশীথ গগন।

—*—

উদার অসংখ্য তারা ফুটিয়াছে গগনে,
বচনে বলিতে নারি, শুধু দেখি নয়নে।
মন যে কেমন করে, প্রাণ ধায় শূন্যপরে,
তোদের তারকা আমি কেন ভালবাসি রে,
একেলা দুপুর রেতে ছাদে ব'সে হাসি রে।
চারিদিক কি গভীর, কারো সাড়া নাহি পাই,
তবে কি জগতে আর জনপ্রাণী কেহ নাই।
চাঁদের ছেলের মত ফের্ আলো করে কে রে!
জুড়াতে জীবন বুঝি শশী রেখে গেছে এরে।
চাঁদের সাধের বাছা আয় তুই নেমে আয়,
কি নাম নক্ষত্র তোর জানিতে হৃদয় চায়।
শতবর্ষ আজি যদি না জন্মিত মানবেরা,
হইত শ্মশান সম পৃথিবীর কি চেহারা!
কেমন জীবন্ত আহা ঘুমঘোরে অচেতন,
ক্ষিরোদ সাগরে যেন ঘুমাইয়া নারায়ণ!
কতই প্রতিমা দেখে নিমীলিত নয়নে
নবীন প্রেমিক সব নব নব স্বপনে!
সরল সরলা আহা থাক থাক সুখে থাক,
সাধের ঘুমের ঘোরে পথ ভুলে যেওনাক!
বড় ভালবাসি আমি তারকার মাধুরী,
মধুর-মূরতি এরা জানেনাক চাতুরী।

শ্মশান ভূমি।

—※—

১

শূন্যময় নিস্তব্ধ প্রান্তরে,
তটিনীর তটের উপরে,
বিষণ্ণ শ্মশান ভূমি,
পড়িয়ে রয়েছ তুমি,
অভাগার নয়ন গোচরে।

২

যেন পোড়ে কোন অচেতনা
জননী, শোকেতে নিমগনা,
নাহি সুখ দুখ জ্ঞান,
দেহ ছেড়ে গেছে প্রাণ,
ফুরায়েছে সকল যাতনা।

৩

পাগলিনী যোগিনীর বেশ ;
ছেঁড়া বাস, ছেঁড়াখোঁড়া কেশ ;
বিষম কালিমা ঢাকা
কলেবর ভস্ম মাখা,
হাড়মালে ঢাকা গলদেশ।

বসন্ত পূর্ণিমা।

—※—

মধুর মধুর তোর রূপ, যামিনী!
হরষে হরষময়ী শশী-সোহাগিনী!
তারকা কুসুম বনে
খেলিছ আপন মনে,
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী।

(দূরে প্রিয়জনের স্বর শ্রবণান্তে)

মধুর মধুর রে বাজিল বাঁশী!
চমকি অন্তর পরাণ উদাসী।
কি জানি কেমন
করে আকর্ষণ,
অধীর চরণ, নয়ন পিয়াসী।

শারদ পূর্ণিমা।

—※—

আধ আধ চাঁদের কিরণ!
শারদ পূর্ণিমা আজি সেজেছে কেমন!
লইয়ে নীরদ মালা,
কতই করিছ খেলা,
ক্ষণে আধ দরশন, ক্ষণে অদর্শন!

গীত নং ১।

—※—

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর, প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা,
ওই জ্বলে শুকতারা!
দূর—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই।
কল্পনা-ললনা-বুকে
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে মরে যাই।
আসি হে জগতবাসী,
ভালবাস, ভালবাসি!
চারিদিকে হাসি রাশি, এমন সুদিন নাই।

গীত নং ২।

—※—

[রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্ত্।]

প্রাণে, সহেনা—সহেনা—সহেনাক আর!
জীবন কুসুমলতা কোথা রে আমার।
কোথা সে ত্রিদিব জ্যোতি,
কোথা সে অমরাবতী,
ফুরাল স্বপন খেলা সকলি আঁধার।

এই যে হইল আলো ;
কই, কই, কোথা গেল ;
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার।
আপনি আকাশ মাজে
কেন সেই বীণা বাজে,
সুধাংশুমণ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার—
ওই দেখ প্রতিমা তাহার।

মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলায় অমৃতরাশি,
করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ায় সংসার।
ফুটে ফুটে চারি পাশে
পদ্ম পারিজাত হাসে,
সমীর, সুরভিময় আসে অনিবার—
ধীরে ধীরে আসে অনিবার।

এ নীল মানস সর,
আহা কি উদারতর,
উদার রূপসী শশী, সকলি উদার !
এখনো হৃদয় কেন
সদাই উদাস যেন,
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার।

গীত নং ৩।

—※—

[রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।]

কোথা লুকালে,
ত্যেজিয়ে আমারে !
ত্রিভুবন আলো করি এই যে জ্বলিতে ছিলে !
লুকা'ল তপন শশী,
ফুরাল প্রাণের হাসি,
চিরদিন এ জীবন তিমিরে ডুবালে !

গীত নং ৪।

—※—

[রাগিণী বিভাস—তাল ঠা ঠুংরি।]

কি হ'ল কি হ'ল হ'ল রে, কি হ'ল আমায় !
কেন কেন ত্রিভুবন তিমিরে মগন প্রায় !
এলোকেশী কে রূপসী
বলেতে হৃদয়ে পশি
দামিনী বজ্রাগ্নি যেন মাতিয়ে বেড়ায়।
উহু, প্রাণের ভিতরে
কেন গো এমন করে
ধর ধর ধর ধর, জীবন ফুরায় !

গীত নং ৫।

—※—

[রাগিণী কালাংড়া—তাল খেম্‌টা।]

বালা, খেলা করে চাঁদের কিরণে ;
ধরে না হাসিরাশি আননে।
ঝুরু ঝুরু মৃদু বায়
কুন্তল উড়িয়ে যায়,
"চাঁদা আয় আয় আয়" চায় গগনে।
ধরিয়ে মায়ের গলে,
দেখায়ে চাঁদ, দে মা বলে,
কাঁদো কাঁদো আধ আধ বচনে।
কাছে কাছে গাছে গাছে
ফুল সব ফুটে আছে,
করতালি দিয়ে নাচে সঘনে।
হেসে হেসে দুলে দুলে,
চুমো খায় ফুলে ফুলে,
চুমো খায় ধেয়ে মায়ের বদনে।

গীত নং ৬।

—※—

[রাগিণী কালাংড়া—তাল খেম্‌টা।]

পাগল করিল রে, তার আঁখি দুটি!
তরঙ্গে টলমল নীল নলিন ফুটি!
অধর থর থর,
ফেটে পড়ে পয়োধর,
নিতম্বে চিকুর খেলিছে লুটি লুটি।
লুটিছে অঞ্চল,
অনিলে চঞ্চল,
মকর-কেতন চরণে লুটোপুটি।
দামিনী চমকিয়ে
পালিয়ে পালিয়ে
বেড়ায় ফাঁকি দিয়ে মেঘেতে ছুটি ছুটি।
শয়নে স্বপনে
নয়নে নয়নে,
ধেয়ে ধরিতে গেলে হাসিয়ে কুটি কুটি।

গীত নং ৭।

—*—

[রাগিণী কালাংড়া—তাল যৎ।]

প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই !
কেন তোর মুখে কথা নাই !
শুনিলে তোমার কথা,
জুড়ায় হৃদয় ব্যথা,
তাই কথা কহিতে কি নাই ;
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই !

প্রাণ ভোরে ভালবাসি,
সদাই দেখিতে আসি,
কেন তোর দেখা নাহি পাই—
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই !

বেশ জানি মনে জ্ঞানে
কোন ব্যথা দি'নে প্রাণে
হায় কেন ব্যথা আমি পাই—
প্রাণে বড় বাজিয়াছে ভাই !

মনে রাখ নাহি রাখ
থাক থাক সুখে থাক,
ছেড়ে দাও, কেঁদে চোলে যাই !
কেন তোর মুখে কথা নাই !

গীত নং ৮।

—※—

[সুর—প্রাণ থাক্‌তে ছেড়ে দিব না।]

ধর ধর, ধর জননী !
ধর ক্ষীর সর নবনী !
বসন ভূষণ ধর,
ম্লান বেশ পরিহর,
দাও গো মা কেশজটে কাঁকনী !

মা, তোমায় দেখাবে ভাল
বাড়ী ঘর হবে আলো ;
হিমালয়ে উমা চন্দ্র-বদনী।

মা, তোমার রাঙা পদ,
বিকশিত কোকনদ,
ধেয়াইব সারা দিবা রজনী।

করে ধোরে মা আমারে
ফিরেছ গো দ্বারে দ্বারে,
অশ্রুজলে তিতিয়াছে অবনী।

পথের সে ধূলীরাশি
আদরে না আসি আসি,
আজি কিবা হাসিতেছে ধরণী !

———

গীত নং ৯।

—※—

[রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।]

সারদা—সারদা—সারদা কোথা রে আমার!
এজন্মে তোমারে আমি দেখিতে পাব না আর!

ত্যেজে এ মরত ভূমি,
কোথা চ'লে গেলে তুমি!

এস দেবী, এস এস দেখি একবার!

সয়েছি বিরহ ব্যথা
ধরি ধরি আশালতা,

কি ঘোর্ এ শূন্যময়, কেবল আঁধার!

তুমিও গিয়েছ চ'লে,
ধরা গেছে রসাতলে;

বাতাস আকাশ ভোরে করে হাহাকার!

———

নিয়তি সংগীত।

—※—

শ্রীরাম গেহিনী,
জনক নন্দিনী,
সীতা সীমন্তিনী জনম দুখিনী!

ছাড়ি সিংহাসনে
কেন তপোবনে
মলিন বদনে ভ্রমে একাকিনী।

কি বেজেছে বুকে,
কথা নাই মুখে,
চায় চারিদিকে যেন পাগলিনী।

যান্ যথা যথা,
কাঁদে তরু লতা,
কাঁদে রে নীরবে বনের হরিণী।

যে রূপ মাধুরী
দহে লঙ্কাপুরী,
এ মুনি-কুটীরে সেজেও সাজেনি।

সমাপ্ত।